আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০২০ঈসায়ী

==

সূচিপত্র

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০

গর্ভের সন্তান হত্যার অনুমতি দিল আর্জেন্টিনা: কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর খুশি প্রকাশ

মানবতার ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশ আর্জেন্টিনার পার্লামেন্ট গর্ভের সন্তানকে হত্যার (গর্ভপাত) বিল পাস করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার চতুর্থ দেশ হিসেবে গর্ভপাতকে বৈধতা দিল দেশটি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও আল-জাজিরার খবরে এমন তথ্য মিলেছে।

বিলটি অনুমোদনের পক্ষে সিনেটে ৩৮টি ভোট পড়েছে, বিপক্ষে ২৯টি। আর অনুপস্থিত ছিলেন একজন।

আইনে বলা হয়, গর্ভাবস্থার ১৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করা যাবে।

মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় শুরু হওয়া দীর্ঘ বিতর্কের পরে আইনটি পাস হয়েছে। ১২ ঘণ্টার বিতর্কের সময়ে হাজারো মানুষ এসে জাতীয় কংগ্রেস চত্বরে জড়ো হন।

দীর্ঘ প্রচারের পরে ভোটটির আয়োজন করা হয়। দেশটিতে এখনো ইস্যুটি নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে মানুষ। বিলটি পাস হওয়ার সময় কংগ্রেসের বাইরে গর্ভপাতবিরোধীরা জড়ো হয়েছিলেন।

আইনপ্রণেতারা যাতে বিলটি বন্ধ করে দেন, সেই কামনা করে তাদের প্রার্থনা করতে দেখা গেছে।

এসময় 'হাসপাতালে বৈধ গর্ভপাতের' দাবিতে একদল মানুষকে স্লোগানও দিতে দেখা গেছে।

মানুষের জন্মবিরোধী এ বিতর্কিত বিলে বেশ খুশি প্রকাশ করেছে কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জ্যেষ্ঠ গবেষক জন প্যাপিয়ার বলেন, একটি ক্যাথলিক দেশে এই আইন পাস করা একটি বড় ঘটনা। তবে এতে নারী অধিকার আরও জোরদার হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিজ্ঞজনদের মতে, ‘এধরনের ঘটনায় মানবাধিকারের ধ্বজাধারী পশ্চিমের অমানবিক চরিত্র ফুটে ওঠে। যারা দুনিয়াজুড়ে মানবাধিকারের সবক দিয়ে বেড়ায়, দেশেদেশে যারা পশু-পাখির সুরক্ষার জন্যও মায়াকান্না করে তাদের এমন মানুষহত্যার মতো ব্যাপার থেকে পশ্চিমামুগ্ধ মানুষদের শেখার অনেক কিছু রয়েছে।’

করোনার বছরেও নারী নির্যাতন দ্বিগুনের চেয়ে বেশি, ধর্ষণ ১৩৪৬টি

২০২০ সালে সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এই করোনার বছরেও গত বছরের তুলনায় নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে দ্বিগুণের চেয়ে বেশি।

বৃহস্পতিবার (৩১ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক তালিকা থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

পুরো বছরে দেশে ১৩৪৬ কন্যাশিশু ও নারী ধর্ষণের ঘটনাসহ মোট ৩৪৪০ জন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। যেখানে ২০১৯ সালে দেশে একহাজার ৩৭০টি ধর্ষণ, ২৩৭টি গণধর্ষণসহ এক হাজার হাজার ৬২২টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিলো।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপ-পরিষদে সংরক্ষিত ১৩টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ২০২০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের এই তালিকা করেছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত বার্তায় এসব জানানো হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে সংস্থাটি জানায়, ২০২০ সালের মোট ৩৪৪০ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১০৭৪ জন ধর্ষণ, ২৩৬ জন গণধর্ষণ ও ৩৩ জন ধর্ষণের পর হত্যা ও ৩ জন ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যাসহ মোট ১৩৪৬ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

এছাড়া ২০০ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে ৪৩ জন। ৭৪ জন যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এসিড দগ্ধের শিকার হয়েছে ২৫ জন, এর মধ্যে এসিড দগ্ধের কারণে মৃত্যু ৪ জন। অগ্নিদগ্ধের শিকার হয়েছে ২৯ জন, তার মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছে ৫৯ জন। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে মোট ১২৫ জন। পাচারের শিকার হয়েছে ১০১ জন তন্মধ্যে পতিতালয়ে বিক্রি ৪ জন।

বিভিন্ন কারণে ৪৬৮ জন নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৫ জনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। যৌতুকের কারণে নির্যাতন হয়েছে ১১৭ জন, তন্মধ্যে ৫২ জন যৌতুকের কারণে হত্যা হয়েছে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৫৯ জন।

বিভিন্ন নির্যাতনে শিকার হয়েছেন ১৬৪ জন। ২৫২ জন নারী ও কন্যাশিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছে ১১৭টি। পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম অপরাধের শিকার হয়েছেন ৪৩ জন নারী।

বছরজুড়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৩০০: আসক

২০২০ সালে ৩০০ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক)।

আজ বৃহস্পতিবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে মানবাধিকার পরিস্থিতি-২০২০ নিয়ে আসক আয়োজিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন আসক সদস্য আবু আহমেদ ফজলুল কবির।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ ১৮৮ জন এবং মাদকবিরোধী অভিযানে ১১২ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বছরজুড়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছেন ১১ জন। গ্রেপ্তারের আগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতনে মারা গেছেন ১৩ জন। অসুস্থতাসহ নানা কারণে দেশের

কারাগারগুলোতে মারা গেছেন ৭৫ জন। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলি ও নির্যাতনে নিহত হয়েছেন ৪৯ বাংলাদেশি।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০২০ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহামারির মধ্যে অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে এর মাঝেও চিকিৎসা খাতে চরম অনিয়ম, ত্রুটিপূর্ণ করোনা পরীক্ষা, অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর চরম মূল্য ভুগিয়েছে মানুষকে।

সংসদে ৬০ আসনসহ আলাদা মন্ত্রণালয় চায় হিন্দু মহাজোট

প্রশাসনের সর্বত্র মালাউনদের সরব উপস্থিতির পরও আলাদা মন্ত্রণালয়সহ জাতীয় সংসদে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ৬০টি সংরক্ষিত আসনসহ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থারও দাবি তুলেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

গত বুধবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরে সংগঠনটির মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও একটি স্বাধীন সংখ্যালঘু কমিশন প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মহাসচিব হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও লুটপাটের নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলে ধরেছে।

ভারতে মেডিক্যালে চান্স পাওয়ার পরও ভর্তি হতে পারছে না মুসলিম ছাত্রীরা

নয়াদিল্লির জামিয়া নগরের একটি সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা ২৩ মুসলিম ছাত্রী এবছর সর্বভারতীয় মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা এনইইটিতে উত্তীর্ণ হলেও তাদের ২২ জনই কোনো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির আবেদন করতে পারছেন না।

মুসলিম মিররকে ওই ছাত্রীরা জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো র‍্যাংকিংয়ে সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার কারণে কোনো সরকারি মেডিক্যাল কলেজে তারা ভর্তি হতে পারছেন না। অবশ্য বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে তাদের ভর্তির সুযোগ থাকলেও ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়নে বিপুল খরচের কারণে তারা ভর্তি হতে পারবেন না।

২২ ছাত্রীর একজন মাদিহা বলেন, 'আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। তাদের ফি আমরা বহন করতে পারবো না।' নয়াদিল্লির ওখলার নূরনগরের সরকারি সর্বোদয়া কন্যা বিদ্যালয় থেকে এই শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করেন। এবছর দিল্লির সরকারি বিদ্যালয় থেকে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা এনইইটিতে উত্তীর্ণ ৫৬৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে তারা ছিলেন।

অক্টোবরে দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসদিয়া এনইইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রশংসা করেছিল।

উত্তীর্ণ ২৩ শিক্ষার্থীর একজন তাসনিম পারভীন দক্ষিণ দিল্লির সরকারি মীরাবাই পলিটেকনিকে বি. ফার্মায় ভর্তিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বাকি ছাত্রীরা এ বছর ভর্তিতে ব্যর্থ হন।

দুর্নীতির সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সংবাদকর্মীর ওপর শ্রমিকলীগ সন্ত্রাসীদের হামলা

বগুড়ায় সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের দুর্নীতির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সময় সংবাদের রিপোর্টার মাজেদুর রহমান ও চিত্র সাংবাদিক রবিউল ইসলাম হামলার শিকার হয়েছেন।

শ্রমিক লীগ নেতা জনি ও স্থানীয় মেম্বার লুৎফরের নেতৃত্বে তাদের দুজনকেই বেধড়ক পিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়। ভাংচুর করা হয় ক্যামেরা। পরে ক্যামেরা, মোবাইল, নগদ টাকা ও অন্যান্য সরঞ্জামও ছিনিয়ে নেয়া হয়। আহত সাংবাদিকরা মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

বুধবার পৌনে ১২টার দিকে সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণে দুর্নীতি হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে বগুড়া সদর উপজেলার নিশিন্দারা ইউনিয়নের দশটিকা এলাকায় যান সময় সংবাদের রিপোর্টার মাজেদুর রহমান ও চিত্র সাংবাদিক রবিউল ইসলাম।

এসময় স্থানীয় ইউপি সদস্য লুৎফর রহমান লাল মিয়া ও ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সভাপতি জনি ও তার সহযোগীরা লাঠিসোটা দিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। বেধড়ক পিটুনিতে জ্ঞান হারান মাজেদুর রহমান ও রবিউল ইসলাম।

এতেই ক্ষান্ত হয়নি হামলাকারীরা। ক্যামেরা ভাঙচুর করে। তাতেও আক্রোশ না মেটায় লুট করে নেয় ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, অন্যান্য সরঞ্জাম ও নগদ টাকা। খবর পেয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা তাদের উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রায় ২ ঘণ্টা পর মাজেদুর রহমানের এবং ৩ ঘণ্টা পর রবিউল ইসলামের জ্ঞান ফিরে আসে।

রিপোর্টার মাজেদুর রহমান বলেন, মুজিববর্ষে গরিবদের যে ঘর দেয়া হচ্ছে তাতে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। ওই কাজের ছবি তুলতে গেলে এক দল সন্ত্রাসী আমাদের ওপর হামলা করে।

থার্টি ফার্স্ট নাইট: ঈমান বিধ্বংসী বিজাতীয় সংস্কৃতি

চন্দ্র-সূর্যের চক্রাকারে রাত দিনের আগমন ঘটছে। এভাবে সপ্তাহ, মাস, বছর যাচ্ছে তো পৃথিবীর বয়স বাড়ছে। আর চলছে আমাদের জীবন চাকা। কমছে আমাদের আয়ু। এসমস্ত কিছু কার ইশারায় হচ্ছে! নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সৃষ্টিকারী, পালনকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সূরা আল ইমরান (১৯)।

বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ মানুষের ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। আমরা বুকে ইসলামকে ধারণ করে লালিত হয়েছি। সুতরাং আমাদের দ্বারা ঈমান বিধ্বংসী বিজাতীয় সংস্কৃতি কিভাবে পালিত হতে পারে! এটা সত্যিই দুঃখ ও হতাশার বিষয়!

৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটকে ‘থার্টি ফাস্ট নাইট’ নামে অভিহিত করা হয়। আমরা এটাকে ইংরেজি নববর্ষ হিসেবে জানলেও মূলত তা ইংরেজি নববর্ষ নয়, বরং এটা খৃস্ট্রীয় বা গ্রেগরিয়ান নববর্ষ। যার সাথে মিশে আছে খ্রিস্টানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি। এর নামকরণও করা হয়েছে খ্রিস্টানদের ধর্মযাজক পোপ গ্রেগরিয়ানের নামানুসারে।

ঐতিহাসিকরা বলেন, খৃষ্টপূর্ব ৪৬ সালে জুলিয়াস সিজার সর্বপ্রথম ১ জানুয়ারিতে নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করে। পরে তা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় ও দেশজ সংস্কৃতি নিজ নিজ ধর্ম ও দেশের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবি।

থার্টি ফার্স্ট নাইট খৃস্টানদের সংস্কৃতি হলেও প্রতি বছর অনেক মুসলিমও পালন করে থাকেন। কিন্তু এটা মুসলমানদের কোন সভ্যতা, সংস্কৃতি হতে পারে না। বরং এটা একটি অপসংস্কৃতি। থার্টি ফার্স্ট নাইট বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ এবং অশ্লীলতার মহাপ্লাবন। এটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় সংস্কৃতি। একজন ঈমানদার মুসলমান ও রুচিশীল-সচেতন মানুষ কিভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও বেহায়াপনাকে সমর্থন করে তা বোধগম্য নয়।

উলামায়ে কেরাম একে হারাম বলে আখ্যায়িত করেন। অন্য ধর্মের সংস্কৃতি-উৎসব মুসলমানের জন্য উদযাপন করা জায়েয নেই। বিজাতীয় সংস্কৃতি উদযাপন থেকে বিরত থাকতে কোরআন ও হাদিসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া (ইসলামি রীতিনীতি) অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ করবে কখনো তার সেই আমল গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’। (সূরা আল ইমরান: ৮৫)।

হাদিসে নববীতে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, ‘যে অন্য জাতির সঙ্গে আচার-আচরণে, কৃষ্টি-কালচারে সামঞ্জস্য গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত বিবেচিত হবে। (সুনানে আবু দাউদ : ২৭৩২)।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহপাক সু-স্পষ্ট এরশাদ করেন, ‘প্রত্যেক জাতির জন্য আমি একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি’। (সুরা মায়িদাহ : ৪৮)।

রাসুল সা. আরো ইরশাদ করেন, ‘যদি তুমি খারাপ কাজ করো, আর তোমার খারাপ লাগে, ভালো কাজ করে ভালো লাগে তাহলে তুমি মুমিন। কিন্তু যদি খারাপ কাজ করে ভালো এবং ভালো কাজ করে খারাপ লাগে তাহলে তুমি মুমিন হতে পার না’। (মুসলিম : ১৯২৭)।

এছাড়া এ রাতে আতশবাজি, মদ, জুয়াসহ নানা অপকর্ম করা হয়। তাই থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

কাশ্মীর | মুজাহিদিনের হামলায় ১০ এরও অধিক ভারতীয় মুশরিক সৈন্য হতাহত

চলিত সপ্তাহে ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের সাথে ২টি সংঘাত হয় আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের। যার একটিতেই ৩ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

সাবাত নিউজ এজেন্সীর তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার, ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের সাথে জবরদখলকৃত উত্তর কাশ্মীরে তীব্র সংঘর্ষ হয় আল-কায়েদা শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ (AGH) এর মুজাহিদদের। এসময় এজিএইচ এর জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুশরিক সৈন্য নিহত এবং আরো ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর উত্তর কাশ্মীরে 'জাইশে মুহাম্মদ ও আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের' কয়েকজন মুজাহিদের অবস্থানের সাংবাদ পায় ভারতীয় মুশরিক বাহিনী, তখন তারা সেখানে মুজাহিদদের ধরতে মুসলিমদের বাড়িঘরে তল্লাশি চালাতে শুরু করে। অতঃপর মুজাহিদদের অবস্থানস্থলের কাছাকাছি মুশরিক সৈন্যরা পৌঁছে গেলে, মুজাহিদগণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই ভাগ হয়ে পড়েন এবং মুশরিক সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করেন। যার ফলে ভারতীয় কতক মুশরিক সৈন্য হতাহত হয়। অপরদিকে মুজাহিদগণও নিরাপদ স্থানে সরে যেতে সক্ষম হন।

https://ibb.co/tqsmcFV

খোরাসান | কাবুল বাহিনী দ্বারা বিধ্বস্ত উচ্চ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন, তাদের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের নেড়খ জেলায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ করেছেন। যা কাবুল সরকারের মুরতাদ বাহিনী এক রাতে অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

তালেবানদের একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র, মুহতারাম জবিহুল্লাহ মুজাহিদ টুইটারে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছবি পোস্ট করে বলেছেন যে, এটি তালেবানদের 'ইনস্টিটিউশনাল' কমিশনের কর্মকর্তাদের সহায়তায় পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। যেটি কিছুদিন পূর্বে কাবুল বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিলো। বর্তমানে ১৫০০ শিক্ষার্থী এই উচ্চ বিদ্যালয়টিতে ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

তালেবানরা ইতোমধ্যে সারাদেশে বেশ কয়েকটি কল্যাণমূলক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে, অনেক অংশে দরিদ্রদের মধ্যে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ তালেবান নতুন করে ৪ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র ও ২০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে একটি প্রকল্পও হাতে নিয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/12/31/45543/

ফটো রিপোর্ট | দরিদ্র ও অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে সামর্থ্য অনুযায়ী শীতবস্ত্র ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে আসছেন।এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ ডিসেম্বর উরুজগান দেরাদুন ও কেন্দ্রীয় উরুজগান জেলার অনেক দরিদ্র ও অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে তালেবান।

https://alfirdaws.org/2020/12/31/45538/

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ১ নুসাইরী সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা সমর্থক সিরীয় জিহাদী গ্রুপ আনসারুত তাওহীদের স্নাইপার স্কোয়াডের মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার, সিরিয়ার দক্ষিণ ইদলিব সিটির দারুল-কাবীর অঞ্চলে উক্ত সফল স্নাইপার হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। এতে ঘটনাস্থলেই এক নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়।

উল্লেখ্য সিরিয়ায় ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে আল কায়দার এই শাখাটি। ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে পর্যদুস্ত করে চলেছে মুরতাদ আসাদ সমর্থিত অনুসারী বাহিনীদের।

https://ibb.co/5MHhcgW

ইয়ামান | আল-কায়েদার হামলায় বিপর্যস্ত মুরতাদ বাহিনী, হতাহত ডজনখানেক

ইয়ামানে সৌদি সমর্থিত হাদী, ইরান সমর্থিত হুথী ও আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা একিউএপি(AQAP) এর মুজাহিদিন। ডিসেম্বরের ১৭ তারিখের পর থেকে এ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গত ১৮ ডিসেম্বর 'নৌরোস' এর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, কিছুদিন বিরতি দিয়ে পূণরায় ইয়ামানে হামলা চালাতে শুরু করেছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্। তারা ইতিমধ্যে আবয়ান, শাব্বা, ইডেন ও রাজধানী সনায় বেশ কয়েকটি অভিযান চালিয়েছে। যার মধ্যে শাব্বায় আরব আমিরাতের সেনা সদস্যদের টার্গেট করে একটি গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছে দলটি, এমনিভাবে সানার মুকাইরাস অঞ্চলে হুথীদের একটি সাইটে গাড়ি বিস্ফোরণও করেছিলো শাখাটি।

অপরদিকে বাইদা প্রদেশের কেন্দ্রস্থল আল-জহির জেলার নাফিসা এলাকায় হুথী বিদ্রোহীদের একটি কনভয়কে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছে আনসারুশ শরিয়াহ্।

সর্বশেষ 'সাবাত নিউজ'এর তথ্যমতে, গত ২৭ ও ৩০ ডিসেম্বর বায়দা প্রদেশে আরো ২টি স্নাইপার হামলা চালিয়েছে মুজাহিদগণ। এতে ২ হুথী বিদ্রোহী নিহত হয়েছে।

কেনিয়ার আরো একটি জেলা ও পুলিশ ব্যারাক নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আশ-শাবাব

কেনিয়ার মান্দিরা শহরে ফের বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, এসময় তাঁরা একটি জেলা ও পুলিশ ব্যারাক নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার মান্দেরা অঞ্চলে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর একটি পুলিশ ব্যারাকে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর ক্রুসেডার বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়লে তারা পুলিশ ব্যারাকটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর মুজাহিদগণ পুলিশ ব্যারাকটি নিয়ন্ত্রণে নেন, এরফলে কেনিয়ান বাহিনী নিয়ন্ত্রণ হারায় মান্দিরা অঞ্চলের 'শির' জেলাটিও। আর মুজাহিদগণ জেলাটিকে অন্তর্ভুক্ত করেন তাদের প্রতিষ্ঠিত ইমারতে ইসলামিয়ায়।

পাশাপাশি জেলাটির সরকারী যোগাযোগ সংস্থা সাফারিকমের সদর দফতর ভেঙে দেন মুজাহিদগণ, অতঃপর একটি জনসভায় জেলাটির জানসাধারণকে উদ্দেশ্য করে সংঘাতের কারণ সম্পর্কে বক্তব্য দেন মুজাহিদগণ।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ২ সৈন্য নিহত, আহত ৩ এরও অধিক

মধ্য মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হামলা চালিয়েছে, উক্ত হামলায় কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ৩০ সে ডিসেম্বর এ হামলা চালানো হয়।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ ডিসেম্বর আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির মধ্য মোপ্তি রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান

জিএনআইএম(JNIM) মুজাহিদগণ। রজ্যটির দাওয়ানজার শহরের একটি ব্যাংকের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে। যাতে দেশটির ন্যাশনাল গার্ডের ২ সদস্য নিহত এবং ৩ এরও অধিক অন্য সদস্যরা আহত হয়েছে।

মসজিদে নববীতে যিয়ারত ও রিয়াজুল জান্নায় শিশুদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা: আলিমদের ফতোয়া

করোনার অজুহাতে মসজিদে নববীতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারকের যিয়ারত এবং রিয়াযুল জান্নাহয় শিশুদের প্রবেশে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সৌদি আরবের ত্বগুত প্রশাসন।

আরব মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা মসজিদে নববীর তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

এদিকে করোনা অযুহাতে সন্ত্রাসী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নামক শায়তানি সংস্থা যখন পুরো বিশ্বে লকডাউন চাপিয়ে দেয় তখন প্রতিটি দেশের ত্বগুত শাসকরা, নিজ নিজ দেশে মনিবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো।

এ ঘটনার পর ইসলামি বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে ছিলো, মুসলিমদের পবিত্র স্থান মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য স্থান বন্ধ করার কোন অধিকার কারো নেই।

প্রথমদিকে যখন মক্কা-মদিনার পবিত্র মসজিদগুলো বন্ধ করা হয়েছিলো। সে সময় প্রখ্যাত শাইখ মুহাম্মদ আল-হাসান আল-দিদু এক ফতোয়ায় বলেছিলেন যে, 'পবিত্র কাবা পুরো মুসলিম বিশ্বের। সৌদি সরকার কাবা বন্ধ করে দেয়ার কোন অধিকার নেই। '

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কর্নেল ও এমপিসহ ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের পৃথক ২টি হামলায় এমপি ও কর্নেলসহ কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এ পৃথক অভিযান ২টি চালানো হয়।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলায়। এখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় সংসদ সদস্য মাহদিন হাসান আফরাহ এবং তার দেহরক্ষী সৈন্যরা। মুজাহিদদের এই সফল হামলায় সে ও তার ১ দেহরক্ষী নিহত হয়েছে, এছাড়াও আহত হয়েছে আরো ২ দেহরক্ষী।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে। বে-বুকুল রাজ্যের ডাইনাসোর শহরে অবস্থিত এই সামরিক ঘাঁটিটিতে মাত্র কয়েকজন মুজাহিদের হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঘাঁটিটি, এছাড়াও এক কর্নেলসহ ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০

ভারতীয় মুসলিমদের বিদেশী পরিচয়ে ঢোকানো হচ্ছে জেলে

ডি-ভোটার ও বিদেশি চিহ্নিত হওয়ায় ভারতের আসাম রাজ্যে বিপুলসংখ্যক ভারতীয় মুসলমানকে দিনের পর দিন ভুগতে হচ্ছে। অভিযোগটা অনেক দিনের। বিধানসভায় পেশ করা রাজ্য সরকারের তথ্যে ফের প্রমাণ পাওয়া গেছে এই অভিযোগের। গত কাল শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম, আবদুর রশিদ মণ্ডলের প্রশ্নের জবাবে রাজ্য সরকার জানায়, চলতি বছরে ৩১ জুলাই পর্যন্ত আসামের ১০০টি ফরেনার্স ট্রাইবুনালে ৪,৩৪,৬৫৪টি বিদেশী সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে ২,২০,৮৩৩টিতে রায়দান

হয়েছে। ১,৩৪,৮১০ জনকে বিদেশী চিহ্নিত করা হয়েছে। আর ভারতীয় ঘোষিত হয়েছেন ১,১৬,০৩৫ জন। এই লক্ষাধিক ভারতীয়কে সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে। লড়তে হয়েছে মামলা। খরচ করতে হয়েছে প্রচুর অর্থ। ভারতীয় হয়েও বিদেশী 'তকমা' নিয়ে বেঁচে থাকার মানসিক গ্লানি তো বাড়তি পাওনা।

রাজ্য সরকার জানাচ্ছে, আসাম চুক্তির পর থেকে চলতি বছর জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত হওয়া মাত্র ২৯,৯৫৯ জনকে 'বহিষ্কার' করা গেছে। তার মধ্যে ২৪৪৫ জনকে 'পুশ ব্যাক' করা হয়েছে। ঘোষিত বিদেশীদের মধ্যে দু'জন আফগানিস্তানের ঠিকানা দেয়ায় তাদের সে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পাঁচজনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের মধ্যে ১০৫ জন বাংলাদেশের ঠিকানা দিয়েছেন। সেই ঠিকানা যাচাইয়ের কাজ চলছে। বাকিরা ডিটেনশন শিবিরে রয়েছেন বা জামিনে মুক্ত আছেন। কিন্তু তাঁ বিদেশের কোনো ঠিকানা দেননি।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবি, ডিটেনশন শিবিরে বন্দিদের বাংলাদেশী হিসেবে ধরে নিয়ে সরকার তাদের 'নিজের দেশের ঠিকানা' দিতে বললেও, বংশানুক্রমে বা দীর্ঘদিন ধরে আসামের মাটিতেই বসবাস করা এই মানুষগুলো ভারতেরই বাসিন্দা। তাই তাদের পক্ষে কোনো ভাবেই বাংলাদেশের ঠিকানা দেয়া সম্ভব নয়। আর আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা হলে, কেউই ঠিকানা গোপন করে বছরের পর বছর জেলে পচতে চাইবেন না।

বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনারের দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকারিভাবে তাদের কাছে বন্দী বাংলাদেশীদের যে তালিকা দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে গত দু'বছরে বেশির ভাগ ব্যক্তিরই ঠিকানা যাচাই করে দেশের ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। আর জনা তিরিশ বাংলাদেশী আসামের ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে বন্দি আছেন। প্রশ্ন উঠছে, তা হলে বাকি আট শতাধিক বন্দির পরিচয় কী?

ডি-ভোটার তথা সন্দেহজনক ভোটারের ক্ষেত্রে ভারতীয় সরকারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে চলতি বছর নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ফরেনার্স ট্রাইবুনাল মোট ৩৮,৬০৩ জনকে বিদেশী ঘোষণা করেছে। ভারতীয় ঘোষিত হয়েছেন ৬৫,২০৩ জন। ফলে এই ইভযোগ আরো জোরালো হলো

যে পুলিশের সীমান্ত শাখা যথেচ্ছভাবে ভাষিক সংখ্যালঘুদের ডি-ভোটার হিসেবে নোটিশ পাঠায়। এবং তাদের বেশির ভাগই ভারতীয়। বর্তমানে ডিটেনশন শিবিরে বন্দি আছেন ৮২ জন ডি-ভোটার। সবচেয়ে বেশি ডি-ভোটার, ৪৬ জন আছেন তেজপুর ডিটেনশন শিবিরে। বাকি ডি-ভোটার আছেন বরপেটা, শোণিতপুর ও নগাঁওয়ে।

সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

নিরীহ কাশ্মিরিদের হত্যা করে দেহে অস্ত্র গুঁজে দিত ভারতীয় মালাউন সেনারা

সাজানো বন্দুকযুদ্ধে নিহত তিন কাশ্মিরি শ্রমিককে সশস্ত্র যোদ্ধা প্রমাণ করতে তাদের শরীরে অস্ত্র গুঁজে দিয়েছিল এক সেনা কর্মকর্তা ও তার দুই সহযোগী।

জুলাই মাসে এই তিন শ্রমিকের মৃত্যুতে ভারত দখলকৃত কাশ্মিরে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।

পুলিশের বিবৃতি বলছে, ক্যাপ্টেন ভূপেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে হত্যা, ষড়যন্ত্র ও আরো কিছু অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ওই কর্মকর্তা ও তার দুই সহযোগী নিহতদের পরিচিতি কেড়ে নিয়ে অবৈধভাবে তাদের দেহে অস্ত্র ও বিভিন্ন বস্তু গুঁজে দিয়ে তাদেরকে সমরাস্ত্র সজ্জিত জঘন্য সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেয়।

সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বীকার করে যে বিতর্কিত সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনের (এএফএসপিএ) ফলে সৈন্যরা ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে বেসামরিক নাগরিক হত্যায় সেনাদের দায়মুক্তি দেয়া হয়।

ঘটনার পর সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে দাবি করেছিল, ওই তিন ব্যক্তি দক্ষিণ কাশ্মিরের আমশিপোড়া গ্রামে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়। তাদের কাছে তিনটি অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। পরে তাদের লাশগুলো দ্রুততার সাথে দূরের এক সীমান্ত অঞ্চলে দাফন করে ফেলা হয়।

ঘটনার একমাস পর প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল রাজৌরিতে নিহতের আত্মীয়েরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবির মাধ্যমে ওই তিন ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। পরিবার জানায় ওই তিন ব্যক্তি কাশ্মিরের আপেল বাগানে কাজের সন্ধান করছিল শুধু।

বন্দুকযুদ্ধে নিহত তিন ব্যক্তির একজন ইবরার আহমেদ। তার বড় ভাই জাভেদ আহমদ (২৫) জানান, 'ন্যায়বিচার সন্ধানে শান্তি ও ঘুম হারিয়েছে' তার পরিবার।

'তাদের একজন আমার ভাই এবং অন্য দুজন আমার কাজিন। আমরা ন্যায়বিচার পাব কিনা তা আমরা জানি না,' জম্মুর রাজৌরি জেলার বাসিন্দা জাভেদ বলেন।

তিনি আল জাজিরাকে বলেন, 'আমরা এখনো পুরো ঘটনাটি জানি না, এই বর্বরোচিত ঘটনার পিছনের প্রতিটি সত্যই আমাদেরকে বলতে হবে, যে ঘটনায় আমরা আমাদের পরিবারের তিন তরুণ সদস্যকে হারিয়েছি।'

১৯৯০ সালে যখন ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তখন থেকে এএফএসপিএর অধীনে কাশ্মীরে একটি জরুরি আইন জারি করা হয়েছিল যে, নয়াদিল্লি না চাইলে এই অঞ্চলে মোতায়েন করা ভারতীয় সৈন্যদের বিচার বেসামরিক আদালতে করা যাবে না।

পরবর্তীকালে নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তদন্তের পর পুলিশের পক্ষ থেকে অগণিত অনুরোধ সত্ত্বেও গত ৩০ বছরে এ জাতীয় কোনও অনুমতি কখনো দেয়া হয়নি।

রাজৌরির মানবাধিকার কর্মী গুফতার আহমদ চৌধুরী আল জাজিরাকে বলেন, তিন ব্যক্তির এই বিচার একটি 'দীর্ঘ যুদ্ধ'।

'কখন বিচারকাজ শুরু হবে তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি । পরিবারগুলোর জন্য এটি ন্যায়বিচারের লড়াই, যা মাত্র শুরু হলো।'

কাশ্মিরের মানবাধিকার কর্মীরা উল্লেখ করেন, বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা এবং পদক পাওয়ার জন্য 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সেনাবাহিনী অতীতে বহু বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে।

২০১০ সালে পুলিশের একটি তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, কুপওয়ারা জেলায় লাইন অভ কন্ট্রোলের নিকটবর্তী মাচিল এলাকায় সেনাবাহিনী একটি সাজানো বন্দুকযুদ্ধে তিন বেসামরিক লোককে হত্যা করেছিল। ওই তিন ব্যক্তিকে কৌশলে মাচিলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদেরকে 'জঙ্গী' তকমা দিয়ে হত্যা করে সেনা সদস্যরা।

কয়েক দশক ধরে চলমান এই সংঘাতে কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছে যাদের বেশির ভাগই বেসামরিক লোকজন।

সূত্র: *আলজাজিরা*

ফিলিস্তিনে "নবী মুসা" মসজিদে মদ ও গানের আসর

দখলকৃত জেরুজালেমের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত "নবী মুসা মসজিদের" অভ্যন্তরে একদল যুবক-যুবতী নাচ গান ও মদের অনুষ্ঠান করেছে বলে জানা গেছে ।

অনুষ্ঠানটির ভিডিও ফুটেজ তৈরী করে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে, যা ফিলিস্তিনিদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। কারণ ভিডিওটিতে নাচ এবং মদ্যপানের দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একদল যুবক যুবতী "নবী মুসা মসজিদের" ভিতরে উচু আওয়াজে পশ্চিমা সংগীতের সুরে গাইছে ও নাচছে।

এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মদ পরিবেশন করা হচ্ছে ।

ফিলিস্তিনের বিচারপতি মাহমুদ আল-হাবাশ বলেছেন: "আমি হযরত মুসা মসজিদের সম্মান ও পবিত্রতা লঙ্ঘনের অপরাধের বিষয়টি নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল অধ্যাপক আকরাম আল-

খতিবের সাথে কথা বলেছি। অনতিবিলম্বে এতে জড়িত প্রমাণিত প্রত্যেককেই শাস্তি পেতে হবে।

প্রণোদনার মেয়াদোত্তীর্ণ বীজে কৃষকের সর্বনাশ, চারাই গজায়নি

প্রণোদনার মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের বীজে সর্বনাশ হয়েছে রাজশাহী অঞ্চলের চাষীদের। কৃষি প্রণোদনার অংশ হিসেবে রাজশাহী কৃষি অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বিতরণ করা বিভিন্ন ফসলের বীজে কোথাও ফসল হয়নি। তাছাড়া কিছু বীজ মৌসুম শেষ হওয়ার পর বিতরণ করায় চাষীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ জন্য চাষীরা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়ী করছেন। তারা বলছেন, এসব বীজ মেয়াদোত্তীর্ণ ও খুবই নিম্নমানের। সরকারি বিপুল অর্থ ব্যয় করে এসব নিম্নমানের বীজ কিনে বিতরণ করা হচ্ছে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।

কৃষি প্রণোদনার অংশ হিসেবে রাজশাহী কৃষি অঞ্চলের চার জেলায় প্রান্তিক চাষীদের মাঝে পেঁয়াজ, ভুট্টা, টমেটো, সরিষা, গম, খেসারি, সূর্যমুখী ও বাদাম বীজ বিতরণ করা হয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তালিকাভুক্ত চাষীদের প্রত্যেককে ২০ কেজি গম, ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ, আট কেজি খেসারি, ১০ কেজি ভুট্টা, দুই কেজি সরিষাসহ বিভিন্ন পরিমাণে বীজ দেয়া হয়। কিন্তু কোনো বীজেই চারা গজায়নি। আবার কালাই মুগ যখন জমিতে পাকতে যাচ্ছে তখন এসব ফসলের বীজ দেয়া হচ্ছে কৃষকদের।

রাজশাহীর তানোর ও দুর্গাপুর উপজেলার কৃষকদের অভিযোগ, পেঁয়াজের যেসব বীজ দেয়া হয়েছে তাতে একটিতেও চারা হয়নি। ফলে কষ্ট করে জমি তৈরির পর পেঁয়াজ চারা না গজানোয় চাষীরা পেঁয়াজ আবাদ করতে পারেননি। তানোরের কামারগাঁও এলাকার কৃষক জমির উদ্দিন বলেন, কৃষি বিভাগ থেকে যেসব বীজ চাষীদের দেয়া হয়েছে, তা মেয়াদোত্তীর্ণ ও খুবই নিম্নমানের। এ কারণে এসব বীজে চারা হয়নি। কোনো কোনো কৃষক জমিতে এসব দিয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার বোগলাউড়ি গ্রামের কৃষক রুহুল আমিন বলেন, যেসব ভুট্টা বীজ দেয়া হয়েছে সেগুলোর একটিতেও চারা ফোটেনি।

কোনো কোনো চাষী ভুট্টা ভেজে খই করে খেয়েছেন। সরিষা বীজ এমন সময়ে বিতরণ করা হয়েছে যখন আবাদের মৌসুম পার হয়ে গেছে। আর বিতরণকৃত খেসারির বীজের ডাল করেও খেতে পারেননি অনেক কৃষক। কারণ, সেগুলো খুব শুকনো ও পচা ছিল। অন্যদিকে চীনাবাদামের বীজ বিতরণ করা হলেও রাজশাহী অঞ্চলের অনেক এলাকায় বাদাম চাষের উপযোগী জমি পাননি কৃষকরা। সূর্যমুখী বীজের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মসুর বা মুগকালাই বপনের সময় দু'মাস আগেই পার হয়েছে; তবুও এখন কৃষি বিভাগ এসব ফসলের বীজ দিচ্ছে কৃষকদের। এসব অপচয় ছাড়া আর কিছু নয় বলে কৃষকরা মনে করছেন। বরং বীজ না দিয়ে টাকা দিলে কৃষকদের কিছুটা উপকার হতো।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আবাদ মৌসুম শেষ হলেও এখনও রাজশাহী অঞ্চলের নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পেঁয়াজ বীজসহ অন্যান্য বীজ বিতরণের কাজ চলছে। মৌসুম শেষে এখন এসব বীজ দিয়ে কৃষকরা কী করবেন-সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। নওগাঁর সাপাহার এলাকার কৃষক আনারুল ইসলাম বলেন, পুরো সাপাহারসহ আশপাশের কয়েকটি উপজেলার মাটি লাল ও শক্ত। সেখানে পেঁয়াজের কোনো আবাদযোগ্য জমি নেই। সূর্যমুখী বা চীনাবাদাম আবাদের মাটিও নেই। কিন্তু কৃষি বিভাগ এসব এলাকায়ও প্রণোদনার এসব ফসলের বীজ বিতরণ করছে, যা কোনো কাজেই আসছে না কৃষকের।

এবার মিউজিক কলেজের লাইসেন্স দিল সৌদি সরকার

দখলদার ইসরাইলের সঙ্গে মিতালি স্থাপন, অশ্লীলতার ব্যাপক অনুমোদনের পর এবার ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও রাসূলের দেশ সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো মিউজিক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স জারি করেছে দেশটির ইসরাইল বান্ধব সরকার।

সোমবার সৌদি সংস্কৃতিমন্ত্রী যুবরাজ বদর বিন আবদুল্লাহ বিন ফারহান বলেছেন, "আমি দেশের দুটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথম লাইসেন্স জারির ঘোষণা করছি। আমি বেসরকারী

এবং অলাভজনক খাতগুলিতে আগ্রহী সবাইকে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।"

সে বেসরকারী ও অলাভজনক সংস্থাগুলিকে 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে' আরও বেশি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছে।

এছাড়াও, সৌদি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আর্ট রেসিডেন্সি দেশের ২০২০-২০২১-এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এই কর্মসূচির আওতায় সৌদি আরব ও আন্তর্জাতিক শিল্পী, সমালোচক, গবেষক এবং লেখককে সৌদিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, কথিত সাংস্কৃতিক সংলাপ, বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনা এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের জন্য সৌদি আরবে "আল-বিলাদ" কর্মসূচি স্থাপন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি সৌদি আরবের বহুল প্রচারিত 2030 সালের ভিশনেরও একটি অংশ।

সূত্র: গালফ নিউজ, সৌদি গেজেট

উত্তরপ্রদেশে কথিত 'লাভ জিহাদ' আইন: এক মাসে গ্রেফতার ৫১

ভারতজুড়ে বিতর্কের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশে ঘটা করে কথিত 'লাভ জিহাদ' আইন পাশ করেছিল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। সেই আইন বলবৎ হওয়ার এক মাস পূর্ণ হয়েছে। এই ৩০ দিনে ওই আইনে ১৪টি মামলা দায়ের করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। মোট ৫১ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৯ জন এখনও জেলে রয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুসারে, ১৪টি মামলার মধ্য ১৩টি মামলাই হিন্দু মেয়েদের সংক্রান্ত। এই মামলাগুলিতে হিন্দু মেয়েদের জোর করে মুসলিমে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে মিথ্যে অভিযোগ।

এই আইনে আজমগড়ের ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাকি মামলাগুলির ৩টি বিজনৌরের, ২টি শাহজাহানপুরের। বাকি বরেলি, মুজাফফরনগর, মৌ, সীতাপুর, হারদই, কনৌজ এবং মোরাদাবাদ জেলার।

যোগী সরকাররের আনা এই আইন ২৭ নভেম্বর মঞ্জুর করেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন পটেল। ২৮ নভেম্বর থেকে তা যোগী রাজ্যে প্রয়োগ শুরু হয়। এই আইনে প্রথম মামলাটি দায়ের হয়েছিল বরেলিতে। একটি মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে।

তবে এই আইন প্রয়োগ করা নিয়ে ভারতে সমালোচনা কম হয়নি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও বলেছে, ‘এখন ‘ক্রিমিনাল অ্যাক্ট অব লাভ জিহাদ’ বলা হচ্ছে। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় ‘লাভ’ বা প্রেমের মধ্যে কোনও ‘জিহাদ’ নেই। একে মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। জীবন যাপনের অধিকার তো মৌলিক অধিকার হিসেব স্বীকৃত। কিন্তু এই আইনের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে।’

সূত্র: ডয়চে ভেলে।

জামালপুরে অবহেলায় রোগীর মৃত্যু: এলাকাবাসীর সড়ক অবরোধ

চিকিৎকের অবহেলায় জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে এক রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ওঠেছে। এ ঘটনায় দোষী চিকিৎসকের বিচার ও কর্মবিরতি প্রত্যাহারের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন রোগীর স্বজন ও এলাকাবাসী।

এদিকে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে চিকিৎসকদের আহত করা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে দোষীদের শাস্তি এবং সদর থানার ওসিকে প্রত্যাহারসহ চার দফা দাবিতে তৃতীয় দিনের মত চিকিৎসকদের কর্মবিরতি চলছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের বকুলতলা চত্বরে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলায় মৃত রোগীর স্বজন ও স্থানীয়রা।

ঘন্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শামীম আহমেদ, ফজলুর রহমান, বিষ্ণু চন্দ্র মন্ডল প্রমুখ। এ সময় বক্তারা, চিকিৎসা অবহেলায় রোগী মৃত্যুর জন্য দোষী চিকিৎসকের শাস্তি, হয়রানিমূলক মামলা ও নিরীহ রোগীদের জিম্মী করে তাদের হয়রানি বন্ধে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এদিকে, জামালপুর জেনারেল হাসপাতাল ও জেলার সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে তৃতীয় দিনের মত কর্মবিরতি পালন করছেন চিকিৎসকরা। জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের সহকারি পরিচালক ডা. মুহা. মাহফুজুর রহমান সোহান জানান, যত দ্রুত দাবি বাস্তবায়ন হবে তত দ্রুতই আমরা কাজে ফিরে যাব। আমাদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে আজ থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের সকল জেলায় চিকিৎসকরা ব্যাক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন।

জামালপুর জেনারেল হাসপাতালসহ জেলার সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের চিকিৎসকদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় ভেঙে পড়েছে জেলার চিকিৎসাব্যবস্থা। ফলে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে লাখো মানুষ। গুরুতর ও মুমূর্ষু অনেক রোগী সেবা না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে রোগী ও স্বজনরা।

তবে জামালপুর আড়াইশ'শয্যা জেনারেল হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মাহফুজুর রহমান সোহান বলেন, রোগীদের সেবা দেয়ার জন্য জরুরি ও অন্ত:বিভাগের সেবা চালু রয়েছে।

তিনি বলেন, ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়নি। সুষ্ঠু বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

গত ২৫ ডিসেম্বর একজন নারী রোগীর মৃত্যু ঘটনায় রোগীর স্বজনরা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে হামলা-ভাঙচুর ও কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর এবং সদর উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ ইন্টার্ন চিকিৎসকদের পুলিশি নির্যাতনের ঘটনায় সদর থানার ওসিকে প্রত্যাহার ও দোষীদের শাস্তিসহ ৪ দফা দাবিতে আন্দোলনে রয়েছে জামালপুরের সকল চিকিৎসক।

অপরদিকে, চিকিৎসকদের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু, রোগীর স্বজনদের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে মৃত রোগীর স্বজন ও এলাকাবাসী।

মালি | মুজাহিদদের বোমা হামলায় ৩ ফরাসী ক্রুসেডার সৈন্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার ফ্রান্সের সাঁজোয়া যান টার্গেট করে মুজাহিদিন কর্তৃক একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর সোমবার, মধ্য মালির তৃসীমান্ত অঞ্চলে একটি বোমা হামলায় দখলদার ও ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ক্রুসেডার ফরাসি রাষ্ট্রপতির জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মধ্য মালির মুপ্তি রাজ্যের হাম্বোরি অঞ্চলে দাখলদার ফরাসি সৈন্যরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে অংশ নিচ্ছিল, এমন সময় ক্রুসেডার সৈন্যদের সাঁজোয়া যান টার্গেট করে একটি বিস্ফোরক যন্ত্র দ্বারা আঘাত করা হয়। এতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৩ দখলদার সৈন্য নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে দেশটি।

আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন কে এই হামলার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। কেননা এখন পর্যন্ত মালিতে ফরাসি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে, তার সবটিই করেছে আল-কায়েদার এই শাখাটি।

উল্লেখ্য যে, মুজাহিদদের এই হামলার মাত্র কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ গত ১০ ডিসেম্বর হোম্বারি অঞ্চলটি সফর করেছিল, ফরাসী সেনাবাহিনী প্রধান অব স্টাফ জেনারেল 'ফ্রান্সোইস লেকয়েন্ট্রে'।

দখলদার ফরাসী সৈন্যরা ২০১৩ সাল থেকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে আসছে মালি ও তার পার্শবর্তী কয়েকটি দেশে। ২০১৩ সালে যখন আল-কায়েদা মুজাহিদিন মালির রাজধানী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান, তখন বাধ্য হয়েই প্রকাশ্যে মাঠে নামতে বাধ্য হয় ফরাসি

সৈন্যরা। সেই থেকে এখন পর্যন্ত মুজাহিদদের হামলায় নিহত ফরাসি সৈন্যদের কফিনের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

শাম | জিহাদ ও রিবাতের ভূমিতে আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন

জিহাদ ও রিবাতের ভূমি শামে শত প্রতিকূলতার মাঝেও জিহাদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন 'আনসারুত তাওহীদ'এর মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা মানহাযের এই জিহাদী দলটির আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদগণ গত ২৮ ডিসেম্বর সোমবার, আল মালাজা গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী এবং দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের সফল আর্টিলারি হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়েছে।

এদিকে সম্প্রতি সময় দারুল-কাবীর এলাকায় রিবাতের (সীমান্ত পাহারা) দায়িত্বরত মুজাহিদদের কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে দলটি।

https://alfirdaws.org/2020/12/30/45488/

২৯শে ডিসেম্বর, ২০২০

ইসরায়েলের সঙ্গে আরো ভালো সম্পর্ক চায় তুরস্ক: এরদোয়ান

ইসরায়েলের ফিলিস্তিন নীতির লোক দেখানো সমালোচনা করলেও দখলদার দেশটির সঙ্গে তুরস্ক আরও ভালো সম্পর্ক চায় বলে মন্তব্য করেছে দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। এজন্য দুই পক্ষের মধ্যে গোয়েন্দা পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত আছে মন্তব্য করেছে এরদোয়ান।

গত ২৫ ডিসেম্বর ইস্তাম্বুলে সাংবাদিকদের এরদোয়ান বলেছে, ইসরায়েলে 'শীর্ষ পর্যায়ে নেতাদের' সঙ্গে তুরস্কের সমস্যা ছিল। যদি শীর্ষ পর্যায়ে কোনো সমস্যা না থাকত, তাহলে আমাদের সম্পর্ক অন্য রকম হতে পারত। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

তুর্কি এই প্রেসিডেন্ট আরো বলেছে, আমরা আমাদের সম্পর্ককে আরো উন্নত অবস্থানে আনতে চাই।

এদিকে, আজেরি প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ এই সপ্তাহের শুরুতে এরদোয়ানের সাথে এক বৈঠকে বসে। বৈঠকে ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে বেশ কিছু পরমার্শ হয়েছে বলে জানা যায়। খবর ডেইলি সাবা।

এরই অংশ হিসেবে, আজেরি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেহুন বায়রামভও গত সপ্তাহে ইসরায়েলি কুটনীতিক গবি আশকানাজির সাশে এক বৈঠক করেছে। বৈঠকে আজারবাইজান ইসরায়েলের সাতে সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ যে, গত ২০১০ সালে তুর্কি জাহাজ অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা দেওয়ার পথে ইসরায়েতিপূরণ হিসাবে ২০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে। এর পর থেকেই তুর্কি-ইসরায়েল স্বাভাবিক সম্পর্ক পার করছে।

পরে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে, উভয় দেশই পুনর্মিলন চুক্তির অংশ হিসাবে রাষ্ট্রদূতদের পুনরায় নিয়োগ করেছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আরও উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সূত্র : ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

ছুরি হামলায় চীনে সাত জনের মৃত্যু

চীনের উত্তর-পূর্বের নিয়াওনিং। রোববার রাত আটটা নাগাদ সেখানে একটি ছুরি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন এক ব্যক্তি। এলোপাথারি ছুরি চালাতে চালাতে এগোতে থাকে সে। ছুরির

আঘাতে ঘটনাস্থলেই সাত জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছে আরো সাত জন। কেন সে এমন ঘটনা ঘটালো, সে বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাতাহাতির সময় এক পুলিশ অফিসার আক্রান্ত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে রাখা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, একটি স্কুলে সামনে এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় বহু নারী আক্রান্ত হয়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মীও ঘটনায় আহত হয়েছে।

স্ত্রীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার রাখালিয়া চালা এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করেছে। অভিযুক্ত স্বামী মাদকাসক্ত বলে জানা গেছে।

পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রী লাভলী আক্তারের সঙ্গে মাদকাসক্ত স্বামী মোক্তার মিয়ার দীর্ঘদিন ধরে মনোমালিন্য চলছিল। সোমবার দুপুরে তাদের মধ্যে ঝগড়া হলে মোকতার মিয়া স্ত্রীকে রশি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে এলোপাতাড়ি মারপিট করতে থাকে।

লাভলীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। আহতাবস্থায় লাভলীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লুটপাটের আখড়া বিভিন্ন স্কুল কলেজ

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাট। কোথাও পরিচালনা কমিটির সভাপতিসহ অন্য সদস্যরা লুটপাট করছেন। আবার কোথাও লুটপাটে খোদ অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর একশ্রেণির শিক্ষক জড়িত।

মূলত শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণীত বেসরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) ও গভর্নিং বডি (জিবি) পরিচালনা বিধিমালায় সভাপতিসহ পর্ষদকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কর্মকাণ্ডের দায়ভার থেকে তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। শাস্তি বলতে সর্বোচ্চ কমিটি ভেঙে দেয়ার ঘটনা। এ কারণে দুর্নীতিবাজরা সেবার পরিবর্তে বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দু'হাতে অর্থ লুটে নিচ্ছেন।

এ ক্ষেত্রে চাকরি বাঁচানোর স্বার্থে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নির্দেশ মানে। আবার কোনো ক্ষেত্রে নিজেরাও লুটপাটে যুক্ত হন। আর যে ক'জন প্রতিবাদ করেন তাদের নানা অপমান-অপদস্ত হতে হয়। যুগান্তরের অনুসন্ধানে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হক বলেন, সমস্যার মূল হচ্ছে পরিচালনা কমিটি গঠন বিধিমালা। এতে সভাপতিসহ কমিটিকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। পাশাপাশি কাজের জন্য সভাপতিকে দায়বদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

শিক্ষা রাজনৈতিক বিষয় নয়, তাই কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের না রাখার বিধান করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের নিয়োগ, আয়-ব্যয় ব্যাংকের হিসাব ও কমিটির মাধ্যমে সমাধা ও কোনো শিক্ষক অপরাধী হলে তার বিচার নিশ্চিত করলে প্রতিষ্ঠান থেকে অনিয়ম-দুর্নীতির বেশিরভাগই দূর হয়ে যাবে।

জানা গেছে, পরিচালনা কমিটির অসৎ সদস্যদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উন্নয়ন কাজের পরিবর্তে আর্থিক কর্মকাণ্ডে বেশি নজর রাখেন। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কমিটির পদক্ষেপ দেখা যায় কমই। অবৈধ নিয়োগ আর নামমাত্র উন্নয়নের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন অনেকে।

এই লুটপাট নির্বিঘ্ন করতে অনেকে বেছে নেন সন্ত্রাসী পন্থা। মিথ্যা মামলা বা জিডির মাধ্যমে হয়রানির রেকর্ডও আছে। কেউ কেউ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদী শিক্ষক-অভিভাবকদের নাজেহাল করেন। আবার কেউ শিক্ষককে কিংবা অভিভাবকের সন্তানকে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেন। দিনে দিনে এ ধরনের অন্যায়-অত্যাচার বাড়ছে। বিষয়গুলো জানার পরও রহস্যজনক কারণে

বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিহ্নিতরা বারবার কমিটির সভাপতি ও সদস্যপদে মনোনয়ন পাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, উল্লিখিত চিত্র সমস্যাগ্রস্ত দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই। মহাখালীর আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজে পরিচালনা কমিটির (জিবি) সভাপতি একেএম জসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে সাবেক কমিটির ৫ সদস্য অভিযোগ দিয়েছিলেন। তাতে সভাপতির বিরুদ্ধে একগুঁয়েমি, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিষ্ঠানের এফডিআর ভেঙে খরচ, অব্যবস্থাপনার দাবি করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, জিবির অন্য সদস্যদের না জানিয়ে সভাপতি অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের ২৫ লাখ টাকার এফডিআর ভেঙে খরচ, রেজিস্ট্রার অনুসরণ না করেই আয়-ব্যয়, আয়-ব্যয়ের হিসাব না দেয়ার অভিযোগও করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের জিবি থেকে বরখাস্ত হওয়া সাবেক সদস্য রুনু বেগম রোববার রাতে যুগান্তরকে বলেন, সভাপতির অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় তার মেয়েকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে তিনি মামলা করে ছাত্রত্ব ফেরত পান।

তার বর্তমান ও শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় পুলিশ পাঠিয়ে হয়রানি, সন্ত্রাসী দিয়ে বাসায় হামলা, রাস্তাঘাটে অপমান-অপদস্ত ইত্যাদি করা হয়। রাস্তায় হামলার চেষ্টা করলে দৌড়ে এক বাড়িতে ঢুকে রক্ষা পান। তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান। সরকারের বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ করা পাঁচ সদস্যের মধ্যে আরও দু’জনকে শারীরিকভাবে নাজেহাল করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি একেএম জসিমউদ্দিন বলেন, দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকার এই স্কুলে এমন কোনো আয় নেই যা ভাগ-বাটোয়ারা করে খাওয়া যায়। ২৫ লাখ টাকা এফডিআর ভেঙে স্কুলের প্রয়োজনেই ব্যয় করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যয় কমিটিতে অনুমোদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আয়-ব্যয়ের রেজিস্টার অনুসরণ না করা বা হিসাব পেশ না করার অভিযোগ সঠিক নয়।

স্কুলের প্রয়োজনেই তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন। তিনি বলেন, রুনু বেগমের মেয়ে দুই প্রতিষ্ঠানে একইসঙ্গে পড়ায় শিক্ষা বোর্ড তার ছাত্রত্ব বাতিল করেছিল। এতে তার কোনো হাত

নেই। তিনি কোনো সন্ত্রাসী লালন করেন না। এই রেকর্ড কেউ দেখাতে পারবে না। সুতরাং রুনু বেগম বা অন্য কাউকে কিংবা কারও বাসায় হামলা হয়ে থাকলে তার নেপথ্যে তিনি নন।

রাজধানীর হযরত শাহ্ আলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে। এ প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন অনিয়ম চলছে বলে শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগ। তাদের দাবি, বিভিন্ন নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, বেতন ইস্যুসহ নানা ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটছে। স্কুলের জায়গায় একটি ডেভেলপার কোম্পানির মাধ্যমে মার্কেট গড়া হয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। মার্কেটের দোকানের ভাড়া ঠিকমতো স্কুল তহবিলে জমা হয় কি না সেটা নিশ্চিত নন কেউই। ওই মার্কেট সংক্রান্ত কাজের পর প্রধান শিক্ষক হঠাৎ শ্যামলিতে নতুন একটি ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করেন। আরও অভিযোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞার পরও প্রতি বছর অতিরিক্ত বই পাঠ্য করা হয়। সম্প্রতি ভবনের তৃতীয় তলায় ৩৮টি দোকান নির্মিত হয়েছে। সেই দোকান কীভাবে হল, বিক্রি হয়েছে কি না- এসব জানেন না শিক্ষক-কর্মচারীরা।

বড় অভিযোগ প্রধান শিক্ষক নার্গিস আক্তারের নিয়োগে। এই পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই ২০০২ সালে নিয়োগ নেন তিনি। বিধিসম্মত না হওয়ায় সরকার তখন তাকে এ পদে এমপিও দেয়নি। ফলে সহকারী শিক্ষকের স্কেলে এমপিও নিয়ে তাকে খুশি থাকতে হয়। এরপর তিনি ২০১২ সালে সহকারী প্রধান এবং ২০১৮ সালে প্রধান শিক্ষকের এমপিও নেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া দরকার ছিল। এভাবে গত কয়েক বছরে এমপিওভুক্ত অন্য শিক্ষকদের নিয়োগও খতিয়ে দেখা দরকার বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের।

শর্ত পূরণ না করে প্রথম নিয়োগ পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নার্গিস আক্তার বলেন, এ কারণেই বেতন কম পেয়েছিলেন। পরে শর্ত পূরণ করায় বিধিসম্মতভাবেই তার বেতনের ধাপ উন্নীত হয়েছে। এখানে নতুন নিয়োগের দরকার ছিল না। তিনি বলেন, ২০০২ সালে তিনি দায়িত্ব নেয়ার আগেই ডেভেলপার কোম্পানির সঙ্গে মার্কেট নির্মাণের চুক্তি হয়। তার স্বামী একটি প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পদে চাকরি করেন। সুতরাং ফ্ল্যাটের মালিক হওয়া কঠিন নয়।

করোনার মধ্যে মার্কেটে দোকান নির্মাণ করেছে স্কুলের পরিচালনা কমিটি। পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জানেন না।

মাউশির উপপরিচালক এনামুল হক হাওলাদার যুগান্তরকে বলেন, যোগ্যতা পূরণ না করা ব্যক্তিকে নিয়োগ করা বিধিসম্মত নয় । এ ধরনের নিয়োগের ইস্যুতে নিচের ধাপে এমপিওভুক্ত করার দৃষ্টান্ত আছে। পরে শর্ত পূরণ করলে স্কেল পরিবর্তন হয়। কিন্তু একই ব্যক্তির এমপিও দুই ধাপ অগ্রগতি পেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি বিধিসম্মত নয়।

আরও কিছু ঘটনা : দু'বছরে অন্যায়-অনিয়মের কারণে বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের (রাজনৈতিক দলের নেতা) সভাপতির নানা অন্যায়-অনিয়ম ও লুটপাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন শিক্ষকরা। দনিয়া কলেজে বিভিন্ন সময়ে ৪১ কোটি ৪০ লাখ ৯৪ হাজার টাকার অনিয়ম পেয়েছে ডিআইএ। যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী মসজিদ মিশন স্কুলে দুর্নীতি বের করেছে সংস্থাটি।

ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় জিবির ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সালাম খান নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে জাল সনদে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ বাগিয়ে নেয়ার অভিযোগ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তদন্তে প্রমাণিত হয়। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটিকে নির্দেশনা দেয়া হলেও উল্টো এ শিক্ষককে নিজস্ব তহবিল থেকে পুষছে বলে জানা গেছে।

সূত্র: যুগান্তর

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত একটি মাদ্রাসার বিশেষ সভার দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত ফারাহ প্রদেশের বালা-বুলুক জেলার 'জামিয়া দারুল উলূম ইমাম আবু হানিফা মাদ্রাসা'য় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। উক্ত

সভায় তালেবানের সাংস্কৃতিক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দলও অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও এই সভায় অংশ নেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকরাও।

https://alfirdaws.org/2020/12/29/45471/

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক অভাবী পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান নিয়ন্ত্রিত উরুজগান প্রদেশের তিরিনকোট, দেরাদুন ও কেন্দ্রীয় উরুজগান জেলার দরিদ্র ও অভাবী পরিবারগুলিতে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন তালেবান মুজাহিদিন।

যার ধারাবাহিতায় ইমারতে ইসলামিয়ার 'ইনস্টিটিউশনাল কমিশন' চলিত মাসে উপরুক্ত জেলাগুলোতে অনেক অভাবী ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন। এসব সহায়তার মধ্যে রয়েছে কম্বল, ময়দা, ডাল, চাল, বিস্কুট, তেল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে জলের ট্যাঙ্ক এবং বিশাল বিশাল জলাধারও নির্মাণ করেন তালেবান মুজাহিদিন।

এসব অঞ্চলের মানুষ তালেবানের এধরণের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে আরও সহায়তা ও মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। তালেবান কর্তৃক এই সাহায্যটি এমন সময়ে করা হচ্ছে যখন শীতের আবহাওয়ার কারণে এসব অঞ্চলের লোকজন খাদ্য ও শীতের উষ্ণ পোশাকের অভাবের মুখোমুখি হচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2020/12/29/45467/

খোরাসান | ফের কাবুল সরকারের ৭১ সেনা সদস্যের তালেবানে যোগদান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ্ বিভাগের মেহনতে আফগানিস্তানের ৬টি অঞ্চল থেকে ৭১ কাবুল সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে। যারা ইমারতে ইসলামিয়া ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেওয়ার অঙ্গিকার করেছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, কান্দাহার প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর, পাঞ্জাওয়ী ও উর্গান্দাব জেলা থেকে কাবুল সরকারের ৩০ সেনা সদস্য তাদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছে এবং তাওবার মাধ্যমে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশের আউবী জেলা থেকে ১২ সৈন্য এবং বাগলান প্রদেশের নাহরাইন জেলা থেকে আরো ১৫ সৈন্য নিজেদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছে, এবং মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়েছে।

এদিকে হেলমান্দ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর লাশকারগাহ ও নাদআলী জেলা থেকেও ১০ সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

একইভাবে ঘৌর প্রদেশের চারসাদ জেলা থেকে তালেবানে যোগ দিয়েছে আরো ৪ কাবুল সৈন্য।

https://alfirdaws.org/2020/12/29/45468/

খোরাসান | কাবুল বাহিনীর উপর তালেবানের হামলা, হতাহত ৩৩

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিতায় কাবুল বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৩৩ সৈন্য হতাহত ও ২ সৈন্য বন্দী হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৮ ডিসেম্বর সোমবার রাতে, বাঘলান প্রদেশের পুল-খামারি জেলার বাবা নজর এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলস্বরূপ কমান্ডার উসমানসহ ৪ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়। এসময় চেকপোস্টে নিযুক্ত অন্য সৈন্যরা পালিয়ে যায়। একই সময় কাছের অন্য একটি

চেকপোস্টে মুজাহিদগণ হামলা চালালে কমান্ডার তাজ মুহাম্মদসহ ২ সৈন্য নিহত ও ২ সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে কুন্দুজ প্রদেশের দাশ্ত-আরচি জেলার একটি চেকপোস্টে অবস্থানরত সৈন্যদের উপর হামলা চালান দু'জন তালেবান মুজাহিদ। এসময় তারা কমান্ডার শের আঘা সহ ৪ সৈন্যকে হত্যা করেন এবং আরো ২ সৈন্যকে গ্রেপ্তার করেন। একই সময় কুন্দুজ প্রদেশের প্রাণকেন্দ্রের নিকট গুলি চালিয়ে ৪ সৈন্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে, রাজধানী কাবুলের পুল-সুখতা এলাকায় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মীদের একটি গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ। এতে এক গোয়েন্দা সদস্য নিহত ও দুজন আহত হয়।

একইভাবে, বালখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় বালখ জেলার জুই এলাকায় কাবুল বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ৫ সেনা সদস্য নিহত ও ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/12/29/45464/

ফিলিস্তিন | ইহুদী সেনাদের গুলিতে দুই যুবক শহীদ ও একজন আহত, বন্দী ১০

দখলদার ইহুদিবাদী ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর গুলিতে দুই ফিলিস্তিনি যুবক শহীদ ও একজন আহত হয়েছেন। একই দিনে বন্দী করা হয়েছে আরো ১০ ফিলিস্তিনী যুবককে।

দখলদার ইহুদীদের একটি পুলিশ চেকপোস্ট অতিক্রমকালে গুলি চালিয়ে দুই ফিলিস্তিনি যুবককে শহীদ একং অপর একজনকে আহত করে ইহুদী সৈন্যরা। শহিদ যুবকদের বয়স ছিল ১৭ – ২১ বছর।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গুলি করার পর দখলদার ইস্রায়েলি সৈন্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে ওই যুবকদের হাসপাতালে স্থানান্তর করতে বিলম্ব করেছে, যার ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে দুই যুবক মারা যায়।

এদিন যুবকদের পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা দখলদার ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর এমন নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন, বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছেন যে, যেই শহরটিতে যুবকদের হত্যা করা হয়েছে, সেখান থেকে যেন দ্রুত ইহুদীদের চেকপোস্টটি সরানো হয়।

এছাড়াও এদিন অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর ভোররাতে দখলকৃত পশ্চিম তীরে মুসলিমদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় দখলদার বাহিনী। এসময় তারা ১০ জন ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় গোয়েন্দাসহ ১১ ক্রুসেডার হতাহত

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যসহ ৮ ক্রুসেডার নিহত, আহত আরো ৩ ক্রুসেডার।

'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ২৮ ডিসেম্বর সোমবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর ওয়াবরি জেলার কেন্দ্রস্থলে একটি সফল হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদদের উক্ত হামলার প্রধান টার্গেটে পরিণত হয় সোমালীয় মুরতাদ সেকারের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। যার ফলে গোয়েন্দা সংস্থার ৪ সদস্য নিহত হয়।

অপরদিকে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের জালাক্সী শহরে ক্রুসেডার জিবুতিয়ান বাহিনীকে টার্গেট করে ২টি শক্তিশালী বোমা হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

https://alfirdaws.org/2020/12/29/45458/

২৮শে ডিসেম্বর, ২০২০

‘কমান্ডো’: মুভিতে ভারতের কারসাজি

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা ও সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় মাঠে ময়দানে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর ছড়ায় মিডিয়ায়। বাস্তব ময়দানে তেমন কিছু না ঘটলেও মিডিয়ার ময়দান জুড়ে এদেশে ইসলাম ও মুসলমানকে ভিলেন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

বিজেপির উত্থান কালে তসলিমা নাসরিনকে দিয়ে ‘লজ্জা’র মতো উপন্যাস লেখানো হয়েছিল। ভারতে যখন মুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছিল তখন এই বইয়ে তসলিমা দেখিয়েছে বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে ব্যাপক নির্যাতন করা হচ্ছে।

বিজেপি ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপহার-উপঢৌকন এ কাজের পেছনে ছিল বলে অনেক তথ্য পরে সামনে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের উগ্রতা বিরোধী সিনেমা বানানোর মানে গোটা ভারত জুড়ে মানবতাবিরোধী গেরুয়া সন্ত্রাসকে চাপা দিয়ে বাংলাদেশকে আবারো এক্ষেত্রে ভিলেন হিসেবে দেখানো।

এখানে বিজেপি স্বার্থ, ‘র’-এর স্বার্থ, মুসলিম দমনমূলক উগ্র হিন্দু স্বার্থ প্রতিষ্ঠার একটা ভয়ংকর খেলা আছে! খেলা এই একটি সিনেমা দিয়েই হচ্ছে না, মিডিয়ার খবর, নাটক, বিনোদন-সংস্কৃতি, শিল্প, শোবিজ এবং পতিত বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাপকভাবে হচ্ছে।

কোনো কোনোটা চোখে পড়ে যাচ্ছে ‘কমান্ডো’ সিনেমার মতো। সাংস্কৃতিক, গণমাধ্যমগত এবং গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা স্বার্থসংশ্লিষ্ট এজাতীয় দুষ্ট শিল্প প্রবণতা রুখে দেওয়ার সর্বাত্মক উদ্যোগ দরকার। সব মহলে, সব সময়।

লেবাননে সিরীয় শরণার্থী শিবিরে অগ্নিকাণ্ড

লেবাননে সিরিয়ান শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুড়ে গেছে অন্তত শতাধিক শরনার্থীর আশ্রয়স্থল।

গত ২৬ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাতে ঘটনাটি ঘটে। খবর এএফপি।

লেবাননে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার মুখপাত্র খালেদ কাব্বারা জানিয়েছেন, আগুনের জেরে চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তিনি জানায়, আগুন লাগার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ শিবিরটি তৈরি করা হয়েছিল পলিথিন এবং কাঠ দিয়ে। সেখানে অন্তত ৭৫টি পরিবারের প্রায় ৩৭৫ জন সিরীয় শরনার্থী বসবাস করতো। শিবিরটি এখন পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

লেবাননের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে,লেবাননের একটি পরিবারের সঙ্গে শরণার্থী শিবিরের একজন শ্রমিকের দ্বন্দ্ব হয়। সেই ঘটনার জেরে হাতাহাতির পর রাতের বেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

লেবাননে প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি সিরীয় শরণার্থী বাস করছেন।

মিঃ কাবারা জানায় যে, প্রায়ই সিরিয়ার শরণার্থীদের সাতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। ফলে এসব বিভেদের কারণে শরনার্থীদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়ছে।

ফিলিস্তিন | হাসপাতালে ইসরায়েলের হামলা, গর্ভবতী নারী আহত

ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন গর্ভবতী নারী এবং অন্য একজন নার্স মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

গত ২৭ ডিসেম্বর ভোরে পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরের একটি হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

খবরে বলা হয়, দখলদার সেনারা হাসপাতালের রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের লক্ষ্য করে অনবরত এলোপাতাড়ি রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এ হামলায় একজন গর্ভবতী নারীর কাঁধ ও অন্য একজন সেবিকা বাহুতে আহত হয়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ভোর ৪ : ৩০ মিনিটে ইসরায়েলের সেনারা রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

এই হামলার ফলে হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত শিশুদের মধ্যে। টিয়ারগ্যাসে দম বন্ধ হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে রোগীরা। এতে রোগীদের ফুসফুসে সমস্যা বাড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সহকর্মীর পুত্রকে বলাৎকার চেষ্টার সময় ৭১টিভির সিনিয়র সাংবাদিক হাতেনাতে ধরা

সহকর্মীর শিশু পুত্রকে বলাৎকার চেষ্টা ও নিপীড়নের সময় ধরা পড়েছে ইসলাম বিদ্বেষী প্রচাম মাধ্যম একাত্তর টিভির সিনিয়র সাংবাদিক হাোসাইন সাোহেল।

জানা গেছে, একাত্তর টিভির এক প্রডিউসারের বাসায় মদের পার্টিতে মাতাল ছিল সাংবাদিক সাোহেল ও তার অন্য বন্ধুরা। ভাোর চারটার দিকে ওই প্রডিউসারের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া আট বছরের ছেলেকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের চেষ্টা করে সাোহেল।

এসময় শিশুটির বাবা এসে হাতেনাতে ধরে ফেলে সাংবাদিক সাোহেলকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়ে একাত্তর টিভির ওই প্রডিউসার, সে নিজেও মাতাল ছিল। পরের দিন অফিসে এসে অভিযাোগ দেয়।

এরপর সাোহেল একাত্তর টিভিতে গেলে সেখানে কর্মরত কয়েকজন নারী সাংবাদিক সাোহেলকে পেটায়। চলতে থাকে চড়-থাপ্পড়, লাথি-ঘুষি। অভিযোগ আছে, সাোহেল শুধু মদ নয় বরং আরো নানা ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করে থাকে। তার বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক নারী ঘটিত অভিযাোগ ছিল একাত্তর টিভিতে।

অন্যায়ভাবে মুসলিম শিশুদের লাশ পুড়িয়ে ফেলছে শ্রীলঙ্কা

লাশ কবর দেয়ার ইসলামী নিয়ম না মেনে করোনায় মারা যাওয়া মুসলিম শিশুদের লাশ পুড়িয়ে ফেলছে শ্রীলঙ্কা। সম্প্রতি জোরপূর্বক ২০ দিন বয়সের এক মুসলিম শিশুর লাশ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রীলকার মুসলিমসহ অন্য ধর্মালম্বীরা।

মোহাম্মদ ফাহিম ও ফাতিমা শাফনার ঘরে জন্ম নিয়েছিল ২০ দিনের শিশুটি। দীর্ঘ ছয় বছরের অপেক্ষার পর তাদের ঘর আলো করে এসেছিল নবজাতক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শিশুটি মারা যায়।

গত ৭ ডিসেম্বর রাতে শিশুর বাবা-মা খেয়াল করলেন শিশুটির নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থায় দ্রুত তাকে দ্য লেডি রিজওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

লেডি রিজওয়ে হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর শিশুর করোনাভাইরাস ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা তখন বাবা-মাকে শিশুর গুরুতর অবস্থার কথা জানায়। পরে বাবা-মাকে করোনা টেস্ট করা হলে ফলাফল নেগেটিভ আসে।

এই অবস্থায় শিশুকে হাসপাতালে রেখে বাবা-মাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর পরের দিনেই হাসপাতালের স্টাফরা তাদের ডেকে জানায়, শিশুটি বেঁচে নেই।

এই শিশুর মৃত্যু করোনাভাইরাসে হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাবা-মা শিশুর পিসিআর টেস্টের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টেস্ট করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে শিশুর লাশ পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি দেয়ার জন্য চিকিৎসকরা পুরুষ অভিভাবককে একটি সরকারি নথিতে স্বাক্ষর করতে বললে শিশুর বাবা ফাহিম তা প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি ইসলামে লাশ পুড়ানো হারাম উল্লেখ করে সন্তানকে মুসলিম রীতিতে দাফনের দাবী জানান। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ দাবী উপেক্ষা করে শিশুর লাশ পুড়িয়ে ফেলে। অন্য অনেক মুসলমানদের মতো শুধুমাত্র করোনাভাইরাসে মারা যাওয়ার কারণে তাদের প্রিয়জনদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

ফাহিম বলেন, আমার শিশুর লাশ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বহুবার অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) মুসলমানদের লাশ অযৌক্তিকভাবে পুড়িয়ে ফেলার বিষয়টি লক্ষ্য করে শ্রীলঙ্কাকে দেশটির দাহনীতি পরিবর্তন করতে বলেছে।

২০ দিনের শিশুর লাশ পুড়ানোর খবরটি ভাইরাল হলে মুসলমান-খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামে।

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রতিবাদ হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছে, মুসলমানরা যাতে সঠিকভাবে লাশ দাফন করতে না পারে এজন্যে শ্রীলংকা সরকার রাতারাতি কফিন হিসেবে পরিচিত ‘সাদা কাপড়’ বাজার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অনেক মুসলমান এটিকে সরকারের বর্ণবাদী কৌশল বলে দাবি করেছেন। সূত্র : বিবিসি, দি ইসলামিক ইনফরমেশন।

কাশ্মীরে আপেল বাগানে মালাউন পুলিশের নিধন যজ্ঞ, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল স্থানীয়দের ঘরবাড়ি

বিতর্কিত কৃষি আইন ঘিরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ক্ষোভ- প্রতিবাদ। বিক্ষোভ চলাকালীন জম্মু কাশ্মীর প্রশাসনের নির্দেশে উপত্যকায় ১০ হাজারেরও বেশি আপেল গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। যেসব আপেল বাগান সাত পুরুষ ধরে করে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাজার হাজার আপেল গাছ নিধন ছাড়াও সরকারি বুলডোজার দিয়ে স্থানীয়দের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের আপেল চাষীরা এমনিতেই ন্যায্য মূল্য পান না। এমনকি ভারতীয় কৃষকদের মতো ন্যায্যমূল্যের দাবি করার কোনো সুযোগও তাদের নেই। তারপরও তারা বাগানগুলো করেন খুবই যত্নসহকারে। সারা বছরই ওই বাগান থেকে রোজগারের টাকায় চলে সংসার।

গত বছর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর থেকে এমনিতেই গোটা দেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন কাশ্মীর উপত্যকা। ভাটা পড়েছে পর্যটন শিল্পেও। তাই বংশপরম্পরায় লালিত-পালিত

আপেল বাগানের পরিচর্যাতেই মন দিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ, যাতে শীতের মওসুমে কিছু রোজগার হয়। কিন্তু চোখের সামনে সেই বাগানই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে দেখলেন তারা।

গত কয়েক দশক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সযত্নে এ আপেল বাগানগুলো তারা তৈরি করেছেন। এবার সরকারি বুলডোজারের নিচে ধুলোয় মিশে গিয়েছে। এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আলজাজিরা, এনডিটিভি ও আনন্দবাজার পত্রিকা।

খবরে বলা হয়, জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের নির্দেশে উপত্যকায় ১০ হাজারের বেশি আপেল গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।

মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলার কানিদাজান-সহ আশেপাশের এলাকাতেই মূলত আপেল গাছ নিধন শুরু হয়। গুর্জর এবং বাখরওয়াল, এই দুই মুসলিম যাযাবর গোষ্ঠীর বাস সেখানে। ১৯৯১ সালে তফসিলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পায় এই দুই গোষ্ঠী। তাদের আপেল বাগানেই নিধন যজ্ঞ চালিয়েছে বন দফতর। এলাকায় মাটির কুঁড়েঘর বানিয়ে এত দিন থাকছিলেন ওই দুই গোষ্ঠীর মানুষ। সেগুলিও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা, ৬০ বছর বয়সি আবদুল গনি ওয়াগে জানিয়েছেন, কাউকে কিছু না জানিয়ে নভেম্বর মাসে আপেল গাছ নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। শ্রীনগর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে দেড় বিঘে জমি রয়েছে আবদুলের। তাতে আপেল চাষ করতেন তিনি।

আবদুল গনির অভিযোগ, ১০ নভেম্বরের সকালে বাড়িতেই ছিলেন তিনি। হঠাৎ খবর পান যে একদল লোক কুড়াল-করাত নিয়ে তার বাগানে হাজির হয়েছেন। তড়িঘড়ি সেখানে ছুটে যান তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখেন, পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর তত্ত্বাবধানে নির্বিচারে গাছ কেটে চলেছেন বন দফতরে লোকজন।

আবদুল গনি জানান, আপেল বাগানে ৫০টি গাছ ছিল তাঁর। তার উপর নির্ভর করেই সংসার চলত। ৭ মেয়ে রয়েছে তাঁর। মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পুলিশের কাছে অনুনয় বিনয়ও করেন

তিনি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বরং বছর ৫০ আগে বাবার কাছ থেকে শিখে নিজে হাতে যে গাছগুলি বসিয়েছিলেন, কুড়ুলের ঘায়ে সেগুলি একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেন।

উপত্যকার সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১০ নভেম্বর, বনদফতরের ৫০ জন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে সারা দিনে প্রায় ১০ হাজার আপেল গাছ কেটে ফেলা হয় উপত্যকায়। গ্রামের মোড়ল মুহম্মদ আহসান জানান, গাছ কাটার বিরোধিতা করে স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি কাজে বাধা দিলে মামলা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে তাঁদের পিছু হটতে বাধ্য করা হয়। মহম্মদ আহসান আক্ষেপ করে বলেন, "আপেল গাছের ডাল অত্যন্ত সরু এবং নরম। কুড়ুলের এক-দু'ঘাও সহ্য করার ক্ষমতা নেই।"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আপেলচাষি সংবাদ মাধ্যমে বলেন, "এতদিন আপেল বাগানেই সারাদিন কেটে যেত। কিন্তু ২০ দিন হয়ে গেল, আপেল বাগানে পা রাখিনি। গাছ কেটে ফেলার পর খাঁ খাঁ করছে বাগান। ওখানে যাওয়ার মতো মনের জোর আর নেই আমার।"

কাশ্মীরে আপেল বাগানগুলি বন দফতরের জমির ওপর তৈরি বলে দাবি সরকারের। সাত পুরুষ ধরে সেখানে আপেল চাষ করে আসছেন গুর্জর এবং বাখরওয়ালরা। শুধু এই গুর্জর এবং বাখরওয়ালরাই নন, দেশের ১০ লক্ষের বেশি তফসিলি উপজাতি এবং বনবাসীরা বন অধিকার আইন ভোগ করেন। অর্থাৎ বনাঞ্চলে বসবাসের অধিকার যেমন রয়েছে তাদের, তেমনই সেখানে বসবাসের অধিকারও রয়েছে তাদেরই। কাগজে কলমে ওই জমির উপর মালিকানাও ভোগ করেন তারা।

এক সময় রাজ্য থাকলেও জম্মু-কাশ্মীরে আজও ওই আইন কার্যকর হয়নি। গত বছর উপত্যকার জন্য সংরক্ষিত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করার পর, ১৫৫টি কেন্দ্রীয় আইন আপনাআপনিই সেখানে কার্যকর হয়ে যায়। বন অধিকার আইনও সেখানে কার্যকর করা হবে বলে সেইসময় আশ্বাস দিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। সেই সময় উপত্যকার মুখ্যসচিব বিভিআর সুব্রহ্মণ্যমের দফতর থেকে বলা হয়, "২০২১-এর ১৫ জানুয়ারির মধ্যে এই সংক্রান্ত সমীক্ষা সংম্পূর্ণ হলে, মার্চ মাসের মধ্যে উপত্যকায় বন অধিকার আইন কার্যকর হয়ে যাবে।"

হাজার হাজার আপেল গাছ নিধন ছাড়াও স্থানীয়দের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং উচ্ছেদ নোটিস ধরানোর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ লুকিয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এই মুহূর্তে উপত্যকায় গুর্জর এবং বাখরওয়াল গোষ্ঠীর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের বাস। উপত্যকার মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ এই দুই গোষ্ঠীর মানুষ। কাশ্মীরি এবং ডোগরাদের পর তারাই সেখানকার তৃতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়।

সূত্র: *আনন্দবাজার, এনডিটিভি ও আলজাজিরা*

পূর্ব তুর্কিস্তান | চীন কর্তৃক মুসলিম নিধনে তৈরি কনসেন্ট্রেশন শিবিরের মানচিত্র

বছরের পর বছর ধরে কমিউনিস্ট চীন সরকার কর্তৃক বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছেন পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমরা। স্বল্প পরিশরে হলেও যার কিছু লোমহর্ষক তথ্য আপনারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মিডিয়াগুলোতে দেখেছেন। যেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে, তাদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, নিত্য-নতুন আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন ও ঔষধ তাদের শরিরে প্রয়োগের মাধ্যমে পরিক্ষা করা হচ্ছে, এবং তাদের শরিরের বিভিন্ন অঙ্গ দেহ থেকে আলাদা করে বিক্রি করা হচ্ছে।

সম্প্রতি চীন সরকার কর্তৃক মুসলিম নিধনের জন্য তৈরি করা কনসেন্ট্রেশন শিবিরের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছেন উইগুর মুসলিমদের ব্যাপারে সোচ্চার কিছু সাংবাদিক।

ম্যাপটিতে বিভিন্ন রংঙের চিন্হ দিয়ে এসব শিবিরগুলো চিন্হিত করেছেন তারা।

লাল: কনসেন্ট্রেশন শিবির

কালো: কারাগার

নীল: কবরস্থান

সবুজ: চীন কর্তৃক ধ্বংস করা মসজিদ

মালি | মদ্যপ ফরাসি সেনাদের মধ্যে বিরোধ, ২ সৈন্য আহত

মালিতে দখলদার ফরাসি মদ্যপ সেনাদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, এতে দুই ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

গত ২৭ই ডিসেম্বর ফরাসি আর্মি স্টাফের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির উত্তরাঞ্চলীয় গাও শহরে অবস্থিত ফরাসি সামরিক ঘাঁটিতে সেনাদের মাঝে একটি বিরোধ দেখা দিয়েছে। আর্মি স্টাফের দাবি হচ্ছে, মদ পানের পর মাতাল হলে সৈন্যদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়, যাতে দুই সৈন্য আহত হয়। যাদের মধ্যে এক সৈন্যের অবস্থা আশংকাজনক জানিয়েছে চিকিৎসকরা।

র্কিনা ফাসো | মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা, ২টি পিকআপ ট্রাক গনিমত

বুর্কিনা ফাসো সীমান্তে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে জিএনআইএম এর মুজাহিদিন, এতে বহু মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, গত ১৫ ই ডিসেম্বর বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার সীমান্তবর্তী বুধিনাব অঞ্চলে বুর্কিনা ফাসোর 'মনসিলা' সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' (জিএনআইএম) এর মুজাহিদিন। এতে কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়, বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ২টি পিকআপ ট্রাক, ২টি একেএম(AKM) অস্ত্র, ৫৬টি রাইফেল, প্রচুর গোলাবারুদ ভর্তি কয়েকটি বাক্স, বেল্টস, ম্যাগস, ব্যালিস্টিক হেলমেট, কৌশলগত ব্যাকপ্যাক এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

ফটো রিপোর্ট | রক্তাক্ত ফিলিস্তিন, ৭ হাজার মুসলিম হতাহত

২০০৮ ঈসায়ী সনের ২৭ ডিসেম্বর ছিলো মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে ফিলিস্তিনীদের জন্য একটি কালো রাত। যেদিন দুপুর ১১:০০ সময় দখলদার ইহুদীরা গাজা উপত্যকায় বর্বরোচিত আগাসান চালিয়েছিল, যা টানা ২২ দিন যাবত স্থায়ী হয়েছিলো। এসময় দখলদার ইহুদীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন ১৫০০ জন ফিলিস্তিনী মুসলিম, আহত হয়েছিলেন আরো ৫৫০০ এরও অধিক।

ঐসময়ে দখলদার ইহুদীদের আগ্রাসনের কিছু দৃশ্য…

https://alfirdaws.org/2020/12/28/45419/

ফিরে দেখা | একটি কালো রাত ও ১৫০০ ফিলিস্তিনির শাহাদাত বরণ

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখল ইহুদী সন্ত্রাসীদের বর্বর আগ্রাসনের আজ ১২তম বার্ষিকী। উক্ত আগ্রাসনের সময় ১ হাজার ৫ শত ফিলিস্তিনীকে শহিদ এবং ৫ হাজার ৫ শত ফিলিস্তিনীকে রক্তাক্ত (আহত) করেছিলো দখলদার ইহুদীরা।

সময়টা ছিল রবিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী সনের দুপুর ১১:০০ টা। ঐদিন দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন ধরণের প্রায় ৮০ টি সামরিক বিমান দ্বারা একযোগে গাজা উপত্যকায় বর্বরোচিত বোমা হামলা চালায়। একদিনের বিমান হামলায় শাহাদাত বরণ করেন প্রায় ২২০ জন ফিলিস্তিনি। দখলদার ইহুদীদের এই আগ্রাসনকে 'আল-ফুরকান যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। যা ২২ দিন ধরে স্থায়ী হয়েছিল।

দখলদার ইহুদীদের প্রথমদিনের হামলায় হতাহতদের বেশিরভাগই ছিল ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী দলের সদস্য। যাদের মাঝে গাজার ততকালীন গভর্নর আবু আহমেদ আশুরও ছিল।

প্রথমদিন ইহুদীদের এমন বর্বরোচিত আগ্রাসন ও বোমা হামলা তীব্র নিন্দা জানায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, অপরদিকে বর্বরোচিত এই হামলার প্রতিশোধ নিতে মুক্তিকামী ছোট বড় সব

দলগুলোই একযোগে ইহুদীদের লক্ষ্যবস্তুতে ঐদিন রকেট বৃষ্টি চালাতে শুরু করে। যার ফলে ইহুদীরা বাধ্য হয় ৪৮ ঘন্টার যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে। কিন্তু ইহুদীরা তাদের সভাব অনুযায়ী যুদ্ধবিরতির ২৪ ঘন্টা না যেতেই, আন্তর্জাতিক সকল নিয়াম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পূণরায় গাজায় হামলা চালাতে শুরু করে।

টানা আট দিন ধরে দখলদার ইহুদীদের যুদ্ধ বিমানগুলি গাজা উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্বরোচিত বোমা হামলা চালিয়ে যায়, এসময় বাধ্য হয়ে ফিলিস্তিনী মুক্তিকামীরাও উপত্যকা সংলগ্ন ইস্রায়েলে রকেট ও বোমা হামলা চালিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়।

এরপর দখলদার ইস্রায়েলি ইহুদিরা সামরিক স্থাপনার পরিবর্তে দাতব্য সংস্থা, হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সহ বেসামরিক লোকদের বাড়িঘর লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালাতে শুরু করে। অতঃপর ২০০৯ সালের জানুয়ারীর তৃতীয় দিন থেকে দখলদার বাহিনী গাজায় গ্রাউন্ড আক্রমণ শুরু করে, এসময় তারা কয়েকশো ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে।

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ও সংস্থাগুলি জারি করা রিপোর্ট অনুসারে, দখলদার ইহুদীরা বিমান ও প্রচলিত অস্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পরে, বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেছিলেন, বিশেষত সাদা ফসফরাস এবং পাতলা ইউরেনিয়াম, এভাবে ২২ দিন যাবৎ বর্বরোচিত এই বোমা হামলা চালাতে থাকে দখলদার ইহুদীরা। আর এসব নিষিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগের প্রমাণ মিলে শহীদদের মৃতদেহ, এছাড়াও অনেক সাংবাদিক হামলার কিছু দৃশ্য তখন ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন।

ঐবছর গাজায় দখলদার ইহুদীদের আগ্রাসনের ফলে প্রায় ১,৫০০ জন মুসলিম শহিদ হয়েছিলেন, যাদের মাঝে ৪১২টি শিশু ও ১১১ জন মহিলাসহ বেশিরভাগই ছিলো বেসামরিক নাগরিক। এছাড়াও আহত হয়েছিল আরো ৫,৫০০ ফিলিস্তিনী নাগরিক, যাদের মধ্যে অনেকেই এখনো স্থায়ী অক্ষমতায় ভুগছেন। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল ৩৪ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬৭ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২৭টি মসজিদ ও বেসমারিক নাগরিকদের বহু বাড়িঘর।

২৭শে ডিসেম্বর, ২০২০

ভারতে করোনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে: কোটি ছাড়িয়েছে রোগী সংখ্যা

গত ১৯ ডিসেম্বর নাগাদ ভারতে নিশ্চিত করোনা রোগীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যায়। করোনা রোগী সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারত।

কয়েক মাস আগে ভারতের সবচেয়ে বড় বস্তি ধারভিতে করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটে, যাকে দেশের সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় মহামারি বোমা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুই বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই বস্তিতে ১০ লাখের বেশি মানুষের বাস।

এখন ভাইরাসটি নগর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা খুবই ভঙ্গুর। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়, সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাসহ বহু ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে বিছানা দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এগুলো নোংরাও। বেসরকারি হাসপাতালগুলো গলাকাটা ফি চার্য করে। করোনা আক্রান্ত গরিব মানুষের বাঁচা-মরা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভারতে করোনার আসল চেহারা আরো ভয়ংকর। গত সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োস্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড এপিডেমিওলজি’র প্রফেসর ব্রাহ্মর মুখার্জি তখনই বলেছিল যে ভারতে কোটির বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের করোনাভাইরাসে মারা যাওয়ার সংখ্যা তুলনামূলক কম। তবে এ জন্য অনেক মৃত্যুর খবর না জানা এবং অনেক রোগীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সঠিকভাবে পরীক্ষা না করা দায়ি হতে পারে।

মহামরি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য গত মার্চে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত লকডাউন আরোপ করে। এতে কোটি কোটি গ্রামীণ অভিবাসী শ্রমিক কর্ম হারায়। অর্থনীতির নিম্নমুখি চাপ সামলাতে না পেরে গত জুন থেকে পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে শুরু করে দেশটির সরকার।

ভারতের ম্যাক্স হেলথকেয়ারের *মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড বিহেভিয়রাল সাইন্স* বিভাগের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে ভারতের মানুষ কোভিড-১৯ উদ্বেগে ভুগছে। এ কারণে প্রতি চারজনের একজন ভারতীয় মহা চাপে আছে এবং তাদের চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে ভারতের পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। দেশটির অসুবিধা দুটি: প্রথমত, এর জনসংখ্যা বিশাল। ঘন বসতিপূর্ণ। ফলে গরীবদের পক্ষে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, দেশটির সামাজিক উন্নয়ন নীচু মানের। বিশেষ করে পশ্চাদপদ এলাকাগুলোতে। ফলে ভারতে নিশ্চিত করোনা রোগী সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

বাংলাদেশে মুক্তি পাচ্ছে 'কমান্ডো' নামক ইসলাম বিদ্বেষী সিনেমা

এবার সিনেমায় যুক্ত হচ্ছে, কলকাতার চিত্রনায়ক দেব অভিনীত "Commando (কমান্ডো)" নামক একটি চলচ্চিত্র। ইতিমধ্যে এর Trailer বের করা হয়েছে। যেখানে, দাঁড়ি, পাগড়ি, পাঞ্জাবি পরিহিত লোকদের 'জঙ্গি' সন্ত্রাসী চরিত্রে অভিনয় করানো হয়েছে। ইসলামকে বিকৃত বানানোর এক ঘৃণ্য মহড়া চলছে। (ইন্নালিল্লাহ)

এই ইসলাম বিদ্বেষী মুভি নিয়ে অলরেডি সোস্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। Abdul Hi Muhammad Saifullah সাহেবের ফেসবুক স্টাটাসটি নিচে তুলে ধরা হলো:-

সিনেমা দেখিনা, খবরও রাখিনা, কিন্তু অনলাইন দুনিয়ায় যেহেতু আছি, সিনেমার টিজারের স্ক্রিনশট দেখে কপাল কুঁচকে গেলো। দুনিয়া ব্যাপী ইসলাম নিয়ে যে বহু পর্যায়ের ষড়যন্ত্র চলছে এই সিনেমা তারই অংশ বলে মনে হচ্ছে।

ইসলাম আর মুসলমানদের নানান কৌশলে এতদিন দাড়ি, টুপি, জুব্বা, রুমাল, সুরমা কে রাজাকার, বদমায়েশ, চরিত্রহীনদের পোশাক বানিয়ে অপমান করেছে ভারত ও এদেশের মুভি মেকাররা।এবার যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে!! নতুন সংযুক্তি, চরিত্র নয় সাবজেক্টই হবে সেটি! কৌশলে বিষয়টিই বাংলা সিনেমার সাবজেক্ট হচ্ছে! মুভি বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া বলে কথা!

১ম ছবিটি দেখুন। কালেমা খচিত পতাকা, পতাকার নীচের অংশে AK-47 এর সিম্বল । পতাকার পেছন থেকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসছে কথিত সন্ত্রাসীরা ।

২য় ছবিটিতে দেখুন। চার দিকে আরবি লিখা। টিজারের এই অংশে দেখানো হচ্ছে কথিত সন্ত্রাসীরা সুন্নাতি পোষাক পড়ে “নারায়ে তাকবির” “আল্লাহু আকবর” স্লোগান দিচ্ছে।

কালেমাধারীদের পরাজিত করার জন্য “নায়ক দেব” যুদ্ধ করে যাবে এই সিনেমাতে । এই মুভিতে দেখাবে ইসলামি ’জঙ্গিবাদ’ দমনে নায়ক দেব এসে হাজির হয়েছে। আর ’জঙ্গিদের’ সিম্বল হিসাবে কালিমা খচিত পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে সুস্পষ্টভাবে ইসলামকে ডিমোনাইজ করা হচ্ছে। ভিলেন বানিয়েছে ইসলামকে । যা ইচ্ছাকৃত ইসলাম বিদ্বেষ ।

পরিচালক এই স্পর্ধা কোথায় পেলো! নাটক সিনেমায় আগে থেকেই খারাপ চরিত্র, ধর্ষক, বদমাশ দেখাতে দাড়ি টুপি চোখে সুরমা লাগায়। আমাদের নিরবতায় এখন ভিলেন চরিত্রে সরাসরি কালিমা ব্যবহার করার সাহস দেখাচ্ছে।

রিসেন্ট ঘটে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে ক্রুশবিদ্ধকরণ মুভি বানিয়ে, খৃষ্টান সম্প্রদায়কে দায়ীকরে, দেব ও শোয়ার্জনেগার কে নায়ক বানান।

আরেকটা বানান লাখ লাখ মুসলিমকে রাখাইন ও পার্শ্ববর্তী দেশের উগ্রবাদীদের দারা হত্যা যুদ্ধাপরাধ ও বাড়িঘর জালিয়ে দেয়া নিয়ে। সেগুলি এত নিকটে ঘটলেও চোখে পড়লনা কেনো? ভন্ডামী সব ইসলাম আর সুন্নাতি পোষাক নিয়ে তাইনা! ইচ্ছাকৃত এসব শয়তানী কারবার দ্রুত বন্ধ করুন। নচেৎ এ নিয়ে শান্তির পরিবেশ নষ্ট হলে সিনেমা কর্তৃপক্ষ দায়- দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

উপমহাসগরীয় অঞ্চলে সর্ববৃহৎ গির্জা নির্মাণ করছে বাহরাইন

উপমহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্ববৃহৎ গির্জা নির্মাণ করতে যাচ্ছে বাহরাইন। গত ২৩ ডিসেম্বর এ সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশ করে সৌদি পত্রিকা আরব নিউজ।

খবরে বলা হয়, ‘আওয়ার লেডি অফ এরাবিয়া ক্যাথেড্রাল’ নামে একটি গির্জা নির্মাণ হচ্ছে। এটি রাজধানী মানামা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে একটি দ্বীপে ৯ হাজার বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত হচ্ছে।

বাহরাইন চার্চ প্রজেক্টের আওতায় গির্জাটি আগামী বছরের মে মাসে উন্মুক্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে প্রকল্পটির প্রধান পর্যবেক্ষণকারী খ্রিস্ট ধর্মযাজক সাজি থমাস। সে ভারতের কেরালার বংশোদ্ভূত।

উত্তর আরবের খ্রিস্টিয় অ্যাপোস্টলিক ভিকারিয়েট অর্থাৎ, যে দেশ বা অঞ্চলগুলোতে মিশনারীরা এখনো খ্রিস্ট ধর্মযাজক কিংবা বিশপ কিংবা ডেকানদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, সেখানে ক্যাথলিক চার্চের আওতায় আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রতিষ্ঠার মিশনের অংশ হিসেবে গত ৭ বছর যাবত কাজ করে যাওয়া ধর্মযাজক ফাদার সাজি থমাস, ইতালিয়ান বিশপ ক্যামিলো বালিনের আকস্মিক মৃত্যুর পর এই হারকিউলিয়ান স্থাপত্য প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এই ব্যাপারে সে আরব নিউজকে জানায়, বিশপ ক্যামিলো বালিনের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি জলের বাইরে থাকা জীবিত মাছের মতো হয়ে পরেছিলাম! তবে বিশপ ক্যামিলো বালিন তার

মৃত্যুর আগেই আমাকে শিখিয়ে গিয়েছিল যে, একটি ক্যাথেড্রালের নকশা ও নির্মাণশৈলী কেমন হতে হয়, আর ক্যাথেড্রালই বা কিভাবে পরিচালনা করতে হয়।

তার বক্তব্য মতে, ক্যাথেড্রালটির কাঠামোটি অনন্য নকশায় নির্মিত হয়েছে। কেননা ক্যাথেড্রালটির উপরে যে অষ্টাভূজ আকৃতির গম্বুজ রয়েছে তা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত একটি তাঁবুর মতো স্থাপিত। তাছাড়া, খ্রিস্ট ধর্মের লাকি নাম্বার হিসেবেও এই ৮ সংখ্যাটি বিবেচিত হয়ে থাকে বলে সে জানায়।

সাজি থমসন বলেছে, এই ক্যাথেড্রালটির উদ্ভব হয় মূলত বাহরাইনের বাদশাহ হামাদ আল খলিফা আজ থেকে ২০১৪ সালে যখন বাহরাইনের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ক্যাথেড্রাল নির্মাণের জন্য বাহরাইনের ভূমি থেকে একটি প্লট বরাদ্দ দিয়েছিল তখন থেকে।

পরবর্তীতে ভ্যাটিকান সফরে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাতকালে সে পোপকে বাহরাইনের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পাশে থাকার ও সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বরাদ্দকৃত প্লটে বর্তমানে নির্মিত ক্যাথেড্রালটির ৩ ফুট উচ্চতার একটি মডেল দেখিয়ে তার কাঠামো, অবস্থা ও আশপাশ কেমন হবে বা তার সার্বিক পরিকল্পনার বিবরণ দিয়েছিল।

অপরদিকে, উপসাগরীয় ছোট মুসলিম রাষ্ট্র বাহরাইন, যেখানে কিনা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি চার্চ রয়েছে। সেখানে আবার আওয়ার লেডি অফ এরাবিয়া নামে উপমহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ ক্যাথেড্রাল প্রতিষ্ঠা করা কতটা যুক্তিপূর্ণ তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন।

উল্লেখ্য, তেলের খনি ও তেল শোধনাগারকে কেন্দ্র করে বহিরাগত কর্মীদের আবাসস্থলে পরিণত হয় বাহরাইনের রাজধানীর অদূরে অবস্থিত ছোট আওয়ালী দ্বীপ। উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী ছোট আওয়ালী দ্বীপটির জনসংখ্যা মাত্র ১৭৬৯ জন। মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের অত্যন্ত ছোট একটি দ্বীপে ৯ হাজার বর্গ মিটার জায়গায় নির্মিত ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালটি কি অতীব জরুরী?

কেনোনা বাহরাইনের সকল খ্রিস্টান যাদের সবাই আবার ক্যাথলিক, তাদের পরিমাণ হল দেশটির মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ নাগরিকের জন্য যেখানে, ১ লক্ষ ৪০ হাজার জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিশাল ক্যাথেড্রাল আগে থেকেই আছে, সেখানে আবার ক্যাথেড্রাল নির্মাণের জন্য ৯ হাজার স্কয়ার মিটারের জায়গা দান ও ক্যাথেড্রাল নির্মাণ বাহরাইনের পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তাছাড়া, গ্রেট ব্রিটেনের লন্ডনের মতো বিশাল শহরে পর্যন্ত এমন বিশালাকার কোনো গীর্জাই নির্মাণ করা হয়নি!

সূত্র: আরব নিউজ

চালের বাড়তি দরে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস

গত কয়েক মাস ধরেই চালের বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। সরু থেকে শুরু করে মাঝারি ও মোটা চালের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। বাজার পরিস্থিতি এমন হয়েছে মিল পর্যায়েই প্রতি বস্তা চাল (৫০ কেজি) ৩ মাসের ব্যবধানে ৭শ’ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। আর এ বাড়তি দরে চাল কিনতে ভোক্তার নাভিশ্বাস বাড়ছে। সব চাইতে বেশি সমস্যায় পড়েছেন খেটে খাওয়া ও নিম্ন আয়ের মানুষ।

এ পরিস্থিতিতে চালের বাজার নিয়ে আজ (রোববার) সংবাদ সম্মেলনে আসছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারি পদক্ষেপ জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে শনিবারে মিল পর্যায়ে, সরু চালের মধ্যে প্রতি বস্তা মিনিকেট বিক্রি হয়েছে ৩ হাজার টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ২ হাজার ৩শ’ টাকা। সে ক্ষেত্রে ৩ মাসের ব্যবধানে প্রতি বস্তায় দাম বাড়ানো হয়েছে ৭শ’ টাকা। পাশাপাশি মাঝারি মানের চালের মধ্যে বিআর-২৮ জাত প্রতি বস্তা বিক্রি হয়েছে ২ হাজার ৬শ’ টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ২ হাজার টাকা। আর মোটা

চালের মধ্যে স্বর্ণা প্রতি বস্তা বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ১৫০ থেকে ২ হাজার ২শ' টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ২ হাজার টাকা।

জানতে চাইলে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী চালের দাম বাড়িয়েছে। তাই সরকারের উচিত, সরকারি গুদামে মজুদ বাড়িয়ে ও বাজার তদারকি করে চালের দাম কমিয়ে আনা। এতে ভোক্তার স্বস্তি ফিরবে। রাজধানীর পাইকারি বাজারে মিনিকেট চাল বিক্রি হয়েছে ৩ হাজার ৫০ থেকে ৩ হাজার ১০০ টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ২ হাজার ৬শ' টাকা। বিআর-২৮ চাল বিক্রি হয়েছে ২ হাজার ৭শ' টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ২ হাজার ৪শ' টাকা। আর স্বর্ণা জাতের চাল প্রতি বস্তা বিক্রি হয়েছে ২ হাজার ২শ' টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ২ হাজার ১৫০ টাকা।

যার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারে। শনিবার প্রতি কেজি মিনিকেট ও নাজিরশাল বিক্রি হয়েছে ৬২ থেকে সর্বোচ্চ ৬৭ টাকা। যা ৩ মাস আগে ছিল ৫৫-৫৭ টাকা। বিআর ২৮ চাল বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ৬০ টাকা, ৩ মাস আগে ছিল ৪৮-৫০ টাকা। মোটা চালের মধ্যে স্বর্ণা প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে ৫০-৫২ টাকা, যা ৩ মাস আগে ছিল ৪৫ টাকা।

কারওয়ান বাজারের আল্লাহর দান রাইস এজেন্সির মালিক ও পাইকারি চাল বিক্রেতা মো. সিদ্দিকুর রহমান যুগান্তরকে বলেছেন, এ বছর করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে (মার্চের শেষে) মিলাররা নানা অজুহাতে চালের দাম বাড়িয়েছে। কখনও সরবরাহ সংকট, কখনও শ্রমিক নাই মিল বন্ধ আবার কখনও ধানের দাম বেশি- এ করেই চালের দাম বাড়াচ্ছে মিলাররা। তারা বছরের শেষ সময় এসেও চালের দাম বাড়িয়েই যাচ্ছে। সর্বশেষ ৩ মাসের ব্যবধানে কেজিতে মিল পর্যায়ে ৫০ কেজির বস্তায় সর্বোচ্চ ৭শ' টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে ভোক্তা পর্যায়ে।

রংপুর ব্যুরো জানায়, রংপুরের বাজারে চাল ও ভোজ্যতেলের বাড়তি দাম ভোক্তাদের বিপাকে ফেলেছে। প্রায় ১ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে ভোজ্যতেল ও চালের দাম বেড়েই চলেছে। এতে করে সমস্যায় পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। প্রতি কেজিতে প্রায় সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে ৩-৫ টাকা। শনিবার রংপুরের মাহিগঞ্জ বাজার, সিটি বাজার, কামালকাছনা বাজার ও টার্মিনাল

বাজার, মডার্ন মোড়, লালবাগহাট ঘুরে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মাহিগঞ্জ ও সিটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারে নতুন চাল স্বর্ণা প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) বেচাকেনা হচ্ছে ২ হাজার ২৫০ থেকে ২ হাজার ৩শ' টাকায়। আর খুচরা বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ৪৮-৫০ টাকা কেজি দরে। আঠাশ চাল প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) বেচাকেনা হচ্ছে ২ হাজার ৬শ' থেকে ২ হাজার ৬৫০ টাকায়। আর খুচরা বাজারে তা পাওয়া যাচ্ছে ৫৪-৫৫ টাকা কেজি দরে। এছাড়াও মিনিকেট, নাজিরশাইলসহ সব ধরনের চালের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩-৫ টাকা পর্যন্ত।

খুলনা ব্যুরো জানায়, অধিক লাভের আশায় সিন্ডিকেট ও কারসাজিতেই বাড়ানো হয়েছে চালের দাম। এমনই জানিয়েছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। মাত্র সপ্তাহ খানেকের ব্যবধানে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্তত ৪ টাকা। অর্থাৎ বস্তা প্রতি (৫০ কেজি) বৃদ্ধি পেয়েছে কমপক্ষে ২শ' টাকা।

নগরীর খুচরা বাজারগুলোতে শনিবার প্রতি কেজি চাল মোটা (স্বর্ণা) ৪৪ থেকে ৪৫ টাকা, আঠাশ বালাম ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, মিনিকেট (ভালোমানের) ৬০ থেকে ৬২ টাকা, মিনিকেট (নিম্নমানের) ৫২ থেকে ৫৪ টাকা, বাসমতি ৬৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। অথচ এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি চাল মোটা (স্বর্ণা) ৩৮ থেকে ৪০ টাকা, আঠাশ বালাম ৪৬ থেকে ৪৮ টাকা, মিনিকেট (ভালোমানের) ৫৪ থেকে ৫৫ টাকা, মিনিকেট (নিম্নমানের) ৩৮ থেকে ৪০ টাকা, বাসমতি ৫৮ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।

পাকিস্তানে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৪ সেনা নিহত

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে শনিবার একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে দুই পাইলটসহ চার সেনাসদস্য নিহত হয়েছে। খবর ডেইলি পাকিস্তানের।

পাক সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গিলগিট বালটিস্তান পার্বত্য অঞ্চলের মিনিমার্গ এলাকায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে দুজন পাইলট– মেজর হুসেইন ও তার কো-পাইলট মেজর আয়াজ হোসেন ছাড়াও নায়েক ইনজামাম এবং মোহাম্মদ ফারুক নামে দুই সেনাসদস্য আছে।

সাকদু এলাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল থেকে হেলিকপ্টারটি দিয়ে আবদুল কাদের নামে এক সিপাহির লাশ আনা হচ্ছিল। পথে হেলিকপ্টারটি মিনিমার্গ এলাকায় বিধ্বস্ত হয়।

খোরাসান | কাবুল সরকারের ৪৬ সেনার তালেবানে যোগদান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াতুল ইরশাদ কমিশনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মেহনতের ফলে নতুন করে কাবুল সরকারের ৪৬ সেনা সদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে।

আল-ইমারাহ কর্তৃক গত ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধু আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের উরগান্ডাব ও পাঞ্জাওয়ীব জেলা দু'টি থেকেই ৩২ কাবুল সরকারি সেনা ও পুলিশ সদস্য তাদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। এবং তারা সকলেই তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

এমনিভাবে নানগারহারের খোগিয়ান থেকে ৫, জাওজানের ফয়জাবাদ থেকে ৩ এবং খোস্ত প্রদেশের মূসা-খাইল জেলা থেকে আরো ৩ সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে। এছাড়াও আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে আরো ডজনখানেক সৈন্য তালেবানে যোগ দিয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক আরো একটি জেলা বিজয়ের হৃদয় প্রশান্তিকর দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত দু'সপ্তাহ যাবৎ জাবুল প্রদেশের আটগার জেলায় অভিযান চালিয়ে জেলাটির প্রধান শহর দখল করে নিয়েছিলেন। তবে তখনও জেলাটির প্রধান সামরিক ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রিণ করছিল কাবুল বাহিনী। অতঃপর কয়েকদিন যাবৎ তালেবান মুজাহিদিন ঘাঁটিটি অবরোধ করে রাখলে খাবার ও রশদ সংকটে পড়ে মুরতাদ বাহিনী।

অবশেষে বাধ্য হয়ে গত ২৫ ডিসেম্বর, হেলিকপ্টার যোগে জেলাটির সর্বশেষ সামরিক ঘাঁটিটিও ছেড়ে পালায় কাবুল সৈন্যরা। সেনা সদস্যদের পলায়নের মধ্যদিয়ে জেলাটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেন তালেবান মুজাহিদগণ। স্থল পথে পালাতে না পারায় রেখে যেতে হয় অনেক সামরিযান ও অস্ত্রশস্ত্র, যা পরবর্তিতে তালেবান মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন।

আফগানিস্তান | ৪২০০টি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে আলোচনার পর আফগানিস্তান জুড়ে ২ হাজার ২শত শিক্ষাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে সম্মত হয়েছে জাতিসংঘ।

তালেবান তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকে অনেকটাই ফলপ্রসূ আলোচনার হয়েছে বলেও জানিয়েছে তালেবান। এই ফলপ্রসূ আলোচনার পর দু'পক্ষ সারাদেশে ৪ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণে সম্মত হয়েছে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে দ্বীনি ইলমের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রতিও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।

অন্যদিকে, ইমারতে ইসলামিয়া এবং জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুএইচও) মধ্যেও কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। এই সংস্থাটিও তালেবানদের সাথে মিলে আফগানিস্তানে প্রায় 200 স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ক্লিনিক তৈরি করতে সম্মত হয়েছি।

ইমারতে ইসলামিয়ার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিশনের সাথে বৈঠকের পর জাতিসংঘের উভয় স্বাস্থ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তি ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড কে সমর্থন করেছে।

তালেবান মুজাহিদিন তাদের অফিসিয়াল বার্তায় বারবার বলে আসছে যে, ইমারতে ইসলামিয়া ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব দেয়ে আসছে। তবে তালেবান কাবুলের দুর্নীতিবাজ ও পুতুল সরকারের ধর্ম বিরুধী বিষাক্ত ষড়যন্ত্র মূলক শিক্ষাব্যবস্থা চায়না। তালেবান কখনোই এমন শিক্ষা চায়না যা জনসাধারণের মানসিকতাকে বিভ্রান্ত করে এবং ইমারতে ইসলামিয়াকে আধুনিক শিক্ষার ও উন্নয়নের পথে অন্তরায় বলে অভিহিত করতে চায়।

দেশ জুড়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকান্ড ও সাম্প্রতিক উদ্যোগুলো এটাই প্রমাণ করছে যে, তালেবান সরকার কখনোই শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুধী নয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়, এই দখলদারিত্বের অবসানের পর পরই ইমারতে ইসলামিয়া ক্ষতিগ্রস্থদের উন্নায়ন, দেশ পুনর্গঠন, দেশের সুরক্ষা, স্থিতিশীল পরিবেশ ও সমৃদ্ধি পথে জোরদার কাজ করে যাবে। ইনশাআল্লাহ্।

২৬শে ডিসেম্বর, ২০২০

দেওয়াল চাপা পড়ে কাশ্মীরে দুই ভারতীয় মালাউন সেনার মৃত্যু

শুক্রবার সেনা ছাউনির দেওয়াল চাপা পড়ে কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার মাছেড্ডিতে এই ঘটনা ঘটে। শুক্রবার রাতে আচমকাই ভেঙে পড়ে ব্যারাকের ওই দেওয়াল।

তার তলায় চাপা পড়ে যায় ভারতীয় সেনারা। এই ঘটনায় আরও এক সেনা গুরুতর আহত হয়েছে বলে খবরে জানা গেছে। বিল্লাওয়ার পুলিশ স্টেশনের খুব কাছেই অবস্থিত এই সেনা ছাউনি।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, ওই দুই সেনা ব্যারাকে দেওয়ালের ধারে কিছু কাজ করছিল। তখনই দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে। গুরুতর আহত হয় তিনজন। দ্রুত আহতদের এস ডি এইচ বিল্লাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে দুই সেনাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ওই দুই সেনার নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। একজন সুবেদার এস এন সিং।

৪৫ বছরের এই সেনা সদস্য হরিয়ানার সোনিপতের বাসিন্দা ছিল। আরেকজন ৩৯ বছরের নায়েক পারভেজ কুমার। তিনি সাম্বার বাসিন্দা ছিল।

যে আহত হয়েছে, তার নাম সিপাই মঙ্গল সিং। বছর ৪৬-এর মঙ্গল হরিয়ানার পানিপথের বাসিন্দা। গুরুতর অবস্থায় তাকে এমএইচ পাঠানকোটে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

টিকা বিতর্ক: বিশ্বজুড়ে ভ্যাক্সিন দেয়া না দেয়া নিয়ে বিতর্ক

সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে বাড়ছে ভ্যাক্সিন বিরোধী মনোভাব। এরই অংশ হিসেবে ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারো করোনা ভাইরাসের টিকা গ্রহণ করবেননা বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। টিকা তার কুকুরের প্রয়োজন হতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। খবর এএফপি, হিন্দুস্তান টাইমস, সিএনএন।

অতীতে, মুসলিম দেশসমূহে টিকাদানে অনিহা থাকলেও এখন পশ্চিমা বিশ্বসহ ব্রাজিলের মতো রাষ্ট্রেও টিকাদানে অনিহা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমেই বিশ্বেই দানা বাধতে শুরু করেছে টিকা বিরোধী মনোভাব।

https://bit.ly/37KlqLC

গত কয়েকমাস পূর্বে ‘দ্য বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন’ করোনার ভ্যাক্সিনের জন্য আর্থিক অনুদান দিলে সৃষ্টি হয় চরম বিতর্ক। ঐ সময় পশ্চিম বিশ্বের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইউটিউব ও ফেইসবুকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বিল গেটস ও একটি চক্র পৃথিবীতে মানুষ কমাতে চাচ্ছেন। অভিযোগ তোলা হয় টিকার মাধ্যমে মানুষের শরীরে মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে দেবার।

বিল গেটস ২০১৫ সালে কানাডার ভ্যাংকুভারে এক সম্মেলনে দেয়া ভাষণে বলেছিল, ‘আগামী কয়েক দশকে যদি ১ কোটি লোকের মৃত্যু হয় – তবে সেটা যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, বরং সেটি সংঘটিত হবে সংক্রামক ভাইরাসের মাধ্যমে। ‘

তখনকার এ ভাষণে কোন কিছু বুঝা না গেলেও ২০২০ সালে এসে করোনা ভাইরাসের অজুহাতে গোটা পৃথিবীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সৃষ্ট লকডাউন বিপর্যয়ের পর অনেকের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার।

পশ্চিমা বিশ্বে মানুষের ধারণা, এই চক্রটি পৃথিবীকে জনশূন্য ও নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে, কেউ বলেন তারা মানুষের শরীরে মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে দিতে চান, কেউ বলেন তারা টিকা নেয়া বাধ্যতামূলক করতে চান। কানাডার ভ্যাংকুভারের বিল গেটস প্রদত্ত ওই ভাষণটি ছিল তারই ইঙ্গিত।

যুক্তরাষ্ট্রের এক চতুর্থাংশ মানুষ এবং ৪৪ শতাংশ রিপাবলিকান বিশ্বাস করে বিল গেটস কোভিড-১৯ টিকা ব্যবহার করে মানুষের চামড়া নিচে মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে দিতে চায়। এই জরিপটি চালিয়েছিল ইয়াহু নিউজ এবং ইউগভ।

এর আগে ২০১৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার উলামা কাউন্সিল এক ফতোয়ায় টিকা গ্রহণ হারাম ফতোয়া দেন। হাম, কলেরা, ভ্যাক্সিনে শুকরের জেলাটিন সংশ্লিষ্টতায় হারাম ফতোয়া দিয়েছিল তারা। এরপর থেকেই ইন্দোনেশিয়রা বিরত ছিলেন টিকাদানে। পরে অবশ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে ফতোয়া থেকে পিছু হটে উলামা কাউন্সিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর তাদের সন্তানদের টিকা দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেননি।

https://www.sciencealert.com/indonesian-global-vaccine-action-plan-immunisation-rates-fall-following-fatwa

একইভাবে মালয়েশিয়াতেও ঘটেছিল টিকা বিরোধী বিতর্ক। ভ্যাকসিনে শুকরের জেলাটিন সংশ্লিষ্টতায় টিকা দেয়া থেকে বিরত ছিল তারাও। দেশটিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলেও মুসলিম এ দেশটিতে এখনও সফলতা পায়নি টিকা কার্যক্রম। কেননা ইসলাম ধর্মে শুকর স্পষ্ট হারাম।

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/anti-vaccine-movement-on-the-rise-in-malaysia

সম্প্রতি ফাইজারের করোনা টিকা নেয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে বসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসির হাসপাতালে এক নার্স। এ ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছে। টেনেসির সিএইচআই মেমোরিয়াল হাসপাতালের নার্স টিফানি ডোভার টিকা নেয়ার পর সাংবাদিকরা তার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন। খবর রয়টার্সের।

তার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন টিফানি। তিনি বলতে শুরু করেন, আমার মাথা ঘুরছে।

ভিডিও দেখা যায়, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন তিনি। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলেও এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও দেখে অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এদিকে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলেন, ' তার সাতে ফাইজার যে চুক্তি করেছে তাতে পরিষ্কার করে বলা রয়েছে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য তারা দায়ি হবে না। অর্থাৎ ভ্যাকসিন নিয়ে আপনার যাই হোক না কেন, ফাইজার কিন্তু তার দায় নেবে না। এবার আপনি ভ্যাকসিন নিয়ে কুমির হয়ে যেতে পারেন। আবার আপনি সুপারহিউম্যান হতে পারেন। কোনও পুরুষের গলা থেকে মহিলাদের মতো আওয়াজ বেরোতে পারে। আবার কোনও মহিলার মুখে আচমকা দাড়ি গজাতে

পারে। কিন্তু এসব সমস্যা আপনাকেই সামলাতে হবে। ভ্যাকসিন-এর আবিষ্কারক সংস্থা কিন্তু দায় ঝড়ে ফেলবে।’

এর আগে গত ১৬ ডিসেম্বর টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন, এটা বিনামূল্যে হলেও বাধ্যতামূলক নয়।

তবে ১৭ ডিসেম্বর দেশটির সুপ্রিম কোর্ট রুল জারি করেছেন, ‘করোনা টিকা নেয়া বাধ্যতামূলক। তবে, কারও ওপর বলপ্রয়োগ করা যাবে না। আদালত কর্তৃপক্ষ চাইলে টিকা না নেয়া মানুষজনকে জরিমানা অথবা নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারবে।’

অথচ সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জেইর বোলসোনারো বলেছেন, তিনি কখনোই করোনা টিকা নেবেন না।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ‘অনেকেই বলবে, আমি বাজে উদাহরণ সৃষ্টি করছি। কিন্তু যারা এসব কথা বলে, আমি সেই নির্বোধদের বলছি, আমি ইতোমধ্যেই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছি, এর মাধ্যমে আমার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। তা হলে আমি কেন টিকা নেব?’

উল্লেখ্য যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী করোনা ভাইরাসের অতি প্রচারণার পেছনে একটি অশুভ উদ্দেশ্য ছিলো। তারা ১ ঘণ্টার সংবাদে ৪০ মিনিট প্রচার করতো করোনার খবর।

তারা প্রচার করেছিলো- মানুষ যদি জমায়েত হয়, তবে মানবজাতি বিলুপ্ত হবে, লাশের স্তুপ পড়বে। এই তত্ত্ব দিয়ে তারা বিশ্বঅর্থনীতি, শিক্ষাখাতসহ গোটা বিশ্বে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

ধর্মীয় উপসানলয় বন্ধ করে দিয়েছে, ঈদ করতে দেয়নি, হজ্জ করতে দেয়নি, কোরবানী বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, মানুষ জমায়েত হওয়ার পরও, শীত আসার পরও লাশের স্তুপও পড়ছে না, মানবজাতি বিলুপ্তও হচ্ছে না।

এ থেকে কিন্তু ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, করোনা ভাইরাস নিয়ে অতি ভীতি ছড়ানো স্বাভাবিক কোন বিষয় ছিলো না, ছিলো বিশেষ উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। তার অংশ হিসেবেই যেহেতু করোনা

ভ্যাকসিন আসছে, সুতরাং সেই ভ্যাকসিন নামক বিষয়টিকেও সরল বিশ্বাসে মেনে নেয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এছাড়া টিকা তৈরির মূল উপকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মুসলিম দেশগুলোতে। অনেকেরই অভিযোগ— এই টিকায় ব্যবহার হয়েছে শূকরের চর্বি।

গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইল

ফিলিস্তিনের গাজায় শুক্রবার রাতে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলের যুদ্ধবিমান।

দখলকৃত গাজার আল-বুরেইজ শরণার্থী শিবির ও দেইর আল-বালাহ এলাকায় দখলদার ইসরাইলি বাহিনী ওই বিমান হামলা চালিয়েছে বলে শনিবার সকালে স্থানীয়রা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। খবর আনাদোলুর।

ইসরাইলি হামলায় গাজার পূর্বাঞ্চলে আল-তুফা এলাকায় শিশুদের একটি হাসপাতাল, একটি আবাসিক এলাকা ও একটি বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

ফরিদগঞ্জে অস্ত্রসহ মেয়র প্রার্থী আটক

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে মাছের ঘেরের বাঁধ কেটে দেয়ার ঘটনায় যুবলীগ নেতা ও মেয়র প্রার্থী মাকসুদুল বাসার বাঁধন পাটওয়ারীকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে শুক্রবার বিকালে পুলিশের ওপর হামলা ও অস্ত্র এবং বিস্ফোরক আইনে দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। যদিও আটক বাঁধন পাটওয়ারী এ ঘটনাকে পরিকল্পিত বলে দাবি করেছেন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকার ৯নং ওয়ার্ডের চরকুমিরা গ্রামে গিয়াস উদ্দিন বাবুল পাটওয়ারীদের আবাদকৃত মাছের ঘেরের বাঁধ কেটে দেয়ার ঘটনা ঘটে।

পাহারাদার সাহাবুদ্দিন জানান, যুবলীগ নেতা মেয়র প্রার্থী মাকসুদুল বাসার বাঁধন পাটওয়ারী নিজে ওই মাছের ঘেরের বাঁধ কেটে দেয়। যাতে পানির স্রোতে মাছ ভেসে যায়। এতে সে বাধা দিতে গেলে বাঁধন পাটওয়ারী তাকে অস্ত্র দিয়ে মারার হুমকি দেয়। এ সময় তাদের সঙ্গে বাঁধন পাটওয়ারীর ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ তার কাছ থেকে একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি ছোরা ও ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করে এবং তাকে আটক করে। ফরিদগঞ্জ থানার এসআই নাছির উদ্দিন বাদী হয়ে সরকারি কাজে বাধা, অস্ত্র আইনে ও বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা করে।

ইয়াবা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে প্রায় ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় পুলিশ

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় সাইফুল আলম নামে পুলিশের এক এসআই।

বৃহস্পতিবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে আরো তিন সোর্সসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী আবু জাফর বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে। তবে এ নিয়ে পুলিশের কোনো কর্মকর্তাই মুখ খুলতে রাজি হয়নি।

এস আই সাইফুল আলম এবং কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম সীতাকুণ্ড মডেল থানায় কর্মরত ছিল।

মামলার বাদী আবু জাফর সময় সংবাদকে বলেছিলেন, ‘পুলিশ আমার কাছে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমি সব কিছু জানিয়ে মামলা করেছি।’ ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত ২০ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে পিক-আপ গাড়ি কিনতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আসেন আবু জাফর নামে এক ব্যক্তি।

গাড়ি বিক্রেতা তৌহিদের সঙ্গে তার গাড়ির দাম নিয়ে বনিবনা না হওয়া তিনি পুনরায় ঢাকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী শ্যামলী কাউন্টারে চলে আসেন। বাস কাউন্টারে বসে অপেক্ষা করার সময় দু’জন লোক তার দু’পাশে বসে তাকে আটকে ফেলে। ওই দু’লোকের

ফোন পেয়েই কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাইভেট কারে করে সেখানে উপস্থিত হন এসআই সাইফুল আলম এবং কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম। আবু জাফরের কাছে ইয়াবা থাকার নাম করে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

এরপর শরীরে ইয়াবা থাকার সন্দেহে সীতাকুণ্ডে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্সরে'ও করে। কিন্তু ইয়াবা না পেলেও সাথে থাকা ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন ওই দুই পুলিশ সদস্য। এমনকি সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নেন তারা। টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশ সদস্যরা আবু জাফরকে পুনরায় ওই প্রাইভেটকারে করে শ্যামলী কাউন্টারে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু শ্যামলী কাউন্টারে পৌঁছার আগে আবু জাফর কান্নাকাটি শুরু করলে তখন পুলিশ সদস্যরা তাকে বলে 'বাঁচবি না কি মরবি'। আবু জাফর বাঁচার আকুতি জানালে তারা তাকে শাসিয়ে দেয়। যাতে কাউকে টাকা নেয়ার কথা না বলে। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই দুই পুলিশ সদস্য ছাড়াও সোর্স রিপন, হারুন এবং রাজু নামে ৫ জনকে আসামি করে মামলা করেন আবু জাফর।

সময়টিভি

মাদরাসার হেফজখানায় রহস্যজনক আগুন, পুড়ে ছাই গোডাউন

রাজবাড়ী শহরের দারুল উলুম ভাজনচালা দাওরায়ে হাদিস মাদরাসার হেফজখানায় রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর ৪টার দিকে ওই হেফজেখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, হেফজখানায় রাতে ছাত্ররা থাকেন। এছাড়া এর পাশের গোডাউনে রাখা ছিল মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের খাবারের চাল, ডাল, লবনসহ অন্যান্য জিনিস। হঠাৎ ভোরে হেফজখানার পাশের পাঠকাঠিতে আগুন দেখা যায়। তারপর গোডাউনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং মুহূর্তের মধ্যে হেফজখানায়ও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ছাত্ররা কোনোরকমে বাইরে

আসলেও পুড়ে যায় ভেতরে থাকা সকল জিনিসপত্র। তবে ঘরে থাকা কুরআন শরীফের উপরের অংশ পুড়লেও ভেতরে কোনো ক্ষতি হয়নি।

এদিকে হেফজখানার সঙ্গের রান্নাঘরে বড় চারটি গ্যাস সিলিন্ডার থাকলেও কোনো ক্ষতি হয়নি। ফলে আগুন নিজে থেকেই লেগেছে, নাকি লাগানো হয়েছে- এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে। এছাড়া রান্নাঘরে আগুনের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি।

মাদরাসার ছাত্র শরিফুল ইসলাম বলেন, হেফজখানায় তারা প্রায় ৪০ জন রাতে পড়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখতে পান আগুন লেগেছে। সেসময় চিৎকার করে বাইরে চলে আসেন। পরে মুহূর্তের মধ্যে সব পুড়ে যায়।

মাদরাসার শিক্ষক মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, প্রথমে পাটকাঠিতে আগুন দেখা গেলে তা নেভানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু অন্যপাশে গোডাউনেও হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে। পরিকল্পিতভাবে এ আগুন লাগানো হয়েছে।

মাদরাসার অধ্যক্ষ ইলিয়াছ মোল্লা জানান, আগুনে হেফজখানার আসবাবপত্র, কিতাবসহ অন্যান্য বই পুড়েগিয়েছে। এছাড়া গোডাউনে থাকা চাল, ডাল, তেল পুড়ে গিয়েছে। সব মিলে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা রান্নার চুলা থেকে আগুন লাগার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি অন্য কোনো কারণে আগুন লেগেছে তাও বুঝতে পারছি না।

রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম জানান, আগুন লাগার সংবাদে ঘটনাস্থলে এসে এক ঘণ্টা ২৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। তবে ঘর ও গোডাউনে থাকা সব পুড়ে গেছে। মাদরাসার শিক্ষক ও স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে রান্নার চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

রামমন্দির নির্মাণে এবার কুদরতি বাধা

অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ শহীদ করে রামমন্দির নির্মাণের কাজে কুদরতি বাধা পড়েছে।

গত বছর ভারতীয় কুফরী সুপ্রিম কোর্টের অন্যায় নির্দেশের মাধ্যমে রামমন্দির নির্মাণে বাহ্যিকভাবে বাধা ছিল না। গত ৫ আগস্ট ঘটা করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছে। কিন্তু এবার কুদরতি বাধার সম্মুখীন রামমন্দিরের নির্মাণ। ফলে একপ্রকার মাথায় হাত দিয়ে বসেছে রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট।

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট জানিয়েছে, মাটি পরীক্ষার পর দেখা গেছে, মন্দিরের ভর ধরে রাখার মতো ক্ষমতা নেই নির্মীয়মাণ কাঠামোর। যার জেরে সমস্যায় মন্দির নির্মাণের কাজ। ফলে বিকল্প উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে ট্রাস্ট। আইআইটি, এনআইটি, সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (রুরকি), এবং লারসেন অ্যান্ড টিউব্রোর মতো সংস্থার প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মন্দিরের প্রস্তাবিত গর্ভগৃহের পশ্চিম দিকে পানির তোড়ে বেলেমাটি ধসে যাওয়ার দরুন সমস্যার সম্মুখীন।

গোটা স্থাপত্যের যে নকশা লারসেন অ্যান্ড টিউব্রো জমা দিয়েছে, তাতে দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০-৪০ মিটার গভীরে ১২০০ কংক্রিট পিলার বসানো হবে। ট্রাস্টের সচিব জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি পিলার ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২৫ ফুট নিচে বসিয়ে তার ২৮ দিন পর পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই স্তম্ভগুলোর উপর ৭০০ টন ভর চাপিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু "আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। মেশিনে যে রিডিং পাওয়া যায় সেটা আশা করা হয়নি।

শহীদ বাবরি মসজিদের স্থানে নির্মাণাধীন মন্দিরের প্রস্তাবিত নকশা

বস্তুত, গর্ভগৃহের পশ্চিম দিকে সরযু নদী বয়ে চলেছে। যেখানে পিলারগুলো বসানো হয়েছে তার পাশেই নদীর পানি এবং বেলেমাটি রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে, নরম বালি স্থাপত্যের ভর ধরে রাখতে পারবে না। তাই বিশেষজ্ঞরা চিন্তাভাবনা করছেন কীভাবে মন্দিরের গর্ভগৃহের কাছে নদীর পানিকে আটকে রাখা যায়। কীভাবে বালির উপর স্থাপত্য তৈরি করা যায় এবং কংক্রিট পিলারের আয়ু বাড়ানো যায়।

সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যু: স্বজন-চিকিৎসকদের সংঘর্ষে আহত ৫

জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বজন ও চিকিৎসকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মৃত রোগীর দুই স্বজনসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুরে রোগীর মৃত্যুর পর বিকেল ৫টা পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।

স্বজন ও চিকিৎসকরা জানায়, শহরের ইকবালপুর এলাকায় আহলে হাদিস অনুসারীদের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে গিয়ে দু'তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত করিমন বেগম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা। পরে স্বজনরা তাকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ভর্তি করেন। এ সময় করিমন বেগমের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে হাসপাতালের ওয়ার্ডে সরবরাহ না থাকায় অক্সিজেনের অভাবে তার মৃত্যু হয়। পরে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক স্টাফ ও মৃতের স্বজনদের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়। খবর পেয়ে ইন্টার্ন চিকিসৎসকরা আসলে স্বজন ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। হামলায় জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক চিরঞ্জিব সরকার, ইন্টার্ন চিকিৎসক হাবিবুল্লাহ, মৃত রোগীর দুই স্বজন শহিদুল ও জিহাদ আহত হয়।

পরে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের উপস্থিতিতেই ইন্টার্ন চিকিৎসকরা আবারো রোগীর স্বজনদের মারধর করে। এতে মৃত রোগীর মেয়ে জামাই মো. সাইদুর ইসলাম আহত হয়।

মৃত করিমন বেগমের ভাতিজা শহিদুল বলেন, করিমন বেগমকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসকরা মহিলা ওয়ার্ডে পাঠায়। এ সময় তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কিন্তু ওই ওয়ার্ডে অক্সিজেন সরবরাহ না থাকায় তার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে চিকিৎসকরা হামলা করে।

জামালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসক রিয়াদ মাহমুদ জানান, জুমার নামাজের পর এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসকের উপর রোগীর স্বজনরা হামলা করেছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। এ সময় স্বজনদের সঙ্গে ডাক্তার পরিচয়ে কথা বলতে চাইলে তারা হামলা করে।

২৫শে ডিসেম্বর, ২০২০

সৌদি আগ্রাসনে ইয়েমেনে নিহত ৩,৮০০ শিশু

ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের বর্বর আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৩,৮০০ শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন হাজার হাজার শিশু। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারছে না চার লাখের বেশি শিশু।

গত ২৪ ডিসেম্বর রাজধানী সানায় বার্ষিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে ইয়েমেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ইয়েমেনের যেসব মানুষ সৌদি জোটের আগ্রাসন ও অবরোধের অসহায় শিকার তাদের মধ্যে শিশুরা শীর্ষে রয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু খাদ্য অভাবে ভুগছে।

সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনের শিশু হাসপাতালগুলোতেও হামলা চালাতে লজ্জাবোধ করছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে উত্তরাঞ্চলীয় সা'দা প্রদেশে একটি স্কুলবাসে বিমান হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এ ঘটনার মাধ্যমে পরিষ্কার হয় যে, সৌদি জোট শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

শুধু কৃষ্ণাঙ্গ বলে চিকিৎসা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতাল, অতঃপর মৃত্যু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে করোনায় আক্রান্ত এক কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসকের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্য একটি হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন তিনি।

৫২ বছর বয়সী সুসান মুরে নামে ওই কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের হাসপাতালের বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। এ সময় কোন একজন ডাক্তারও তাকে চিকিৎসা দেবার জন্য এগিয়ে আসেনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মারা যাওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কালো মানুষেরা চরম বৈষম্যের শিকার। আমি একজন চিকিৎসক হয়েও শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকের বর্ণবাদী আচরণের শিকার হচ্ছি।

তিনি বলেন, আমি প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ছটফট করলেও শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসক আমাকে চিকিৎসা দিতে এগিয়ে আসেননি।

সূত্র : ইসলামটাইমস।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক ৮১০ কৃষকের মাঝে উন্নত গম এবং রাসায়নিক সার বিতরণ

তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের নাড়খ জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকায়, ইমারতে ইসলামিয়ার কৃষি কমিশন ৮১০ জন কৃষককে উন্নত গম এবং রাসায়নিক সার প্রদান করেছে। শুধু নাড়খ জেলাতেই ৭০০ কৃষককে গম এবং রাসায়নিক সার প্রদান করা হয়েছেন। তালেবান মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারতের এমন জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য প্রশংসামুখর দেশটির সর্বস্তরের জনগণ।

https://alfirdaws.org/2020/12/25/45353/

পাকিস্তান | টিটিপির পৃথক হামলার বহু সেনা সদস্য হতাহত

পাকিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপি কর্তৃক পৃথক দুটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে বহু সংখ্যক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ২৩ ডিসেম্বর বুধবার ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে পাক মুরতাদ বাহিনীর কনেস্টেবলদের (এফসি) লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে বেশ কয়েকজন এফসি কর্মি নিহত ও আহত হয়।

এর একদিন পর অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, বাজোর এজেন্সীর চরমিং উপত্যকায় পাক মুরতাদ বাহিনীর উপর অপর একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় বহু সংখ্যক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন, তিনি জানিয়েছেন যে, হামলায় অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদ নিরাপদে রয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2020/12/25/45350/

পাবনায় পুলিশের বিরুদ্ধে যুবককে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

দিনভর নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে পাবনার বেড়ায় আটকের পর যুবককে ১০ পিস ইয়াবা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। তবে বুধবার রাতে আটকের তার কাছ থেকে ৫০ পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে বলে পুলিশ দাবি। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশের বিরুদ্ধে ওই যুবককে মাদক দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ করেন।

গ্রেপ্তার যুবক শাহাজান আলী ঝন্টু (৩৫) বেড়া পৌর এলাকার শালিকাপাড়া মহল্লার মোসলেম মোল্লার ছেলে।

পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬/১ টেবিলের ১০ এর (ক) ধারায় তাকে ১০ পিস ইয়াবা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে।

তবে এই পুলিশ কর্মকর্তা ঝন্টুকে আটকের পর তার নিকট থেকে ৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধারের বিষয়টি গণমাধ্যমকর্মীদের নিশ্চিত করে বুধবার রাতে।

১০ পিস ইয়াবা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করার বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি আরো বলেন, গত রাতেও আমি ১০ পিসের কথাই বলেছি।

বুধবার রাতে তার ফোনালাপের অডিও রেকর্ড রয়েছে জানালেও তিনি ১০ পিস ইয়াবার কথাই নিশ্চিত করেন।

এদিকে মামলার এজাহারের লিখিত বর্ণনা অসত্য বলে দাবি করেছেন ঘটনার একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী।

ঝন্টুর শ্যালক জাহিদ হোসেন জানান, বুধবার সন্ধ্যায় আমার দুলাভাই সেলুনে শেভ করতে যান। তার মুখে শেভিং ক্রিম লাগানোর পর হঠাৎই এস আই বারেকসহ কয়েকজন পুলিশ এসে তার শেভ বন্ধ করতে বলেন। মুখ ধুয়ে দিলে, ওসি সাহেব ডাকছেন বলে তাকে নিয়ে যান। কিন্তু তাকে কোনো তল্লাশি বা মাদক রয়েছে বলে সন্দেহভাজন বলেও দাবি করেনি। পরে থানায় গিয়ে শুনছি তার কাছে নাকি ৫০ পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে। সে মাদকসেবী নয়, ব্যবসা করার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ফারুক হোসেন ও সাইফুল ইসলাম জানান, ঝন্টুকে আটক করতে দেখে আমরা এগিয়ে যাই। ঝন্টু দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেনি। পুলিশ তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই ধরে নিয়ে যায়। এখন আবার শুনেছি ১০ পিস ইয়াবা দিয়ে চালান করেছে, বিষয়টি সত্যিই আশ্চর্যের। তাকে থানায় নিয়ে মাদক দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে।

বেড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কাশেম আজাদ বলেন, আমার অফিসার ওই ব্যক্তির নিকট ১০ পিস ইয়াবা পাওয়ার পর মামলা দিয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আটকের পরপরই এসআই যদি ৫০ পিস ইয়াবা পাওয়ার কথা বলে থাকে সেটি তার বিষয়।

ফতুল্লায় ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে বাবা খুন

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে ছেলেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মজিবুর খন্দকার নামে এক বৃদ্ধ খুন হয়েছেন।

নিহত মজিবুর খন্দকার ফতুল্লার বক্তাবলী ইউনিয়নের চর বয়রাগাদী গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান।

নিহতের ছেলে সবুজ খন্দকার বলেন, ১৬ ডিসেম্বর সকালে মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফেরার পথে চর বয়রাগাদী ব্রিজের সামনে একই এলাকার আবুল হোসেন, নাসির উদ্দিন, কবির হোসেন, জাকির হোসেন, আমানউল্লাহ, সৈয়দ রিফাত, মোকছেদুল, ফয়সাল, দেলোয়ার, মহসিন, মোহাম্মদ আলী ও আফজালসহ তাদের বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী আমার পথরোধ করে মারধর করতে থাকে।

এ সময় খবর পেয়ে আমার বাবা মজিবুর খন্দকার, মামাতো ভাই স্বপন ও মামি ছামিরুন নেছা আমাকে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন।

তখন সন্ত্রাসীরা তাদের এলোপাতাড়ি কোপায়। এতে আমার বাবা হাতে ও পেটে ছুরিকাহত হয়ে গুরুতর জখম হন। ওই সময় এলাকাবাসী ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরে এলাকাবাসী আমাদের সবাইকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন।

তিনি আরও জানান, চিকিৎসা নিয়ে তারা তিনজন কিছুটা সুস্থ হলেও বুধবার সকালে তার বাবা মজিবুর খন্দকার ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

উপকূল রক্ষা প্রকল্পে ১৯০ কোটি টাকার দুর্নীতি: টিআইবি

উপকূল রক্ষার ৪টি প্রকল্পে ১৯০ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

গত বৃহস্পতিবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করা হয়।

দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাটি 'দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরনের উপায়' শীর্ষক গবেষণার ফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, সমুদ্র উপকূলে অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এসব প্রকল্পের আওতায়।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমেও অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেছে টিআইবি। তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করছে বলে জানানো হয়।

সংস্থাটি জানায়, উপকুলীয় এলাকায় উন্নয়ন তহবিল ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের ১৯ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়। অথচ রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে ত্রাণ কম পাচ্ছে দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো।

জার্মানিতে মসজিদের ইমামকে পিটিয়ে হত্যা

জার্মানে এক ইমামকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটে। জার্মানের স্টুটগার্ট শহরের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন তিনি।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম পুলিশি বরাতে জানায়, ওই ইমাম তার স্ত্রীর সঙ্গে হাঁটছিল। এ সময় দু'জন লোক হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে পালিয়ে যায়। উপর্যুপরি রডের আঘাতে সাতে সাতে অজ্ঞান হয়ে পরেন তিনি। যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয় এবং স্ত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে পুলিশ আহত অবস্থায় স্ত্রীকে উদ্ধার করে।

ওই দেশের পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রফতার করেনি ।

নিহত ইমাম ২৬ বছর বয়সী শাহীদ নেওয়াজ একজন পাকিস্তানি নাগরিক এবং স্ত্রী জার্মান নাগরিক বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাদের দুটি শিশু সন্তান রয়েছে।

উল্লেখ্য, জার্মানিতে প্রায়ই মুসলিম বিদ্বেষী বর্ণবাদী কার্যক্রম সংঘটিত হয়। মুসলিম হিজাব পরিহিতা নারীদের অহরহ হেনস্তার শিকার হতে হয় দেশটিতে।

২৪শে ডিসেম্বর, ২০২০

বসনিয়ায় শরণার্থীদের ভয়াবহ অবস্থা

এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আটকে পড়েছেন বসনিয়ায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য তারা রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু বসনিয়ায় পৌঁছানোর পর তারা আর এগোতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ শরণার্থীই জঙ্গলে বসবাস করছিলেন। কেউ কেউ বেছে নিয়েছিলেন বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শেড অথবা ভাঙা বাড়ি। পরে সংবাদমাধ্যমে ওই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে কিছু অধিকার আন্দোলনকারীরা সরব হয়। কয়েকটি ক্যাম্প তৈরি করা হয় শরণার্থীদের জন্য। যদিও তা মোট শরণার্থীর তুলনায় অপ্রতুল।

লিপার শিবিরও তেমনই একটি ক্যাম্প ছিল। তৈরির সময়ই বলা হয়েছিল, এই শিবির সাময়িক। বুধবার যে ওই ক্যাম্পটি গুটিয়ে নেয়া হবে তা আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। অথচ ক্যাম্পে বসবাসকারীরা এই ঠাণ্ডার মধ্যে কোথায় গিয়ে থাকবেন ওই বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। ফলে বুধবার আশ্রয় হারানো এই শরণার্থীরা ইউরোপের প্রবল শীতে ফের জঙ্গলে গিয়ে থাকবেন। বসনিয়া-ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে আরো অনেক আশ্রয়হীন মানুষের সাথে যোগ দেবেন। দিন কাটাবেন ভাঙা বাড়ি ও কারখানার শেডে। অভিযোগ, যে শিবিরে তারা ছিলেন, সেখানেও বিদ্যুৎ ছিল না। ব্যবস্থা ছিল না হিটিংয়েরও।

বসনিয়ায় আটকে পড়া শরণার্থীদের এখনো পর্যন্ত আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি ইউরোপের কোনো দেশ। স্থায়ীভাবে এই শরণার্থীদের রাখতে আগ্রহী নয় বসনিয়াও। তাই তাদের জন্য কোনো স্থায়ী ব্যবস্থাও করা হচ্ছে না।

তবে শরণার্থীরা অভিযোগ করছে, ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে সেখানকার পুলিশ। সব মিলিয়ে এই প্রবল শীতে দুর্বিসহ অবস্থা তাদের।

এদিকে, আবার আগুনে তছনছ বসনিয়ার সেই শরণার্থী শিবির। শরণার্থী ক্যাম্পের অভিযোগ, বসবাসকারীরাই আগুন লাগিয়েছে। বুধবার উত্তর-পশ্চিম বসনিয়ার লিপা শরণার্থী শিবিরে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

বসনিয়া প্রশাসন ও শরণার্থী শিবির পরিচালকদের বক্তব্য, ওই ক্যাম্পে প্রায় ১২ শ' শরণার্থী বসবাস করতেন। বুধবারই ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেয়ার কথা ছিল। তাই ক্যাম্পে বসবাস করা মানুষই আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

সূত্র: *ডয়েচে ভেলে*

রংপুরে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা করেছে পুলিশ

ভাস্কর্য ইস্যুতে কুষ্টিয়ায় এসপির হাত ভেঙে দেওয়ার হুমকির পর এবার রংপুর নগরীতে নাজমুল ইসলাম (৩০) নামে এক প্রতিবন্ধী রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা করেছে পুলিশ কনস্টেবল হাসান আলী ও তার স্ত্রী সাথী বেগম।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে অভিযুক্তদের রক্ষার জন্য আটক করেছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা সড়ক অবরোধ করলে হিংস্র পুলিশের লাঠিচার্জে চারজন আহত হন।

স্থানীয়রা জানান, লালমনিরহাটের তিস্তা মুস্তফী গ্রামের শারীরিক প্রতিবন্ধী নাজমুল ইসলাম নগরীর আশরতপুর ঈদগাহপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন। তার পায়ে সমস্যা থাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা ভাড়া নিয়ে চালাতেন।

আর ওই রিকশাটি ছিল রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত কনস্টেবল হাসান আলীর। তার বাড়ি গাইবান্ধায়। সে আশরতপুর কোটপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবারসহ বসবাস করে।

গত মঙ্গলবার রাতে ওই রিকশাটি চুরি হয়। পরে নাজমুল ইসলাম অনেক চেষ্টা করে রিকশাটি উদ্ধার করে মালিক হাসান আলীকে ফেরত দেয়। কিন্তু পুলিশ কনস্টেবল হাসান আলী তাকে চোর অপবাদ দিয়ে বাসায় ডেকে এনে নির্যাতন চালায়।

একপর্যায়ে অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে নাজমুলকে কোটপাড়ার বাড়িতেই ঘরের ভেতর গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে প্রচার চালায়।

পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধারের সময় ঘটনাস্থল থেকে নির্যাতনের উপকরণ হিসেবে হাতুড়ি ও প্লাস উদ্ধার করেছে। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। নখগুলো থেঁতলানো অবস্থায় দেখা গেছে।

এদিকে বুধবার দুপুরে ওই বাড়িতে নাজমুলের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে মেট্রোপলিটন তাজহাট থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাদেরও অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নাজমুলকে পিটিয়ে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার প্রচারণা চালিয়েছে পুলিশ সদস্য হাসান।

এ পরিস্থিতিতে একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রংপুর-কুড়িগ্রাম সড়কের পার্কের মোড়ে অবস্থান নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ওই সড়কে প্রায় বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষুব্ধ জনতাকে নির্মম ভাবে আঘাত করা শুরু করে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর সন্ধা ৬টার দিকে আরো বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

দাউদকান্দিতে 'ধর্মব্যবসা' উল্লেখ্য করে মাহফিল বন্ধ ঘোষণা উপজেলা চেয়ারম্যানের

ওয়াজ-মাহফিলকে “ধর্মব্যবসা” উল্লেখ্য করে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় ওয়াজ-মাহফিল বন্ধ ঘোষণা করেছে উপজেলা চেয়ারম্যান (অ.) মেজর মোহাম্মদ আলী। উপজেলা চেয়ারম্যানের এই ঘোষণার পর ব্যাপারটি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে। অনেকেই এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনাও করেছেন। জানা গেছে, মেজর মোহাম্মদ আলীর বাবা সুবেদ আলী ভুঁইয়া একই থানার এমপি।

উপজেলা চেয়ারম্যান (অ.) মেজর মোহাম্মদ আলী তার ফেসবুক পোস্টে বক্তাদের ‘ধর্ম ব্যবসায়ী’ উল্লেখ করে বলেছে প্রতি সপ্তাহে জুমার খুতবার পরে ওয়াজের কি প্রয়োজন? উদ্দেশ্য কি? কোরআন/হাদীসে “ওয়াজ” সম্পর্কে কোথায় আছে?

“ওয়াজ”, দেখা / শোনা / আয়োজন করা, সম্পূর্ণ হারাম উল্লেখ করে সে আরো বলেছে, ‘ তারপর আবার হেলিকপ্টার দিয়ে লক্ষ টাকা ব্যয় করে হুজুর এনে (কোরআন শরীফে স্পষ্ট লেখা আছে, পারিশ্রমিক দেয়া/নেয়া নিষেধ) এই ওয়াজের কি প্রয়োজন? ওয়াজের আসল উদ্দেশ্য কি? বলে সে প্রশ্ন তোলে।

ওয়াজ মাহফিলকে ‘ধর্ম ব্যবসা’ উল্লেখ্য করে সে আরো বলেছে, ‘ আমার জীবন চলে গেলেও দাউদকান্দি উপজেলায় আমি ‘ধর্ম ব্যবসা’ করতে দিব না।

আবারো একা হয়ে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি পাওয়ায় দেশটির সঙ্গে ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে ৪০টিরও বেশি দেশ।

নতুন ধরনের ভাইরাসটির সংক্রমণের ক্ষমতা আগের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি। তবে তা আগের প্রজাতির চেয়ে বেশি প্রাণঘাতী নয় বলে মনে করা হচ্ছে।

এটি পাওয়া গেছে ইতালি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রেলিয়াতেও। সংক্রমণ রোধে ব্রিটেনের সঙ্গে ইউরোপের কয়েকটি দেশের পাশাপাশি সৌদি আরব, ভারত, হংকংসহ সব মিলিয়ে ৪০টিও বেশি দেশ ফ্লাইট বন্ধ করেছে। আর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে ব্রিটেনের শেয়ারবাজারে। এর জেরে ডলারের বিপরীতে ব্রিটিশ পাউন্ডের দামও কমেছে।

এর আগে গত রোববার (২০শে ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক বলেছিলেন, ভাইরাসের নতুন রূপটি 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও করোনাভাইরাসের অতি সংক্রামক একটি রূপ পাওয়া গেছে। তবে এটি যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে পড়া নতুন ধরনের ভাইরাসটির মতো নয়।

ওয়াজ মাহফিলে আ'লীগ সন্ত্রাসীর বাধা: 'এই লাঠি দে' বলে হুজুরের হুংকার

ইদানিং ওয়াজ মাহফিল নিয়ে একটি শ্রেনীর খুব গাত্রদাহ দেখা যাচ্ছে।

তারা যেখানে খুশি ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে বাধা দিচ্ছে, বন্ধ করে দিচ্ছে। সম্মানীত হুজুরদের তারা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে।

সর্বশেষ সাভার আলামীন মাদরাসার ওয়াজ ত্বাগুত প্রশাসন বন্ধ করে দেয়, অথচ সেই মাদরাসার কর্তৃপক্ষ এলাকার চেয়াম্যানকে সাথে রেখেই সব আয়োজন সম্পন্ন করছিল।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অনেক টাকা খরচ করে আয়োজন করছিল। কিন্তু সবই জলে গেল। এর দায়ভার কে নিবে জানা নেই কারো।

শুধু বাধা দিলে এক কথা কিন্তু পাশাপাশি হুজুরদের সাথেও খারাপ ব্যবহার নকরা হচ্ছে।

ডেমরা ডগাইর এক মাহফিলে স্টেজ উঠে হুজুরকে এক আওয়ামী সন্ত্রাসী অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। পরে জনগণন তাকে প্রতিহত করছে।

কিন্তু সব হুজুর এক না। নওমুসলিম ওয়াসেক বিল্লাহ্ নোমানী' এর মাহফিলে এক আওয়ামী সন্ত্রাসী এসে বাধা দেয়। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

এক পর্যায়ে নওমুসলিম ওয়াসেক বিল্লাহ্ নোমানী'র "এই লাঠি দে" হুংকারে বয়ানে বাঁধা দানকারী আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী লেজ গুটিয়ে পালায়।

https://www.facebook.com/100038574190855/videos/385770472718756/

ফ্রান্সে এলোপাতাড়ি গুলি: ৩ পুলিশ নিহত

নবি অবমাননাকারী দেশ ফ্রান্সে এবার তিন পুলিশ সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সহিংসতার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে।

এ ঘটনায় আরো অন্তত একজন আহত হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এএফপি এক প্রতিবেদনে বলছে, ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় পুই ডে ডোম এলাকায় বুধবার হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ৪৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পুলিশকে লক্ষ করে গুলি চালিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন হতাহতের বিষয়টি জানিয়েছে।

জানা গেছে, পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের কাছে সহায়তা চেয়ে ফোন করা হয়েছিল।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর তোপের মুখে পড়ে। ওই সময় একজন যুবক পুলিশকে লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। গুলিবিদ্ধ তিন পুলিশ ঘটনাস্থলেই মারা গেছে।

২৩শে ডিসেম্বর, ২০২০

ফ্রান্সে সবকিছুতে শ্বেতাঙ্গদের অগ্রাধিকার : ম্যাক্রো

কথিত সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানবতাবাদী ধর্মনিরপেক্ষদেশ ফ্রান্সে এবার ‘সব কিছুতে শ্বেতাঙ্গদের অগ্রাধিকার’। এমন বর্ণবাদী মন্তব্য করেছে দেশটির কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো।

ফরাসি সাংবাদমাধ্যম লা এক্সপেসকে দেয়া একক্ষাৎকারে ম্যাক্রো বলেন, আফ্রিকা থেকে উঠে আসা একজন ব্যক্তি বা একজন অভিবাসী ফ্রান্সে বসবাস করা নারী-পুরুষের চেয়ে শ্বেতাঙ্গরা খুব সহজেই বাসস্থান, চাকরি ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা পেয়ে থাকেন।

শ্বেতাঙ্গ হওয়ার কারণেই তারা এ বাড়তি সুবিধাটি পাচ্ছেন। বিশ্বব্যাপী যখন বর্ণবৈষম্যের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ আর নিন্দার ঝড়, এ সময় বর্ণবাদী এ মন্তব্য করে আবারও ফ্রান্সের আসল চেহারা প্রকাশ করেছে ইমানুয়েল ম্যাক্রো।

এর আগেও সে ধর্ম অবমাননাকারী মন্তব্য করে বিশ্বব্যাপী ধিকৃত হয়েছিল। শার্লি হ্যাবদো নামে ইহুদিদের একটি ম্যাগাজিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননাকর ছবি আঁকার ঘটনাকে সে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলেছিল।

ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক: ইন্দোনেশিয়াকে কয়েকশো কোটি ডলার ঘুষ দিতে চায় আমেরিকা

দখলদার ইসরায়েলর সাতে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইন্দোনেশিয়াকে কয়েকশো কোটি ডলারের সহযোগিতার নামে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা। ট্রাম্প যখন ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার শেষ মুহূর্তে দিনগুলো পার করছে, তখনও সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছে। চাপ সৃষ্টি করছে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সাতে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের উপর।

আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে ইন্দোনেশিয়ার ওপর নানা চাপ সৃষ্টি এবং প্রলোভন দেয়া সত্বেও জাকার্তা এ ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করে এসেছে।

আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বা ডিএফসি গত সোমবার ঘোষণা করেছে যে, ইন্দোনেশিয়া যদি ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ নেয় তা হলে তারা কয়েকশো কোটি ডলার পাবে। ডিএফসি হচ্ছে মার্কিন সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান যারা বিদেশে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যাডাম বোয়েলার পবিত্র জেরুজালেম আল-কুদস শহরের একটি হোটেলে এ ঘোষণা দেয়।

সে বলেছে, “আমরা বিষয়টি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সাথে কথা বলছি। যদি তারা প্রস্তুত হয় তাহলে আমরাও প্রস্তুত এবং আমরা তখন খুশি হব, এমনকি বর্তমানে আমরা যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করছি তার চেয়ে ইন্দোনেশিয়াকে আরো অনেক বেশি সহযোগিতা দেব।”

অ্যাডাম বোয়েলার আরো জানায়, ডিএফসি যদি ইন্দোনেশিয়াকে ১০০ বা ২০০ কোটি ডলারও দেয় তাহলে সে বিস্মিত হবে না।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলি গণমাধ্যম দাবি করেছিল যে, তেল আবিবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিচ্ছে জাকার্তা। তবে ইন্দোনেশিয়ার সরকার ওই খবর নাকচ করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যে-সব মুসলিম দেশে আমেরিকা ইসরায়েলর সাথে সম্পর্ক করতে চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু সেসব দেশের প্রধানরা সম্পর্ক করতে পারছেনা। কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা জানায়, মুসলিম দেশসমূহের নাগরিকদের ইহুদি বিরোধিতা ও ফিলিস্তিনের প্রতি গভীর টান। নতুবা এসব শাসকেরা ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কালবিলম্বও করতো না।

থেমে নেই সীমান্ত হত্যা, সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার গোবরাকুড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) এর গুলিতে মো. খায়রুল ইসলাম (৪৮) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে ভারত-বাংলাদেশ (পিলার নং-১১২৪-৫-এস) নো-ম্যানস ল্যান্ড অংশে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত মো. খায়রুল ইসলাম গোবরাকুড়া গ্রামের মৃত আব্দুল হেকিমের ছেলে।

জানা যায়, গোবরাকুড়া সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করতে গেলে ভারতীয় সীমান্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনী গাছুয়াপাড়া বিএসএফ'র টহলরত দল তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি করে। ঘটনাস্থল থেকে সঙ্গীয় ব্যক্তিরা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উলামায়ে কেরামের হাত ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিল কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া মহাবিদ্যালয়ে কুমারখালী নাগরিক পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত এক সমাবেশে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) এস এম তানভীর আরাফাত উলামায়ে কেরামের প্রতি নানা অশালীন বাক্য বলে তাঁদের হাত ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

সে বলেছে, মৌলবাদীদের এদেশে দরকার নেই। আমার বাবার জানাজা আমি নিজেই পড়াতে পারবো। আমি চারবার কুরআন খতম করেছি। নিয়মিত নামাজ পড়ি। সুতরাং দেশের সংবিধান মেনেই আপনাকে এদেশে থাকতে হবে।

সে উলামায়ে কেরামের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলেছে, মেধাহীনদেরকেই মাদ্রাসায় দেওয়া হয়। বিনা পয়সায় পড়ায় আর তাদের শুধু ব্রেইন উয়াশ করা হয়। তাঁরা আমাদের জমিনে থেকে

আমাদের পয়সার খায়। রাস্তায় টেবিল বসিয়ে চাঁদা তুলে। কুরবানির চামড়া, টাকা পয়সা দান করে আমরা কি সৃষ্টি করছি।

যদি সংবিধান না মানেন তাহলে আপনাদের জন্য তিনটি অপশন। ‘এক. উল্টাপাল্টা করবা হাত ভেঙে দেব, জেল খাটতে হবে। দুই. একেবারে চুপ করে থাকবেন, দেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না।

তিন. আপনার যদি বাংলাদেশ পছন্দ না হয়, তাহলে ইউ আর ওয়েলকাম টু গো ইউর পেয়ারা পাকিস্তান।’

তার কথাবার্তায় মনে হয় পুলিশি পোশাকে একজন উগ্র রাজনীতিবিদ। জনগণের রক্ত হিম হয়ে যাওয়া টেক্সের পয়সায় পরিচালিত পুলিশ কিভাবে এমন বক্তব্য দিতে পারে তা দেখে হতবাক দেশবাসী।

সীমান্তে নদী থেকে গরু ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ৬ দিন পর ঠাকুরগাঁওয়ের বলিয়াডাঙ্গী উপজেলার নাগরভিটা সীমান্তের নাগর নদী থেকে রমজান আলী (৩০) নামে বাংলাদেশি এক গরু ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে বালিয়াডাঙ্গী থানা পুলিশ নদীর বালু চর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি হাবিবুল হক প্রধান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রমজান আলী রানীশংকৈল উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের কাশিডাঙ্গা গ্রামের ভাতু মোহাম্মদের ছেলে।

নিহতের স্ত্রী মসলেমা খাতুন ও মামা শ্বশুর আব্দুল মান্নান জানান, রমজান গত বুধবার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। সকালে তার লাশ সীমান্ত নদীর বালু চরে দেখতে পায় স্থানীয়রা।

এবার বাংলাদেশি নারীকে গুলি করে হত্যা করল সন্ত্রাসী বিএসএফ

এবার সীমান্তে এক বাংলাদেশি এক নারীকে গুলি করেছে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)। গত সোমবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পাকুড়িয়া বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এর আগে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়ন সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে জাহিদুল ইসলাম নামের এক যুবক নিহত হন।

চারদিকে শুধুই ইসরায়েলি দখলদারিত্বের চিহ্ন

জুহেইল রাজাবির টেলিভিশনে চলে না কোনো চলচ্চিত্র বা সংবাদ। ঘরে থাকা টেলিভিশনের বিশাল স্ক্রিনজুড়ে আছে শুধু দশটি নজরদারি ক্যামেরার দৃশ্য। নিজের ঘরে বসে পরিস্থিতি নজরে রাখাই যেন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল রাজাবির। পূর্ব জেরুজালেমের সিলওয়ানে বাস রাজাবির। সিলওয়ান শহর তার সাবেক সৌন্দর্য হারিয়েছে। এখন সেখানে শুধুই ইসরায়েলি দখলদারিত্বের চিহ্ন।

বার্তা সংস্থা এএফপিকে ৪৯ বছর বয়সী রাজাবি বলেন, নিরাপত্তার জন্যই মূলত ওই নজরদারি ক্যামেরাগুলো কাজে লাগে।

ইহুদি সেটেলাররা যাতে তাকে উত্ত্যক্ত করতে না পারে, আর কিছু করলেও তার প্রমাণ যেন থাকে তাই ওই ক্যামেরাগুলো বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই এক টুকরো কাগজ প্রমাণ করে যে, ১৯৬৬ সালে আমার বাবা এই জমিটি কিনেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি আদালত এই প্রমাণ সম্পর্কে জানতে চায় না।’ তার হাতের কাগজটি মূলত জর্ডান কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা।

যখন জমিটি বিক্রি করা হয়েছিল তখন পূর্ব জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণ করত জর্ডান। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে জর্ডানের কাছ থেকে সেই নিয়ন্ত্রণ নেয় ইসরায়েল।

গত পাঁচ বছর ধরে রাজাবি তার জমি নিয়ে আইনি লড়াইয়ের মধ্যে আছেন। তার আইনি লড়াই তিন ইসরায়েলি ইজহাক রালবাগ, আব্রাহাম শেফারম্যান ও মরডেকাই জারবিভের বিরুদ্ধে। এই তিন ইহুদি আবার রাব্বি মোসে বেনভেনিস্তি নামের একটি ট্রাস্টের হয়ে এই মামলায় লড়ছেন রাজাবির বিরুদ্ধে। বেনভেনিস্তি ট্রাস্ট দাবি করে যে, রাজাবির জমিটির মালিক আসলে তারা। এই দাবি প্রমাণে তারা ১৯ শতকে অটোমান সাম্রাজ্যের ইস্যু করা একটি দলিল উত্থাপন করে। ১৯২০ সালে ব্রিটিশদের সীমান্ত ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত পূর্ব জেরুজালেম ছিল অটোমানদের অধীনে।

ট্রাস্টটির দাবি, রাজাবির জমিতে বাস করতেন এক ইয়েমেনি ইহুদি। ১৯২৯ এবং ১৯৩৬ সালের যুদ্ধে আরবদের হাতে উচ্ছেদ হয়েছিলেন ওই ইহুদি। ১৯৭০ সালে ইসরায়েল জমি অধিগ্রহণ প্রশ্নে একটি আইন পাস করে। ওই আইনের অধীনে ১৯৪৮ সালের আগে ও পরে হারানো সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে বলা হয় ইহুদিদের। ওই আইন বলেই ট্রাস্টটি রাজাবির জমির দখল চাইছে।

আজ আবার আদালতে মুখোমুখি হবেন রাজাবি ও রালবাগ-শেফারম্যান। এমন এক স্থানে রাজাবির জমি যেখান থেকে আল আকসা ও সাউদার্ন ওল্ড সিটি ওয়াল দেখা যায়।

রাজনৈতিকভাবে রাজাবির জায়গাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এর দখল চাইছে ইসরায়েল। অথচ রাজাবি বলছেন, ১৯৬০ সাল থেকেই তারা ওই স্থানে বাস করছেন। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ একাধিকবার অর্থ সেধেছে রাজাবিকে জমি বিক্রির জন্য। শুধু অর্থই নয়, ফিলিস্তিনের অন্য কোনো স্থানে বিলাসবহুল বাড়ি করে দেওয়ার প্রস্তাবও দেয় ইসরায়েল। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি রাজাবি।

সিলওয়ানে রাজাবির এই ঘটনা খুব সাধারণ বিষয়। এমন অনেক জমিই দখল করতে চাইছে ইসরায়েল। কোথাও জোর খাটিয়ে, কোথাও আইনি প্যাঁচ খাটিয়ে চলছে জমি দখল। সেই

দখলকৃত জমিতে সাধারণ ইসরায়েলিদের বসতি গড়ে দিচ্ছে তেলআবিব। ওই ইসরায়েলিদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সব দায়িত্ব নিচ্ছে ইসরায়েলি প্রশাসন।

ইসরাইলি স্পাইওয়্যার দিয়ে আলজাজিরার সাংবাদিকদের আইফোন হ্যাক

৩৭ জন সাংবাদিকের আইফোন সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। তাদের অধিকাংশই কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরায় কর্মরত।

রবিবার এক প্রতিবেদনে সিটিজেন ল্যাব জানায়, আইমেসেজের ত্রুটি কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা সাংবাদিকদের আইফোন হ্যাক করে। ফোনগুলোর পাসওয়ার্ড, মাইক্রোফোন অডিও এবং ছবিতে প্রবেশ করে।

তবে ঠিক কী কারণে এ হ্যাকের ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে এখনও পরিষ্কার হওয়া যায়নি।

ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোর এই গবেষণা ল্যাবের অনুসন্ধানে ধারণা করা হচ্ছে, সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত থেকে এই সাইবার হামলা চালানো হয়েছে। হ্যাকিংয়ে ইসরায়েলি কোম্পানি এনএসও গ্রুপের স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

হ্যাকিংয়ের শিকার রানিয়া দ্রিদি জানান, নারী অধিকার, সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত নিয়ে সমালোচনার কারণে তিনি হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে মনে করছেন। এ সাংবাদিক আল আরাবিতে কর্মরত।

তবে অ্যাপল জানায়, সিটিজেন ল্যাবের কাজ স্বাধীনভাবে তদন্ত করে দেখার সুযোগ নেই তাদের। তবে ব্যবহারকারীদের সবসময় আইওএসের সর্বশেষ সংস্করণ ইনস্টল করার পরামর্শ দেওয়া হয় বলে আরও জানায় কোম্পানিটি।

নওগাঁয় মাদকসহ কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি আটক

নেশা জাতীয় ৩৯টি অ্যাম্পল ইঞ্জেকশনসহ নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলায় মাসুদুর রহমান ফারুক (২০) নামে এক কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতিকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে পত্নীতলা ১৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসএম নাদিম আরেফিন সুমন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানায়।

আটক ফারুক একই উপজেলার বীরগ্রামের আতোয়ার রহমান বিদ্যুতের ছেলে। সে ধামইরহাট সরকারি এমএম কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি।

তাকে সময় নেশা জাতীয় ৩৯টি অ্যাম্পল ইঞ্জেকশন ও একটি মোটরসাইকেলসহ ফারুককে আটক করা হয়।

আল-কায়েদার হামলায় ফরাসী ট্যাঙ্ক ধ্বংস, হতাহত কতক সৈন্য

মালিতে ফ্রান্সের একটি সামরিক ট্যাঙ্কে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ট্যাঙ্কটি ধ্বংস এবং কতক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির 'গাও' শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক ট্যাঙ্ক টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। বরকতময়ী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে দেশটির সিংহভাগ অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' (JNIM)। মুজাহিদদের ধারণা হচ্ছে, এই হামলায় কতক ক্রুসেডার ফরাসি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অপরদিকে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও শত্রু মিডিয়াগুলি এখন অবধি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযানের বিষয়ে কোন তথ্য প্রকাশ করে নি, কেননা ক্রুসেডার ফ্রান্স বিশ্ববাসির কাছ থেকে সর্বদা আফ্রিকায় মুজাহিদদের হাতে নিজেদের পরাজয়ের সংবাদ গোপন করার চেষ্টা করে আসছে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৬১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ৬টি প্রতিরক্ষামূলক টাওয়ার বিজয়

আফগানিস্তানের একাধিক স্থানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে তালেবান। এতে অন্ততপক্ষে ৬১ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের পুলখামারী জেলার তাজকান এলাকায়, মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি চৌকিতে অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করেনেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় চৌকিতে অবস্থানকারী ১০ সৈন্য মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় এবং কতক সৈন্য আহত হয়। একই জেলার আরওয়ান্দ শহরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে রাতের বেলায় লেজার বন্দুক দিয়ে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কমপক্ষে ২০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ঐদিন রাতে দারাহ-সোফ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে এক গোয়েন্দা ও এক কমান্ডারসহ ৫ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো ৪ সৈন্য।

অপরদিকে লোঘার প্রদেশে দু'টি স্থানে মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ৯ কাবুল সৈন্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি রেঞ্জার গাড়ি ও একটি ট্যাঙ্ক।

এমনিভাবে ২১ ডিসেম্বর দুপুর ১:৪০ মিনিটের সময় ফারাহ প্রদেশের কেন্দ্রীয় ফারাহ রোড জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা লক্ষ্য করে দীর্ঘক্ষণ অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ জেলাটির ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক টাওয়ার দখলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৮ সৈন্য। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ প্রচুরসংখ্যক গনিমত লাভ করেন।

শরিয়ার ছায়াতলে | এক ব্যক্তির উপর কিসাসের বিধান কার্যকর

সোমালিয়ায় এক ব্যক্তির উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যে 'আওইয়াস আরবু মুহাম্মদ" নামক একজন শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে 'আবদুল্লাহ আবদ ওসমান' নামক অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। পরে মাকতুলের পরিবার হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালতে এবিষয়ে বিচার দায়ের করে।

অতঃপর, স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামি আদালত কাতেলের উপর শরয়ি হদ 'কিসাস' এর বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে। সর্বশেষ গত ১৯ ডিসেম্বর মুজাহিদগণ জনসম্মুখে কাতেলের উপর শরয়ি হদ বাস্তবায়ন করেন।

তালেবান কর্তৃক ২৫০টি দরিদ্র পরিবারে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আফগানিস্তানের চক জেলায় ২৫০টি অভাবী পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে তালেবান।

তালেবান জানিয়েছে যে, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক কমিশনের প্রধান, মৌলভী সিবাঘাতুল্লাহ খাত্তাব হাফিজাহুল্লাহ্'র তত্ত্বাবধানে, গত ২১ ডিসেম্বর ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের চক জেলায় ২৫০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে যে, এই বিতরণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে আটা, চাল, তেল এবং কিছু অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী। ইতিমধ্যে জেলার অন্যান্য অভাবী পরিবারগুলোতেও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

আল-আকসা প্রাঙ্গণে ফিলিস্তিনি তরুণকে গুলি করে হত্যা

এবার আল আকসা মসজিদের প্রবেশদ্বারে এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ইহুদি সেনারা।

দখলদার ইসরায়েল গণমাধ্যমের দাবি, নিহত ফিলিস্তিনি যুবক একজন ইহুদি অফিসারকে আহত করেছিল। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

ঘটনার স্থান থেকে একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে যে, ইসরায়েলি সেনারা যুবকটিকে ধাওয়া করে ফাঁকা ময়দানে এনে তাঁকে গুলি করে। ভিডিওতে একজন ইহুদি সেনাকেও আহত অবস্থায় নিয়ে যেতে দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঘটনার পরে আল-আকসা মসজিদের ভিতরে থেকে দু'জন মুসল্লীকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এরপর এশার নামাজের শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়া মুসল্লীদের উপরও হামলা চালায় এবং মসজিদটি বন্ধ করে দেয় ইহুদিরা।

২২শে ডিসেম্বর, ২০২০

ভারতে কথিত 'লাভ জিহাদে'র অভিযোগ এনে একই পরিবারের ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ভারতে কথিত 'লাভ জিহাদে'র অভিযোগে একই পরিবারের ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দেশটির উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এর মধ্যে ৬ জন জেলে এবং ৫ জন এখনো গ্রেফতারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। তাদের ধরতে ২৫ হাজার রুপি পুরষ্কার ঘোষণা করেছে মালাউন পুলিশ।

প্রায় একমাস আগে ২১ বছর বয়সী এক যুবতী দিল্লির এক মুসলিম যুবককের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। এ বিষয়ে উত্তর প্রদেশের ইথা পুলিশ ওই মুসলিম যুবকের পুরো

পরিবারের সদস্যদের নামে ওই যুবতীকে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ এনে ধর্মান্তরিতকরণ বিরোধী নতুন আইনে মামলা করে এবং ৬ জনকে জেলে পাঠায়।

গত সপ্তাহে ২৫ বছর বয়সী মোহাম্মদ জাভেদ এবং তিনজন মহিলাসহ পরিবারের ১০ জনকে আসামী করে জ্বলেশ্বর থানায় মামলা করা হয়েছিলো। জাভেদ এবং আরো ৪জন আত্মীয়কে এখনো গ্রেফতার করার জন্য হয়রানি করছে।

এই ৫ জনকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ ২৫ হাজার রুপি পুরষ্কার ঘোষণা করেছে।

এ বিষয়ে ডিএসপি রাম নেওয়াজ সিং বলেছে, এফআইআরে জাভেদ এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দ-বিধির ৩৬৬ ধারায় (অপহরণ এবং বিয়েতে বাধ্য করার অভিযোগ) মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া উত্তর প্রদেশের ধর্মীয় অধ্যাদেশ মতে, অবৈধভাবে ধর্মান্তরিত করারও অভিযোগ আনা হয়েছে।

সূত্র:টাইমস অব ইন্ডিয়া।

দুবাইয়ে আমিরাতি রাজপরিবারের জন্য ইহুদিদের প্রার্থনা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে একটি ইহুদি স্কুল উদ্বোধনে করা হয়েছে। উদ্বোধনের পর দেশটির রাজপরিবারের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

গত ২০ ডিসেম্বর দখলদার ইসরালের একজন শীর্ষস্থানীয় ইহুদি যাজক স্কুলটি উদ্বোধন করে। পরে আমিরাতের রাজপরিবারের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে।

টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ইৎজাক ইউসেফ নামের ওই যাজক গত বৃহস্পতিবার আমিরাতে পৌঁছান।

কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত এই যাজকের কোনো আরব দেশে এটিই প্রথম সফর। আবুধাবিতে নতুন একটি ইহুদি উপাসনালয়ও উদ্বোধন করে সে।

ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় টুইটার অ্যাকাউন্ট ‘ইসরায়েল ইন অ্যারাবিক’ থেকে দুবাইয়ের নতুন স্কুল উদ্বোধনের বিভিন্ন ছবি প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

প্রথম আরব দেশ হিসেবে ইহুদিবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে ভিসামুক্ত ভ্রমণ চুক্তি রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের। আমিরাতের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ইহুদি রাষ্ট্রটিতে ভ্রমণ করতে পারে।

আমিরাতি হোটেলগুলোতে ইহুদিদের খাবারের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। আবুধাবির সব হোটেলের প্রতি এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয়।

ঢাকার বস্তিতে রহস্যঘেরা ৩১ অগ্নিকাণ্ড

রাজধানীর মিরপুরে পল্লবীর তালতলা বস্তিতে আগুনে নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন গার্মেন্টকর্মী রাজিয়া খাতুন। গত সোমবার দুপুরে বস্তিতে যখন আগুন লাগে তখন তিনি এবং তার স্বামী রিকশাচালক হামিদুল ছিলেন বাইরে।

খবর পেয়ে ফিরে এসে দেখেন সব পুড়ে ছাই। শুধু রাজিয়া দম্পতি নয়, বস্তিতে লাগা আগুনে প্রতিনিয়তই নিঃস্ব হচ্ছেন হতদরিদ্র এই মানুষগুলো। তবে বস্তিতে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ অজানাই থেকে যাচ্ছে।

কিছুদিন পরপর বস্তিতে আগুন লাগাকে নিছক দুর্ঘটনা বলতে রাজি নন অনেকেই। তারা বলেন, এর পেছনে অনেক স্বার্থ লুকিয়ে থাকার বিষয়টিও গুরুত্ব দিতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স বলছে, সর্বশেষ পল্লবীর তালতলা বস্তির আগুন নিয়ে এ বছর রাজধানীতেই ৩১টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গত ২৪ দিনের ব্যবধানে ঘটেছে ৪টি অগ্নিকাণ্ড।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব আগুন নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন ও কানাঘুষা রয়েছে। প্রতিটি আগুন লাগার পর একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তা কখনও আলোর মুখ দেখে না।

ফলে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ অজানাই থেকে যাচ্ছে। এর পেছনে কোনো রাঘববোয়াল থাকলেও তারা সামনে আসছে না।

বস্তির চাঁদাবাজি নিয়েও অনেক ঘটনা ঘটছে। গত বছরও রাজধানীর বিভিন্ন বস্তিতে ৩১টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। কোনো কোনো বস্তিতে প্রতিবছরই নিয়ম করে আগুন লাগে।

বস্তিবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বস্তিতে আগুন নিছক দুর্ঘটনা নয়, এগুলো পরিকল্পিত। উচ্ছেদ করতেই এসব আগুন লাগানো হয়। মহাখালীর সাততলা বস্তিতে পাঁচ বছরে ৬ বার আগুন লাগে।

সবশেষ গত ২৫ নভেম্বর সাততলা বস্তিতে আগুন লাগে। এর পরদিন ২৬ নভেম্বর মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লায় এবং ওইদিন রাতেই মিরপুরের বাউনিয়াবাদ এলাকার বস্তিতে আগুন লাগে। ওই আগুনে কয়েকশ' মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেছিলেন, বস্তিগুলোতে স্বার্থান্বেষী মহলের আগুন লাগানোর অভিযোগ বহুদিনের। এটিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের হিসাব বলছে, গত বছর সারা দেশে ২৪ হাজার ৭৪টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে বস্তিতেই ১৭৪টি।

এর মধ্যে ঢাকায় ৩১টি, চট্টগ্রামে ৪৬টি, বরিশালে ২টি এবং রংপুরে সর্বোচ্চ ৯৫টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে। এতে ক্ষতির পরিমাণ ৭ কোটি ৩৩ লাখ ১২ হাজার টাকা।

ঢাকায় সর্বোচ্চ ৫ কোটি ২১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়। চট্টগ্রামে ক্ষতি হয় ৩৭ লাখ ৩৮ হাজার, বরিশালে ১ লাখ ২৫ হাজার, রংপুরে ১ কোটি ৭৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়।

জানা গেছে, দেশের ২৪ জেলার ২৯ শহরে ৪৫ হাজার বস্তি আছে। এর মধ্যে টঙ্গী ও সাভারে বস্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বস্তিগুলো ৫ হাজার একর সরকারি জমির ওপর গড়ে উঠেছে।

বস্তি সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এগুলো শুধুই দুর্ঘটনা নয়। অনেক সময় স্বার্থান্বেষী মহল জায়গা দখলের জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

গত নভেম্বরে মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লায় আগুন লাগার পর ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালে সরকারি জমিতে এই বস্তি ওঠে।

এর আগেও এ জায়গা দখলে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় নিতে পারেনি। বস্তির বাসিন্দাদের কারও কারও অভিযোগ স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

প্রায়ই তিনি লোক মারফত বস্তি ছেড়ে লোকজনকে চলে যেতে বলেন। এর আগেও একবার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। বস্তির জমি বেচাকেনার ঘটনাও ঘটেছে।

রোহিঙ্গা মুসলিম নারীদের দুর্দশা

ধরুন আপনি কোন শরণার্থী শিবিরে আছেন যেখানে নিরাশা, খাবারের অভাব, অন্যের বোঝা হয়ে থাকার হীনমন্যতা অনুভব করবেন না- তাই কখনো হয়! এছাড়া পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়া, মৃত্যু ঝুঁকি, ধর্ষণ বা পাচার হওয়ার ভয় সর্বদা আপনাকে গ্রাস করবে। অথবা কয়েক মাস সমুদ্রের পানিতে ভেসে থেকে এমন কারো কাছে পৌঁছাতে চাইছেন যিনি আপনার স্বামী, কিন্তু তাকে আপনি কোনদিন দেখেনও নি- কেমন হবে আপনার মনের অবস্থা একবার কল্পনা করেন তো! জানি এমন একটা দৃশ্য আপনি কখনো মনে করতে চাইবেন না। কিন্তু এমনসব অনিশ্চিয়তা এবং ভয়ের মধ্যে দিয়ে এক একটি দিন পার করছেন বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে থাকা কয়েক লাখ রোহিঙ্গা নারী। আজ তাদের জীবনে নিজস্ব, পছন্দ বলে নেই কোন শব্দ।

এই সব নারী মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর চালানো নৃশংস অত্যাচার থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে অবস্থান করছেন। কিন্তু সেখানেও তারা যেন এই নির্মম বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা এএফপি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা নারীদের এমনই দুর্দশার গল্প শুনিয়েছেন স্থানীয় রোহিঙ্গা নারীরা।

ক্রমবর্ধমান ও জনাকীর্ণ শরণার্থী শিবিরগুলোতে নারীদের অবস্থার এমন অবনতি হওয়ায় রোহিঙ্গা বাবা-মা তাদের মেয়েদেরকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা মালেশিয়ায় অবস্থান করা পুরুষদের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করছেন। অনেক সময় মোবাইলে বা ভিডিও অ্যাপ ব্যবহার করে এই বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। তবে এই বিষয়ে নারীদের খুব কমই কথা বলা জায়গা থাকে।

এই বিবাহের সম্পর্কটাকে বাস্তবে রূপ দিতে মোবাইলে কথা বলার পাশাপাশি স্বামীর কাছে পৌঁছাতে ভয়ঙ্কর সমুদ্র পথে ভ্রমণেরও সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এ বিষয়ে জান্নাত আরা নামের এক রোহিঙ্গা নারী বলেন, বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকলেও, তাদের কাছে আমাকে খাওয়ানো জন্য একটি অতিরিক্ত মুখ হিসাবে দেখা হতো। তাই তারা আমাকে কুয়ালালামপুরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নূর আলমের সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলেন এবং আমাকে তার কাছে পাঠানোর জন্য ভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছিল। আমি ছাড়াও আরো সাতজন ভাইবোন রয়েছে আমার। আমার পরিবার বেঁচে আছে মাসে দু’বার করে পাওয়া ২৫ কেজি চাল ভাগাভাগি করে।

পরিবারের চাপাচাপিতে পরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে জান্নাতের মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে হয়। পরবর্তীতে তাকে তার স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে চাপ আসতে থাকে এবং এ সময় তিনি বেরিয়ে পড়েন স্বামীর খোঁজে। জান্নাত আরাও লাখো রোহিঙ্গাদের একজন, যারা রাষ্ট্রহীন এবং বৈধভাবে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না। তাদেরকে এমন স্বামীর উপর বিশ্বাস রাখতে বাধ্য করা হয়েছে, যাদেরকে তারা চেনে না বা জানেন না। তাদেরকে পৌঁছে দেয়ার জন্য পাচারকারীদের টাকাও দিয়েছিলেন। জান্নাতকে পাঠানোর গোপন পথটা এমন ছিল, প্রথমে তাকে রিকশায় করে বন্দরে নেয়া হয় এবং একটি জরাজীর্ণ একটি

ট্রলারে তোলা হয়। কিন্তু মালয়েশিয়া সরকার এই অবৈধ প্রবেশে বাধা দেয়। দীর্ঘ দুটি মাস সমুদ্রে ভেসে এবং বহু মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখার পর যে জায়গা থেকে শুরু করেছিল আবার সেই জায়গায় ফিরে আসেন বলে জানান রোহিঙ্গা শিবিরে বসবাসকারী ২০ বছর বয়সী জান্নাত।

পারিবারিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন করা রোহিঙ্গাদের একটি ঐতিহ্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে যৌতুক প্রথা প্রচলিত। স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো সেই যৌতুক পরিশোধ করতে হিমশিম খায়। এ জন্য তারা ভার্চ্যুয়াল বিয়ের মধ্য দিয়ে এর সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে।

মাত্র ১৮ বছর বয়সী সোমুদা বেগমকে বিয়ের জন্য খুব বেশি বয়সী বলে মনে করেন তার আত্মীয়স্বজন। বিয়ের জন্য শরণার্থী শিবিরে কয়েকটা পরিবার থেকে প্রস্তাব এলেও তারা প্রচুর অর্থ যৌতুক দাবি করছিলো। যেটা তার গরিব বাবার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি বলে জানান সোমুদা বেগম। তার ভাষায়- তাই পরিবার থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আমাকে ভার্চ্যুয়াল বিয়ে দিয়ে মালয়েশিয়া পাঠিয়ে দেয়াটা ভালো হবে। মোহাম্মদ লেদুর ১১ সন্তানের মধ্যে সোমুদা একজন। বিয়ের আগে সোমুদাকে তার সম্ভাব্য স্বামীর একটি ছবি দেখানো হয়। আর বিয়ে ওই ভিডিওকলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে মোবাইল স্ক্রিনের এক পাশে একজন ইমাম এবং অপরপাশে তার স্বামী বন্ধুদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

সোমুদা বলেন, মা এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আমার অনেক বয়স হয়েছে গেছে এই কথাটি শুনতে শুনতে হতাশায় ভুগতে শুরু করি। যেখানে আমার বলার কিছুই ছিলো না। তাই এই বিয়ের পর থেকে আমি কিছুটা আনন্দ অনুভব করি যে, অবশেষে এই বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে নিজের একটি পরিবার শুরু করতে পারবো।

সোমুদার পিতা লেদু ৩০ হাজার টাকায় একটি দালালচক্রের সঙ্গে চুক্তি করেন- যারা তাকে মালয়েশিয়ায় নিয়ে যাবে। এরপর দালাল সোমুদাকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয়। তবে শেষ পর্যন্ত সোমুদা মালয়েশিয়ায় তার স্বামীর কাছে পৌঁছাতে পারেনি। গন্তব্য থেকে সরে এসে তারা দুই মাস সমুদ্রে ভাসতে থাকে এবং একসময় বাংলাদেশি

কোস্টগার্ড বাহিনী তাদের উদ্ধার করে। লেদু বলেন, আমরা ভেবেছি সোমুদার তার স্বামীর সাথে সুখে সংসার করছে। কিন্তু এটা শুধু আমাদের স্বপ্নই ছিলো। এখন ওই দালালরা টাকা ফেরতও দেবে না কোনদিন।

বেসরকারি সংস্থা আরাকান প্রজেক্টের পরিচালক ক্রিস লেওয়া বলেন, বৌদ্ধ প্রধান দেশ মিয়ানমার ২০১৭ সালে প্রায় ১০ লাখ সংখ্যালঘু মুসলিমদের সামরিক নৃশংসতার মাধ্যমে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিলো। এরাই বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে জীবনধারণের কঠিন যুদ্ধে। এই পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। এই অবস্থা থেকে বের হতে মানবপাচার গোষ্ঠীটি রোহিঙ্গাদের নৌপথে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে নারীপাচারকে তাদের অন্যতম পন্থা হিসেবে নিয়েছে বলেও জানান ক্রিস লেওয়া।

রোহিঙ্গা নারীদের জীবনে এখন আর পছন্দ অপছন্দ বলে কোন বিকল্প নেই। তাদেরকে তাদের পরিবারের চাপে অল্প বয়সে বিয়ে করতে হচ্ছে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চিত সমুদ্র যাত্রায় নামতে হচ্ছে। শিবিরের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে এবং যৌনকর্মী হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। এই নারীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। নেই তাদের কোন স্বপ্ন।

সূত্র: মানবজমিন

২১শে ডিসেম্বর, ২০২০

বেলজিয়ামে আইন করে ‘হালাল মাংস’ বন্ধ

বেলজিয়ামের একটি আইন বহাল রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষ আদালত। এ রায়ের ফলে মুসলমান মধ্যে দেখা দিয়েছে সংশয়।

বেলজিয়ামের ওই আইনে বলা হয়, জবাই করার আগে প্রাণীকে বৈদ্যুতিক শক দিতে হবে। ২০১৭ সালে বেলজিয়ামের ফ্লান্ডার্স অঞ্চল এ আইন প্রণয়ন হয়। গত বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষ আদালত জানায় যে, এই আইনকেই বহাল রাখার পক্ষে তারা।

কিন্তু জবাইয়ের আগে শক দিয়ে মারলে সেই প্রাণীকে হালাল বা কোশার পণ্য হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা, তা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। এই আইনের বিরুদ্ধে ২০১৭ সাল থেকেই সরব ছিল ইহুদি ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সংগঠন। তারা জানান, কোনো প্রাণীর মাংস হালাল বা কোশার হতে গেলে সেই প্রাণীকে আগে শক দেওয়া যাবে না।

কিন্তু আদালতের মত, বেলজিয়ান আইনটি বহাল রাখাই সঠিক, কারণ ধর্মে প্রচলিত আচারকে এই আইন সম্পূর্ণভাবে খারিজ করছে না। একই সঙ্গে, এই শক দেওয়াতে আংশিকভাবে ধর্মচর্চায় বিঘ্ন ঘটবে, তা স্বীকার করে আদালত।

তবে এ রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বেলজিয়ামের প্রাণী অধিকার সংস্থা গ্লোবাল অ্যাকশন ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ অ্যানিমেলস।

‘কাশ্মিরে সামরিক বসতি নির্মাণ করছে ভারত’

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মিরে অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের আবাসনের জন্য সামরিক বসতি নির্মিত করা হচ্ছে। গতকাল রোববার আজাদ কাশ্মিরের প্রেসিডেন্টের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এ খবর নিশ্চিত করা হয়। খবর ডেইলি সাবাহ।

বিবৃতিতে মাসুদ খান বলেন, জম্মু-কাশ্মিরের ভূখণ্ডকে নিজেদের উপনিবেশ হিসেবে প্রস্তুত করার অংশ হিসেবে ভারত এই জমি দখলের নীতি অনুসরণ করছে। কাশ্মিরে প্রথম সৈনিক কলোনী তৈরির জন্য ভারত ইতোমধ্যে বড়গ্রাম জেলায় ২৫ একর কৃষিজমি চিহ্নিত করে তা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে মাসুদ খান তার বিবৃতিতে বলেন, কাশ্মিরিদের হত্যাকারী অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের আবাসনের জন্য প্রথম এক সামরিক বসতি নির্মিত হতে যাচ্ছে। কাশ্মিরের মাটিতে ভারতের এরূপ কলোনি তৈরির চেষ্টা এর আগে স্থানীয়দের বাধার মুখোমুখি হয়েছে।

সাইয়েদ আলী গিলানীর নেতৃত্বের কাশ্মিরি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা ভারতের এই পদক্ষেপকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানান তারা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্যা প্রিন্ট বেনামী এক সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, নতুন তৈরি হতে যাওয়া এই কলোনিতে অবসরে যাওয়া সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আবাস তৈরি করা হবে। এছাড়া সেনাবাহিনীর মৃত সদস্যদের পরিবারের জন্যও এখানে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

দ্যা প্রিন্টের সংবাদে বলা হয়, অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের জন্য এই কলোনি তৈরির প্রক্রিয়া এ বছরের অক্টোবর থেকে শুরু করা হয়। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের প্রথম সুবিধাভোগী হবে জম্মু ও কাশ্মিরের স্থানীয় সাবেক সেনাসদস্যরা।

সোমালিয়া | প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে শহিদী হামলা, ১৪ সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা নিহত, আহত কয়েক ডজন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ সোমালি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার লক্ষ্যে, তার কনভয় টার্গেট করে সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন। এতে ১৪ সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন সৈন্য ও সরকারি কর্মকর্তা।

'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' হারাকাতুশ শাবাবের একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র শাইখ আব্দুল আজিজ আবু মুস'আব হাফিজাহুল্লাহ্ এর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার, মধ্য সোমালিয়ার জালাকায়ো শহরের একটি স্টেডিয়ামে দেশটির মুরতাদ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ

হুসাইন রুবেলী ও তার দলীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সিনিয়র সেনা অফিসাররা বৈঠকের উদ্দ্যেশ্যে একত্রিত হচ্ছিল। আর ঠিক তখনই হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ বীরত্বপূর্ণ একটি শহিদী হামলা পরিচালনা করেন। যার ফলে সিনিয়র ৫ সেনা অফিসার ও ১ সরকার দলীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং আরো ৯ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য, প্রধানমন্ত্রীর দেহরক্ষী ও সরকার দলীয় কর্মকর্তা। তবে মৃত্যু কূপের একেবারেই কিনারে এসে অল্পের জন্য তখন বেঁচে গেছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী, সুরক্ষামন্ত্রী, সেনা প্রধান, পুলিশ প্রধান এবং পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ আরো কিছু মুরতাদ কর্মকর্তা।

এই বরকতময়ী হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে, দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর ২১ নাম্বার বিগ্রেডের কমান্ডার জেনারেল আব্দুল আজিজ গোজি দাকারি এবং তার সহকারী কর্নেল আহমেদ বার্লাভ। আরো রয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালীয় স্পেশাল (বানক্রুফ্ট) ফোর্সের কমান্ডার কর্নেল মুখতার আব্বী আদম এবং তার সহকারী কমান্ডার মার্শো মেরী। এছাড়াও নিহতদের মধ্যে রয়েছে পোন্টল্যান্ড প্রশাসনের মেয়র ইয়াসিন টৌমী। এই লোক ইতি পূর্বে ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছিল।

তদন্তের নামে তামাশা, অন্ধকারে কমিটির সুপারিশ

বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনার পর গঠিত প্রায় ৯০ ভাগ তদন্ত কমিটির সুপারিশ আলোর মুখ দেখে না। ফলে প্রতিবেদনগুলোতে যে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয় তার বাস্তবায়ন হয় না। নেয়া হয় না কারও বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। এতে অবস্থারও তেমন উন্নতি হয়নি।

অসাবধানতার কারণে ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা, ঝরছে প্রাণ। বাকি ১০ শতাংশ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেও দায়ীদের ৮ ভাগকে সাময়িক বরখাস্তের মতো সাজা দেয়া হয়। আর ২ শতাংশকে করা হয় বরখাস্ত। তবে এ ২ ভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিরীহ কর্মচারী।

কিন্তু উপরের দিকে কারও বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। অনেক সময় তদন্ত রিপোর্টগুলোই অসৎ ঊর্ধ্বতনদের আত্মরক্ষা এবং অবৈধ অর্থ আয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, গত ১ যুগে ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় ৯ শতাধিক। এসব দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা ট্রেনযাত্রী (সঙ্গে টিকিট থাকতে হবে) ছিলেন কিনা-তা নিয়ে শুরুতেই চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

পরিচয় মিললে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হয় ১০ হাজার টাকা। স্বজনদের এ টাকা পেতে দুই অঞ্চলে দৌড়ঝাঁপে খরচ হয় ৬-৭ হাজার টাকা। রেলের ভুলে যাদের প্রাণ যাচ্ছে- তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিবার হাতে পাচ্ছে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা।

ফলে অনেকেই এ টাকা নিতে আগ্রহ দেখান না। অভিযোগ উঠেছে, না নেয়া ক্ষতিপূরণের টাকা রেলের অসাধু কর্মকর্তারা অনেক সময় ভাগবাটোয়ারা করে নেয়।

রেলের সূত্র জানায়, গত ১ যুগে লাইনচ্যুতসহ ছোট-বড় মিলে প্রায় সাড়ে আট হাজার দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনায় কোথাও একটি বা সর্বোচ্চ তিনটি পর্যন্ত তদন্ত কমিটি হয়েছে। সব মিলে কমিটি হয়েছে নয় হাজার।

সব কমিটিই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কিন্তু ৯০ ভাগ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। রিপোর্টগুলো অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়েছে।

সুপারিশগুলোর বড় অংশে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াসহ রেলের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ীদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনকে সাময়িক বরখাস্ত করে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে।

ঘটনার কয়েক মাস পরই এদের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর বাইরে আর তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই।

রেলের একাধিক কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, তদন্ত রিপোর্ট ঘিরেও অবৈধ বাণিজ্যের নজির আছে। কমিটি যাদের দায়ী করে তাদের অনেকেই ঊর্ধ্বতন অসাধু কর্মকর্তার কাছে ছুটে যান নিজেকে রক্ষার জন্য।

সঙ্গে নেন মোটা অঙ্কের টাকা। যা দুর্নীতিবাজ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার হাতে তুলে দিয়ে শাস্তি কমিয়ে আনেন। ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটলেও দায়ী ব্যক্তিকে নাম মাত্র সাজা দিয়ে পরিস্থিতি ধামাচাপা দেয়ার অনেক নজির আছে বলে তারা জানান।

তদন্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও আছে নানা ধরনের অভিযোগ। নিজস্ব লোকজন দিয়েই অধিকাংশ সময় কমিটি গঠন করা হয়। যাতে ঊর্ধ্বতনকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাঁধে দায় চাপানো হয়। বাস্তবেও এমন ঘটনা দেখা গেছে।

ঘটনার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে অধস্তনকে।

২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় মুখোমুখি দুই ট্রেনের সংঘর্ষে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন দেড় শতাধিক যাত্রী- যাদের অনেকে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন।

একই বছর ২৪ জুন সিলেটে আন্তঃনগর উপবন এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হন। ওই দুই দুর্ঘটনায় গঠিত তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু ট্রেনচালক ও সহকারী চালকসহ ৫ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ওই দুই দুর্ঘটনায় পূর্বাঞ্চল রেলের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীসহ রেলপথ ও মেকানিক্যাল দফতরের প্রকৌশলী-কর্মকর্তারাও দায়ী। কিন্তু রিপোর্টে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

তবে সিলেট-কুলাউড়া রেলব্রিজে ট্রেন দুর্ঘটনায় পূর্বাঞ্চল রেলের তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী ও মেকানিক্যাল প্রধান প্রকৌশলীকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৯ সালের সংঘটিত লাইনচ্যুতসহ ছোট-বড় প্রায় ২৩শ' দুর্ঘটনার মধ্যে মাত্র ২২টিতে ৩১ জনের বিরুদ্ধে শাস্তির বিবরণ পাওয়া গেছে।

এর মধ্যে ১৪ জনকে শুধু তিরস্কার করা হয়েছে। সতর্ক ৪ জন এবং বরখাস্ত করা হয়েছে ৪ জনকে। ৫ জনের বিরুদ্ধে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

দায়ী করা হয়নি ৪ জনকে। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্ঘটনাগুলোতে প্রায় ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এত প্রাণ গেলেও সব দোষীর শাস্তি নিশ্চিত করা হয়নি।

যাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ট্রেন চালক, সিগন্যালম্যান, ওয়েম্যান, গার্ড এবং চতুর্থ শ্রেণির কিছু কর্মচারীর নাম রয়েছে।

একাধিক ট্রেনচালক জানান, ইচ্ছে করলেই কোনো ট্রেনচালক, গার্ড, মাঠপর্যায়ে থাকা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারেন না।

রেলপথ, লেভেলক্রসিং, রেলব্রিজ চরম জরাজীর্ণ- এসবের দায়িত্বে যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন- তারাই এমন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় মহানগর গোধূলি এবং চট্টলা এক্সপ্রেসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক যাত্রী আহত হন।

ওই দুর্ঘটনায় রেলওয়ের পক্ষ থেকে তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী একজন চালককে বরখাস্ত করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাউকে দায়ী করা হয়নি।

কিন্তু সেই দুর্ঘটনার কারণ এবং প্রকৃতপক্ষে দায়ীকে তা অনুসন্ধান করেন বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একাধিক শিক্ষক।

অনুসন্ধান রিপোর্ট রেল বিভাগে জমাও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রিপোর্টে যেসব কারণ, প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, তার কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি।

অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ের এক মহাপরিচালক যুগান্তরকে জানান, রেলে যেসব দুর্ঘটনা হচ্ছে তার কারণগুলোর মধ্যে জরাজীর্ণ রেলপথ এবং আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাওয়া রেল ইঞ্জিন ও কোচ এবং বৈধ-অবৈধ লেভেলক্রসিং অন্যতম।

এছাড়া দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ রেলপথ, ইঞ্জিন, কোচ ও লেভেলক্রসিং মেরামতে চরম দুর্নীতি হয়। এসব রক্ষণাবেক্ষণে রেলে একটি চক্র গড়ে উঠেছে।

নামমাত্র যন্ত্রাংশ লাগিয়ে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট অসৎ কর্মকর্তারা।

ইতোমধ্যে রেলের একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ প্রায় ৪০ জন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি তাদের সুপারিশসহ রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু দায়ীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

সূত্র: যুগান্তর

চীনে দাস হিসেবে ব্যবহার করছে উইঘুর মুসলিমদের

শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের দিয়ে দাসত্ব করাচ্ছে চীন। বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম এর তথ্যসূত্রে জানা যায়, উইঘুর মুসলিমদের বিভিন্ন খাতে কাজ করতে বাধ্য করছে চীনা নাস্তিক্যবাদী সরকার। কাজ না করলে প্রেরণ করা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

অন্যদিকে, এই অভিযোগ সামনে আসার পর আঙুল উঠেছে বিশ্বের প্রথম সারির কয়েকটি জুতো ও পোশাক প্রস্তুতকারক সংস্থার দিকেও।

এ ব্যাপারে মার্কিন গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর গ্লোবাল পলিসি সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা বিবিসিও। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

২০১৮ সালে পাঁচ লাখ ৭০ হাজার উইঘুর মুসলিমকে তুলা চাষে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের দিয়ে জোর করে কাজ করানো হতো। তবে যে কায়দায় তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা আধুনিক শ্রমিক অধিকারের বিরোধী। প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, তাদের সাথে মূলত দাসের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল।

শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের সাথে চীন প্রশাসনের এমন আচরণ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই সরব অনেক অধিকাররক্ষাকারী সংস্থা। সম্প্রতি জার্মানির নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ব্যাপারে চীনের সমালোচনা করেছিল। তবে দাসত্বের বিষয়টি এবারই সামনে এলো।

গোটা বিশ্বের শতকরা ২০ শতাংশ তুলা উৎপাদন হয় চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে। চীন এই তুলা রফতানি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। শিনজিয়াং প্রদেশের তুলা কিনে নেয় অ্যাডিডাস, নাইকে ও গ্যাপের মতো সংস্থাগুলো। তবে অধিকাররক্ষাকারী সংস্থাগুলো বলছে, ওই সংস্থাগুলো এসব ব্যাপারে জেনেও চীনের কাছ থেকে তুলা কিনছে। অবিলম্বে তা বন্ধ করা উচিত।

২০শে ডিসেম্বর, ২০২০

সোমালিয়ায় আশ শাবাব মুজাহিদিনের ইস্তিশহাদী হামলা

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শহর গালকায়োতে সরকার দলীয় এক র‍্যালিতে মুজাহিদিন ইস্তিশহাদী বোমা হামলা চালিয়েছেন। হামলায় ১৪ জন মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে। দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ হুসেন রোবেল সেখানে আসার কিছুক্ষণ আগেই ঘটনাটি ঘটেছিল।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর)দেশটির একটি স্টেডিয়ামে প্রবেশপথে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে নিহতদের মধ্যে সোমালি সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চ পদস্থ অফিসারও রয়েছে। মুজাহিদগণ তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন।
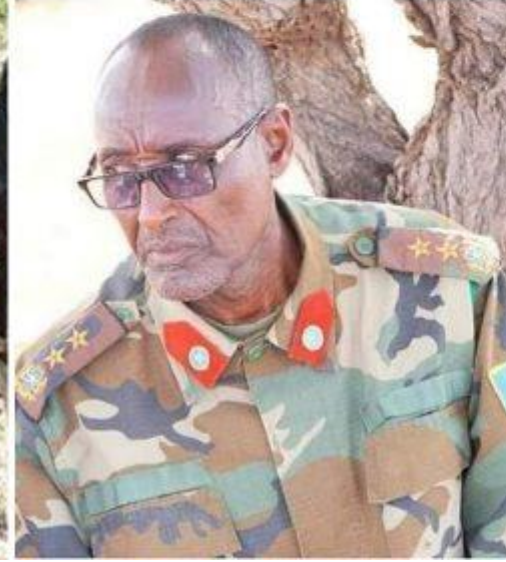
মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত সোমালি সেনাবাহিনীর ২১ নাম্বার বিভাগের কমান্ডার জেনারেল আবদুল আজিজ গোজি দাকারি এবং তার সহকারী কর্নেল আহমেদ বার্লাভ নিহত হয়েছে।

এছাড়া মধ্য অঞ্চলগুলিতে আমেরিকান প্রশিক্ষিত সোমালি বিশেষ বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল মুখতার আব্বী আদম এবং তার সহকারী ক্যাপ্টেন মার্শো মেরি নিহত হয়েছে।

তেমনিভাবে গ্যালাকাইওর সাবেক পোন্টল্যান্ডের মেয়র ইয়াসিন টৌমী নিহত হয়েছে। যে সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছিল। হামলায় প্রধানমন্ত্রীর কয়েক ডজন দেহরক্ষী ও তাঁর সাথে আসা অফিসাররা আহত হয়েছে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে মুরতাদ প্রধানমন্ত্রী।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের সামরিক মুখপাত্র শেখ আবদুল আজিজ আবু মুসাব হাফিজাহুল্লাহ হামলার দায় স্বীকার করেছেন, তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন: "গত শুক্রবার মুজাহিদিন গালকায়ো শহরে ইস্তিশহাদী হামলা করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল ধর্মত্যাগের শাস্তিস্বরুপ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা। ধর্মত্যাগী প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় সরকারের সিনিয়র অফিসার এবং আধিকারিকদের একত্রিত হওয়ার মাঝে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। এ অভিযানে ১৪ জন ধর্মত্যাগী নিহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে ৫ জন কর্মকর্তা ও তাদের রক্ষী ছিল।

সামরিক মুখপাত্র আরো বলেছেন: "ধর্মত্যাগী জেনারেলদের মধ্যে গোজি দাকারি, সে মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য পরিচিত, সে আগে আমেরিকান ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে কাজ করেছিল এবং এখন সে অ্যাওস্টেট আর্মির ২১ নাম্বার বিভাগের কমান্ডার ছিল।

সামরিক মুখপাত্র আরো বলেছেন: "এছাড়াও এই অভিযানে আমেরিকা এবং তার সহকারী দ্বারা প্রশিক্ষিত বাহিনীর কমান্ডার মুখতারকে হত্যা করা হয়েছে।

এই মুখতার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাচ্ছিল এবং মধ্যরাতে তাদের বাড়িতে হয়রানিমূলক অভিযান চালাত।

এই আক্রমণটিতে একই দিনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হারিয়ে সোমালি সরকার মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছে।

জয়পুরহাটে অবহেলার কারণে রেলক্রসিংয়ে ট্রেন-বাস সংঘর্ষ, নিহত অন্তত ১২ জন

জয়পুরহাটের পুরানাপৈল রেলক্রসিংয়ে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ট্রেনের সাথে বাসের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার দুপুর ১২টার দিকে রেলওয়ে হিলির ঊর্ধ্বতন সহকারী প্রকৌশলী বজলুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বজলুর রশিদ বলেন, পুরানাপৈল রেলক্রসিংয়ে তিনজন গেটম্যান পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করেন। গতকাল শনিবার সকাল সাতটার দিকে ট্রেন-বাস সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সময় নয়ন মিয়া রেলক্রসিংয়ের গেটম্যানের দায়িত্বে ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত শনিবার সকাল সাতটার দিকে জয়পুরহাট সদরের পুরানাপৈল রেলক্রসিংয়ে ট্রেনের সাথে বাসের সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হন। দুর্ঘটনার সময় রেলক্রসিংটির গেট খোলা ছিল এবং সংশ্লিষ্ট গেটম্যান ঘুমিয়ে ছিলেন বলে জানা গেছে। পার্বতীপুর থেকে রাজশাহীগামী উত্তরা এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে বাঁধন পরিবহনের একটি বাসের ওই সংঘর্ষ হয়। জয়পুরহাট থেকে পাঁচবিবি যাচ্ছিল বাসটি। বাসটি পুরানাপৈল রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায়।

মুজাহিদিন কর্তৃক কেনিয়ার একটি জেলা ও ঘাঁটি বিজয়, মেয়রকে বন্দী

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বীরত্বপূর্ণ একটি অভিযানের মাধ্যমে কেনিয়ার জামরি জেলা ও সামরিক ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন, জীবিত বন্দী করেছেন উক্ত অঞ্চলের মেয়রকে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন আজ ২০ ডিসেম্বর, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার ওয়াজির অঞ্চলের জামরি জেলায় ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে কয়েক ডজন ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদদের ভয়ে জেলাটির সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে শতাধিক ক্রুসেডার সৈন্য।

ক্রুসেডার সৈন্যদের পলায়নের পর মুজাহিদগণ উক্ত অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি ও জামরি জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন এবং তাকে ইসলামি ইমারতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জেলাটি বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলের মেয়র 'উমর আদম' কেও জীবিত বন্দী করেন মুজাহিদগণ।

অতঃপর, জনসম্মুখে মেয়রকে ধরে এনে বক্তব্য প্রদান করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

কেনিয়ার এলিলি গ্রাম ও পুলিশ ব্যারাক নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-কায়েদা

উত্তর-পূর্ব কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় তাঁরা এলিলি গ্রাম ও একটি পুলিশ ব্যারাক নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ ডিসেম্বর পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার উত্তর-পূর্ব মান্দিরা অঞ্চলের একটি গ্রামে ভারি অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। প্রথমে মুজাহিদগণ এলিলি নামক গ্রামে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর একটি পুলিশ ব্যারাক লক্ষ্য করে হামলা চালাতে শুরু করেন, দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জানতে পেরে ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা। এর মধ্য দিয়ে মুজাহিদগণ কেনিয়ার এলিলি গ্রাম ও একটি পুলিশ ব্যারাক ইসলামি ইমারতের অধীনস্থ করতে সক্ষম হন।

গ্রাম ও পুলিশ ব্যারাকটি বিজয়ের মুজাহিদগণ সাধারণ মানুষদের লক্ষ্য করে উক্ত এলাকায় একটি বক্তব্য দেন, যেখানে মুজাহিদ ও কুফফার বাহিনীর মধ্যকার পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে বার্ণনা করেন।

এদিকে উক্ত এলাকায় থাকা সরকারি যোগাযোগ মাধ্যম 'সাফারিকম' এর অধিদফতর গুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ।

পাকিস্তান | পুলিশ স্টেশনে টিটিপির হামলা, দুই পুলিশ সদস্য নিহত, আটক এক

পাকিস্তানের জাবাল এলাকায় পুলিশ স্টেশন নির্মাণকালে মুরতাদ পাক পুলিশ বাহিনীর উপর একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ২ সদস্য নিহত এবং এক পুলিশ সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে টিটিপির মুজাহিদিনরা ওড়কজাই এজেন্সির জাবাল

এলাকায় মুরতাদ পাক পুলিশ স্টেশন তৈরির সময় পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে দুই পুলিশ সদস্য নিহত এবং অপর এক পুলিশ সদস্যকে আটক করেছেন মুজাহিদগণ।

তিনি আরো জানান যে, গ্রেপ্তারকৃত পুলিশ সদস্যকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তদন্তের কাজ চলছে।

মালাউন প্রশান্ত কুমারের সাড়ে ৩হাজার কোটি টাকা পাচার

দুদক জানিয়েছে, 'এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদারের পাচার করা অর্থ সত্তর-আশিজন নারী-বন্ধুর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে মর্মে তদন্ত চলছে।'

রবিবার (২০ ডিসেম্বর) সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে দুদক আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান এ তথ্য জানায়।

তিনি বলেন, 'পিকে হালদারের গ্রেফতারি পরোয়ানা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইন্টারপোলে পাঠানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অর্থপাচারের বিষয়ে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি। দুদকের অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি, সে অবিবাহিত এবং অবিবাহিত থাকার সুবাদে পাচারের কোটি কোটি টাকা সত্তর-আশি গার্লফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে। আমরা সেসব অ্যাকাউন্টের বিষয়েও অনুসন্ধান করছি।'

প্রসঙ্গত, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকেই ১৫শ' কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে। এছাড়াও সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সে আত্মসাৎ করেছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে একের পর এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সময় গোপনে কানাডায় পাড়ি জমায়।

এদিকে আদালতের পূর্ব নির্দেশনা অনুসারে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার অগ্রগতি প্রতিবেদন, মামলার এফআইআর ও সম্পত্তি-অর্থ জব্দের আদেশ হাইকোর্টে উপস্থাপন করা হয়। পিকে হালদারের আত্মীয় পিপলস লিজিংয়ের সাবেক পরিচালক অমিতাভ অধিকারী এবং পিকে হালদারের সাবেক সহকর্মী ও পিপলস লিজিংয়ের সাবেক চেয়ারম্যান উজ্জ্বল কুমার নন্দীকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয়।

ম্যাক্রোঁকে অপছন্দ করে ৬০ ভাগ ফরাসিরাই

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে দেশটির ৬০ শতাংশ মানুষ অপছন্দ করে বলে একটি জরিপে উঠে এসেছে।

শুধু তাই নয়, ম্যাক্রোঁর সরকারের প্রধানমন্ত্রী জিন ক্যাসটেক্সকেও মানুষের অপছন্দ। অনলাইনের একটি জরিপে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। খবর ডেইলি সাবাহর।

ফেঞ্চ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ওপেনিয়ন নামে একটি সংস্থা এ জরিপ চালায়। ১৮ বছরের উর্ধ্বে ১ হাজার ৯৩৬ জনের ওপর এ জরিপ চালানো হয়।

জরীপ অনুসারে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে কোয়ারিন্টাইনে থাকা ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে দেশটির ৬০ ভাগ মানুষ পছন্দ করে না বলে জানিয়েছে।

আর ৫৯ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন তারা প্রধানমন্ত্রী জিন ক্যাসটেক্সেও অপছন্দ করে। গত বৃহস্পতিবার থেকে করোনায় আক্রান্ত ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

জরীপের আরেক ফলাফলে দেখা গেছে, প্রতি ১০ জন ফরাসির মধ্যে ৭জনই বিশ্বাস করে না ম্যাক্রোঁকে।

স্বামীর পরকীয়ায় বাঁধা দেয়ায় গৃহবধূকে হত্যা

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বৈরাগীগঞ্জের লক্ষণপাড়া গ্রামে স্বামীর পরকীয়া ও গোপনে দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা দেয়ায় নাসরিন বেগম (৩০) নামের এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীসহ তার পরিবারের লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশ তাদের খোঁজে মাঠে নেমেছে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, রংপুর নগরীর দমদমা লক্ষণপাড়া গ্রামের ইলিয়াছ মুনশির মেয়ে নাগরিন বেগম। তার সাথে পারিবারিকভাবে ৬ বছর পূর্বে মিঠাপুকুর উপজেলার তালেব মিয়ার ছেলে রাজু মিয়ার বিয়ে হয়। বিয়েতে মেয়ের পরিবার ২ লাখ টাকা যৌতুকসহ বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দেয়। এসব টাকা মাদক ও জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয় স্বামী রাজু মিয়া। পরে আবারও স্ত্রী ও তার পরিবারের কাছে যৌতুকের জন্য টাকা দাবি করে। যৌতুকের টাকা না পেয়ে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে।

এরই মধ্যে রাজু একই উপজেলার বদলীপুকুর গড়েরপাড় গ্রামের এক নারীর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকবার সালিশ-বৈঠক হয়। তারপরও রাজু বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গোপনে ওই নারীকে দ্বিতীয় বিয়ে করে। এতে নাসরিন বাধা দিলে তাকে নির্যাতন করে।

শুক্রবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে ঝগড়া হলে রাজু তাকে পিটিয়ে হত্যা করে ঘরের তীরে লাশ ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। পরে শনিবার সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

নিহতের পরিবারের দাবি, তাদের জামাই রাজু মাদকাসক্ত ছিল। বিয়ের পর থেকেই তাদের মেয়েকে নির্যাতন করত। বিভিন্ন নারীর সাথে তার পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি গোপনে এক নারীকে দ্বিতীয় বিয়ে করে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। পরে তাদের মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ঘরের তীরে লাশ ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। তারা এ ঘটনার কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২০

হবিগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন

হবিগঞ্জে অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে পাহাড়ি ছড়া থেকে বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। অব্যাহত এই বালু উত্তোলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। পাহাড়ি ছড়া ও খাল থেকে অপরিকল্পিত-অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে তিন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ ২০ সরকারি কর্মকর্তাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)।

নোটিশে পরিবেশ রক্ষায় ২৩টি সিলিকা ও সাতটি সাধারণ বালুমহালকে ইজারার তালিকা থেকে বাদ দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। বেলার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাঈদ আহমেদ কবীর গত ৯ ডিসেম্বর এ নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশ দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে নোটিশদাতাকে অবহিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি চুনারুঘাট উপজেলার অন্তর্গত দারাগাঁও গ্রামে সাম্প্রতিক সফরকালে এই প্রতিবেদক ড্রেজার ও লম্বা পাইপ ব্যবহার করে অবৈধভাবে সিলিকা বালু উত্তোলন করতে দেখেন।

দারাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম মিয়া জানান, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহায়তায় মেশিন ও ড্রেজার স্থাপন করে কৃষিজমি ও পাহাড়ি ছড়া থেকে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।

৪৫ বছর বয়সী রফিক মিয়া জানান, ব্যবসায়ীরা পৃষ্ঠের নিচের প্রায় ৩৫-৩০ ফুট বালু উত্তোলন করছিলেন। ফলে আশেপাশের কৃষি ও পার্বত্য জমি এবং খালগুলো ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) সিলেটের বিভাগীয় সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাহ সাহেদা আখতার বলেন, ‘হবিগঞ্জ সদর, বাহুবল, চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলায় চা-বাগান

ও রাবার বাগানের ভেতর দিয়ে অনেক ছড়া প্রবাহিত হয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বিভিন্ন ছড়া থেকে অপরিকল্পিতভাবে, অবাধে ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে। ছড়া ও ছড়ার পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে অপরিকল্পিতভাবে এ কার্যক্রম রোধে স্থানীয় এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন জানায়। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে তারা বালু উত্তোলন রোধে বেলার কাছে আবেদন জানায়। এলাকাবাসীর প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বেলার অনুসন্ধানী দল সরেজমিন পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়।'

তিনি জানান, নোটিশপ্রাপ্তরা হলেন-ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব; বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব; খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব; পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক; হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক; হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার; সিলেট বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক এবং হবিগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট ও মাধবপুর- এই চার উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার ভূমি ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও হবিগঞ্জ বাপার সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল বলেন, 'অপরিকল্পিত ও অননুমোদিতভাবে বালু উত্তোলনের ফলে ছড়াগুলোর নাব্য হারাচ্ছে, ছড়ার দুই পাড় ভেঙে পড়ছে। কোথাও কোথাও ছড়ার দুই পাশের কৃষিজমি এবং চা-বাগানের জমি কেটেও বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে ছড়ার পাড় সংলগ্ন কৃষিজমি, বাঁশঝাড়, গাছগাছালি ও বসতবাড়িও মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ফলে ভূমির শ্রেণির পরিবর্তন ত্বরান্বিত হচ্ছে।'

'এ ছাড়াও, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনে করছেন, জমির শ্রেণি পরিবর্তন অব্যাহত থাকলে কৃষিজমির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একইসঙ্গে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ব্যাপক হারে বাড়বে', বলেন তিনি

নোটিশে চিহ্নিত স্থান থেকে বালু উত্তোলন বন্ধ এবং ইজারা প্রদানের প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে একইসঙ্গে কৃষক, কৃষি ও কৃষিজমির ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তা আদায় করার দাবিও করেছে বেলা।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর উপ-পরিচালক মামুনুর রশিদ বলেন, ‘বিদ্যমান খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২-সহ বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ পন্থায় সিলিকা বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।’

পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেটের পরিচালক মো. এমরান হোসেন *দ্য ডেইলি স্টার*কে জানান, তিনি এখনো বেলার নোটিশ পাননি।

তিনি বলেন, ‘এখানে আমাদের কোনো কাযক্রম নেই। এটি জেলা প্রশাসক ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কেউ যদি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র চায়, সেক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।’

সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার।

ডেমু ট্রেন নিয়ে নানা জালিয়াতি

যাত্রীসেবার মান বাড়াতে এবং রেলকে আধুনিকায়ন করতে কেনা হয়েছিল ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) ট্রেন। এতে মানও বাড়েনি, আধুনিকতার ছোঁয়াও লাগেনি। বরং ডেমু ট্রেন কেনা থেকে শুরু করে মেরামতের নামে কর্মকর্তাদের পকেট ভারি হয়েছে। এটি পরিচালনা করতে গিয়ে রেলের লোকসানের বোঝা বেড়েই চলেছে। ৬৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কেনা ডেমু ট্রেন নিয়ে শুরুতেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। যে কারণে কয়েক মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায় ১০ সেট ট্রেন। এরপর বছরজুড়েই বিকল হতে থাকায় ডেমু ট্রেন মেরামতেও নানান জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে রেলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

ডেমু ট্রেন মেরামতে তিন ধরনের জালিয়াতির তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ডেমুর ইঞ্জিন মেরামতে মূল কোম্পানিকে বাদ দিয়ে স্থানীয় এক কোম্পানিকে কাজ দেয়া হয়েছে। আবার ইঞ্জিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে অন্য কোম্পানি থেকে যন্ত্রাংশ কেনা হয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তা বা ম্যানুয়ালও নেয়া হয়নি।

২০১১ সালে ৪২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ সেট ডেমু কেনার চুক্তি হয় চীনের তাংশান রেলওয়ে ভেহিকল কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে। এর সঙ্গে শুল্ক, কর, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, বিদেশ ভ্রমণ ও ভাতা সংযুক্ত করে সব মিলিয়ে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ায় ৬৫৪ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে দেশে আসে ট্রেনগুলো। বছরে ১০০ কোটি টাকা মুনাফা হবে এ যুক্তিতে ট্রেনগুলো কেনা হলেও এখন রেলের লোকসানের বোঝাই ভারী করছে ডেমু। এছাড়া প্রতিনিয়ত বিকল হয়ে পড়ছে ডেমুগুলো।

দুদকে জমা দেয়া অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ডেমুর ইঞ্জিন বিশেষ ধরনের, যেগুলোর মডেল নং-ডি২৮৭৬ এলইউই ৬২২। উচ্চগতিসম্পন্ন ভারী পরিবহনের জন্য খুবই আধুনিক ও উন্নতমানের ইঞ্জিন এগুলো। ইঞ্জিনগুলো তৈরি করেছে জার্মানির এমএএন গ্রুপ। এসব ইঞ্জিন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা, যা কখনও করা হয়নি। অথচ এমএএনের লোকাল অফিস বাংলাদেশেই আছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহোলিংয়ের জন্য ঢাকায় ওয়ার্কশপও স্থাপন করেছে কোম্পানিটি। বিদেশি প্রকৌশলী ও কারিগরীভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে সেখানে কাজ করানো হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, রেলওয়ের পক্ষ থেকে কখনও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি।

অভিযোগে বলা হয়, ওয়ার্কশপ ম্যানেজার ডিজেল ঢাকার অধীনে ২০১৭-১৮ সালে ঢাকায় ১০টি ও ২০১৮-১৯ সালে চট্টগ্রামে ৫টি ডেমুর ইঞ্জিন ওভারহোলিং করা হয়েছে বলে দেখানো হয়, যা বাস্তবে ধোয়া-মোছা ছাড়া আর কিছুই নয়। রেলওয়ের ক্রয়নীতি অনুসারে ডেমু ইঞ্জিন ওভারহোলিং করতে হলে মূল কোম্পানি এমএএনের প্রতিনিধি থাকতে হবে বা এমএএনের মাধ্যমে করাতে হবে, যা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আমলে নেয়নি।

বর্তমান মহাপরিচালক ও আরেকজন কর্মকর্তাকে এ কাজের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা নিয়মনীতি ভঙ্গ করে স্থানীয় এক কোম্পানিকে এই কাজ দেয়। অথচ তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞ নেই, নেই কোনো ওয়ার্কশপ। ওভারহোলিং করার কোনো যন্ত্রাংশও নেই। এছাড়া এমএএনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা গেছে, তাদের থেকে ওভারহোলিংয়ের জন্য কোনো খুচরা যন্ত্রাংশ কেনা

হয়নি, কোনো কারিগরি সহায়তা নেয়া হয়নি, ইঞ্জিন ওভারহোলিংয়ের কোনো ম্যানুয়ালও নেয়া হয়নি। তদন্তে জানা গেছে, ওভারহোলিং বলা হলেও বাস্তবে তেমন কোনো কাজ হয়নি।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, রেলওয়ের মহাপরিচালক বিভাগীয় টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লোকোমোটিভ ডিএমই লোকো ঢাকা ও চট্টগ্রাম, ডবিøউএম ডিজেল ঢাকা ও চট্টগ্রাম যৌথভাবে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ইঞ্জিনপ্রতি ৫৫ লাখ টাকা করে ওভারহোলিং বিল পরিশোধ করেছেন। মহাপরিচালক নিজস্ব ক্ষমতার কৌশলে এই অর্ডার দেন। এভাবে ১৫ ডেমুতে ৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা ইঞ্জিন ওভারহোলিংয়ের নামে লোপাট করা হয়। এ অর্থ মহাপরিচালক, বিভাগীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, লোকোমোটিভ ডিএমই, লোকো ঢাকা, লোকো চট্টগ্রাম, ডবিøউএম ডিজেল ঢাকা ও ডবিøউএম ডিজেল চট্টগ্রাম ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয়, ডেমুর জন্য বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহে মূল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাংশান ভেহিকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। তবে ডেমুর খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য ৩৮টি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করেছে রেলওয়ে। আর এসব যন্ত্রাংশ কেনায় কোনো ধরনের উš§ুক্ত দরপত্র আহবান করা হবে না। সীমিত দরপত্রের (এলটিএম) মাধ্যমে এসব কোম্পানি থেকেই ডেমুর যন্ত্রাংশ কেনা হবে। আবার ৩৮টি কোম্পানি বলা হলেও এগুলোর প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ৫-৬টি কোম্পানি। তারা নিজেদের কোম্পানির নামে ও বেনামে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এগুলো হলো- এমআরআর ইন্টারন্যাশনাল, দ্য কসমোপলিটান করপোরেশন, এআরএম ইঞ্জিনিয়ার্স, জেআর এন্টারপ্রাইজ, এমআরটি ইন্টারন্যাশনাল ও ফেরদৌস ইমপেক্স (প্রা.) লিমিটেড। এই কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে কার্টেল করে নিয়েছে ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে বহুগুণ মূল্যে জিনিস বিক্রি করছে।

এদিকে ডেমুর মূল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাংশান ভেহিকলকে লিস্টেড না করায় বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সঠিক দাম জানা যাচ্ছে না। তবে কেনা হচ্ছে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ। এক্ষেত্রে ডেমুর ট্র্যাকশন মোটর কেনার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, ট্র্যাকশন মোটরের মূল ম্যানুফ্যাকচারার যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইজেল সাপ্লাই ইনকরপোরেশন। কিন্তু যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী হিসেবে কানাডিয়ান ডিজেল ইমপেক্সকে রেল ইন্ডাস্ট্রিজ কানাডা

ইনকরপোরেশনের ডিস্ট্রিবিউটর দেখানো হয়েছে। বাস্তবে রেল ইন্ডাস্ট্রিজ কানাডা ইনকরপোরেশনের সঙ্গে ডিজেল ইমপেক্সের কোনো সম্পর্ক নেই। আর এ কোম্পানি ট্র্যাকশন মোটর তৈরিও করে না।

ডিজেল ইমপেক্সের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে এমআরআর ইন্টারন্যাশনালকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে বাস্তবে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিক একই। ফলে প্রকৃত ম্যানুফ্যাকচারার থেকে মালপত্র আনা সম্ভব হয়নি। এতে ট্র্যাকশন মোটর সম্পর্কিত ৪টি অর্ডার স¤প্রতি কমপ্লেইন পাওয়ার পরে রেল কর্তৃপক্ষ বাতিল করেছে। এর মধ্যে প্রথমটির অধীনে ১০টি, দ্বিতীয়টির অধীনে ১২টি, তৃতীয়টির অধীনে ১৪টি ও চতুর্থটির ১১টি ট্র্যাকশন মোটর কেনার কথা ছিল।

রেল কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখেছে, এখানে বিরাট অনিয়ম হয়েছে। তাই এ দরপত্র বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কাউকে এ বিষয়ে শোকজ করা হয়নি বা কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। অথচ এ চার অর্ডারের মাধ্যমে প্রায় ২৯ কোটি টাকা দুর্নীতির ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ডেমুর ১০টি এইচএমআই ডিসপ্লে কেনায় অনিয়মের উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে অভিযোগে। এতে বলা হয়, এইচএমআইয়ের প্রতিটির দাম সর্বোচ্চ দুই হাজার ডলার হলেও ৪৯ হাজার ৮০০ ডলারে তা কেনা হয়েছে। এতে প্রায় চার কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এছাড়া জাম্পার কেবল কেনা হয়েছে প্রতিটি চার হাজার ডলারে। যদিও এগুলোর দাম সর্বোচ্চ ২০০ ডলার।

তৃতীয় অভিযোগটি হলো, ডেমুর খুচরা যন্ত্রাংশ একবারে সংগ্রহ না করে ছোট ছোট লটে কেনা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১৭ সালের একটি দরপত্রের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ডেমুর জন্য ১২৭ লাইন আইটেম কেনার কথা ছিল। তবে তা একেবারে না কিনে এলটিএমের মাধ্যমে ৫-৬টি ভাগে কেনা হয়, যাতে সিসিএস নিজেই তা অনুমোদন করতে পারে। কারণ দরপত্রের মূল্য বেশি হলে তা অনুমোদনের ক্ষমতা সিসিএসের নেই। সেক্ষেত্রে দরপত্র অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠাতে হতো।

পাক মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপির বীরত্বপূর্ণ অভিযানের আকর্ষণীয় ভিডিও প্রকাশ

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের অফিসিয়াল 'ওমর মিডিয়া' সম্প্রতি ২৩ মিনিটেরও অধিক সময়ের আকর্ষণীয় একটি ভিডিও সিরিজের ৪র্থ পর্ব প্রকাশ করেছে।

ভিডিওটিতে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত মজলুম উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে মাইন হামলা ও মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলার দৃশ্য, পাশাপাশি গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে টিটিপির জানবায মুজাহিদদের দ্বারা মুরতাদ বাহিনীর উপর পরিচালিত অভিযানের হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও দেখানো হয়েছে।

ভিডিওটির আর্কাইভ লিংক:

https://archive.org/details/alkarraroon04

ভিডিওটির মূল ফাইল লিংক: (1.7GB)

https://archive.org/download/alkarraroon04/Alkarraroon04_Original_File.mp4

https://drive.google.com/file/d/1TlLUILrT2ESG4ZxIYIQfeluSJr5nwbei/view?usp=sharing

----

উচ্চগুণমানসম্পন্ন ভিডিও ডাউনলোড লিংক: (628 MB)

https://archive.org/download/alkarraroon04/Alkarraroon04_1080p.mp4

https://drive.google.com/file/d/1RPUwO6sbXck5FV9B1z8tSnkzWRpRtKN4/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/7iefxqe2fktmg03/Alkarraroon04_1080p.mp4/file

https://www.dropbox.com/s/mn42039rdsjlt8u/Alkarraroon04_1080p.mp4?dl=0

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ7vk8XZ6DhTS7kwyCuKQJO9gHRhtpGyel47

https://mega.nz/file/tvAgjDjD#dAC6lMLVPLntNLa3IxAqh8IEFP3z6hjJpUSXSqzY7cs

----

উচ্চগুণমানসম্পন্ন ভিডিও ডাউনলোড লিংক: (315 MB)

https://archive.org/download/alkarraroon04/Alkarraroon04_720p.mp4

https://drive.google.com/file/d/11on3bt2UDRomZ9kNHw-GnL9vkr9cNDDi/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/u4ljsckszrgjg0o/Alkarraroon04_720p.mp4/file

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZQak8XZiHBQEzwvMfQKaj7lM9AiyzTzfPby

https://mega.nz/file/U6IgFDaL#8oo6xGSJJPnBHYIe341QpvIidRNgmmclV-Nu7K6fLfU

মানসম্মত ভিডিও ডাউনলোড লিংক: (93 MB)

https://archive.org/download/alkarraroon04/Alkarraroon04_360p.mp4

https://drive.google.com/file/d/1jj0EbxtsiNEgjZP3A9f54Y27IODt413I/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/ns8k4nxy8e73k8o/Alkarraroon04_360p.mp4/file

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ9ak8XZ3KCnENfdxc8hfK1cuxmQeX1JJdPy

https://mega.nz/file/AmJiGDxJ#qKXSKzT2P8HuprK-gMY8XfUKNN6tydd8gbXfMVJ_BMs

----

মোবাইল কোয়ালিটি ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

(29 MB)

https://archive.org/download/alkarraroon04/Alkarraroon04_240p.mp4

https://drive.google.com/file/d/1MAmn0swzCk-xJ3fzF2LhDoaLEO0sHFYj/view?usp=sharing

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZAak8XZ6pq7ipO8O6f09EOnoljxF4Xg326k

https://mega.nz/file/J6AyCZYK#t_VCHnlm-KqYcp6T5c-HjHFeWapHMbHW7gDS0VS5r90

ফটো রিপোর্ট| বিশাল শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র বাহিনীর বিজয়

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল 'আল-কাতায়েব মিডিয়া ফাউন্ডেশন' কর্তৃক ১৩ মিনিটের একটি হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের আইল সেলেনি এলাকায় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ একটি হামলার ভিডিও চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে একজন আল্লাহ ভীরু বীর মুজাহিদ উক্ত ঘাঁটিতে শক্তিশালী গাড়িবোমার মাধ্যমে শহিদী হামলা পরিচালনা করেন। ইস্তেশহাদী মুজাহিদের নাম ছিল মুহাম্মদ মুজাম্মিল আবশার, যিনি হাসান নামে মুজাহিদদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। এরপর বাকি মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন।

তীব্র লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি ও উক্ত অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম হন। হামলার স্থানে মুরতাদ বাহিনীর ৪০ সৈন্যের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাকি হতাহত সৈন্যদের নিয়ে মুরতাদ বাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে। এদিকে বন্দী এক সৈন্যকে ঘাঁটিতে উপস্থিত সৈন্যের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর দেয়, "আমি যতদূর জানি ৩০০ সৈন্য"। ধারণা করা হচ্ছে যে, নিহত সৈন্যের সংখ্যা ঘাঁটিতে পড়ে থাকা সৈন্যদের আরো কয়েকগুণ হবে।

বিপরীতে এই অভিযানের সময় 'আল-কাতায়েব' মিডিয়ার একজন ফটোগ্রাফারসহ মোট ৬ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ভাইদের শাহাদাতকে কবুল করুন। আমিন।

ঘাঁটিতে মুজাহিদদের অভিযানের সময়কার ও বিজয়ের হৃদয় প্রশান্তিকর দৃশ্যাবলী দেখুন-

https://alfirdaws.org/2020/12/19/45167/

ফটো রিপোর্ট | নুসাইরীদের অবস্থানে মুজাহিদদের হামলার দৃশ্য

আল-কায়েদা সমর্থক শামের মুজাহিদ গ্রুপ 'জামা'আত আনসার আল-ইসলাম' এর মুজাহিদিন কুখ্যাত শিয়া-নুসাইরী বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন। হামলাটির কিছু দৃশ্য 'আল-আনসার মিডিয়া' প্রকাশ করেছে।

https://alfirdaws.org/2020/12/19/45164/

১৮ই ডিসেম্বর, ২০২০

লক্ষ্মীপুরে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়ে ছাই মাদরাসা কমপ্লেক্স ও এতিমখানা

লক্ষ্মীপুরে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে এক এতিমখানার খাবারঘরসহ আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর) ভোর ৩ টা ৪৫ মিনিটে সদর উপজেলার আলহাজ্ব মাওলানা আহম্মদ উল্লাহ ছাহেব মাদরাসা কমপ্লেক্স ও এতিমখানাতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

মাদ্রাসা শিক্ষক ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, ভোররাত ৩টা ৪৫ মিনিটে প্রতিদিনের মতো মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠেন। এসময় খাবার ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেন তারা। এর আগে মাদরাসার বাইরে অজ্ঞাত মানুষের কথাবার্তাও শোনা যায়। পরে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় শিক্ষকরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে মাদরাসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ মোহাম্মদ মনির হোসেন চন্দ্রগঞ্জ থানা পুলিশকে আগুনের বিষয়টি অবহিত করেন। দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হতে পারে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি, আতঙ্কে রাস্তায় রাজধানীবাসী

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। কম্পনের তীব্রতা মাঝারি হলেও লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভয়ে অনেকেই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে তীব্র কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি ও তার আশেপাশের এলাকায়।

দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভূগর্ভের ৭ দশমিক ৫ কিলোমিটার গভীর থেকে কম্পন ছড়িয়ে পড়ে। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪ দশমিক ২।

দিল্লির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় দিল্লিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে সাধারণ মানুষ। তবে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দিল্লি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরুগ্রামেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ভারতের পাঁচটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে দিল্লি চতুর্থ সর্বোচ্চ অঞ্চলে রয়েছে। ভূমিকম্পের জন্য দিল্লি সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। তবে ভূমিকম্পের উৎসস্থল হিসেবে দিল্লিকে খুব একটা দেখা যায় না। মধ্য এশিয়া বা হিমালয় অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে তার প্রভাবে নড়েচড়ে ওঠে দিল্লি।

জাতীয় রাজধানীর আশপাশে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ১০ অক্টোবর, বুলন্দ শহরে। রিখটারে তার তীব্রতা ছিল ৬ দশমিক ৭। ১৯৬৬ সালের ১৫ আগস্ট মোরাদাবাদে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৮। এই দুটি এলাকাই পড়েছে উত্তর প্রদেশে।

গত কয়েক মাসে একাধিকবার ভূমিকম্প হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর, দিল্লিসহ উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে। এপ্রিল মাস থেকে এক ডজনের বেশি কম্পন অনুভূত হয়েছে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায়।

ভূমিকম্প বিষয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতামত হল, অধিক অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ধরনের গযব দিয়ে মানব জাতিকে সতর্ক করেন। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

অর্থাৎ "স্থলে বা সাগরে যে সব ফাসাদ বা অনিয়ম ও বিশৃংখলা প্রকাশ পায় তা মানুষের হাতের কামাই।" **(আল-কুরআন, সূরা রুম, আয়াত:৪১)**

বিহারে গরুচোর সন্দেহে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ভারতের বিহারের পাটনার ফুলওয়ারিশরিফ এলাকায় গরুচোর সন্দেহে মোহাম্মদ আলমগীর (৩০) নামে এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বুধবার ভোরে আলমগীর ও তার এক সঙ্গী গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে সন্দেহ করে স্থানীয়রা। চোর সন্দেহে তাদেরকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন তারা। এতে হতচকিত হয়ে পড়েন আলমগীর। কিছু বলার আগেই স্থানীয়রা মারধর শুরু করে।

এ সময় আলমগীরের সঙ্গে থাকা আরেকজনকেও মারধর করতে থাকে। তবে তিনি কোনো রকমে পালিয়ে যান। ক্ষুব্ধ জনতার রোষের শিকার হন আলমগীর। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। পরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন আলমগীর। এরপর তাকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় উত্তেজিত গোপূজারীরা।

পরে গুরুতর জখম অবস্থায় আলমগীরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঋণের বোঝা সইতে না পেরে পত্রিকায় কিডনি বিক্রির বিজ্ঞাপন কাশ্মীরি যুবকের

ঋণে জর্জরিত হয়ে নিজের কিডনি বিক্রি করতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কাশ্মীরি এক মুসলিম যুবক।

বিজ্ঞাপনে সাবজার আহমেদ খান (২৮) নামে ওই কাশ্মীরি যুবক লিখেছেন, ‘নব্বই লাখ রুপির ঋণের বোঝা আমার মাথায়। এ অবস্থায় বিষয়টি বেআইনি জেনেও নিরূপায় হয়ে কিডনি বেচার বিজ্ঞাপনটি দিতে হয়েছে।’

এভাবে কিডনি বা শরীরের যেকোনো অঙ্গ বিক্রি করা ভারতে নিষিদ্ধ। এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচারও আইন সম্মত নয়।

জানা যায়, শ্রীনগরভিত্তিক একটি কাশ্মীরি পত্রিকায় তিনি সোমবার (১৪ ডিসেম্বর) কিডনি বিক্রির ওই বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপন দেখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ জন তার সঙ্গে কিডনি কেনার জন্য যোগাযোগ করেন বলে জানা গেছে। কাশ্মীরের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা অনন্তনাগের নুসু গ্রামের বাসিন্দা সাবজার আহমেদ খান নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট ভারতের সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার পর থেকে কর্মসংস্থান হারিয়ে সাবজারের মত বহু যুবক মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা অন্যদিকে অন্যায়মূলক লকডাউনের ফলে জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়েছে। এর ফলে তার ৯০ লাখ টাকা ঋণ হয়ে যায় সাবজারের। এসব কারণে দিশেহারা হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত কিডনি বেচার সিদ্ধান্ত নেন।

সূত্র: *আরব নিউজ*।

উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতনের তদন্ত করতে চায় না আন্তর্জাতিক আদালত

চীনে উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, বন্দীসহ নানা নির্যাতনের বিষয়ে তদন্তের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।

গত ১৫ ডিসেম্বর চীনের বিরুদ্ধে উইঘুর মুসলিম গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ তদন্তের আবেদনে অস্বীকৃতি জানানোর বিষয়টি প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা আল জাজিরা ও নিউইয়র্ক টাইমস।

খবরে বলা হয়, গত জুলাইয়ে উইঘুর নাগরিকরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চীনের বিরুদ্ধে মুসলিম নির্যাতনের প্রমাণ সম্বলিত একটি বিশাল নথি উত্থাপন করেন। এতে বলা হয়, চীন এক মিলিয়নেরও বেশি উইঘুর মুসলিম নাগরিকদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটক, ধর্ষণ,

নারীদের জোরপূর্বক স্টেরিলাইজিং বা বাচ্চা জন্মদানের ক্ষমতা নষ্টসহ নানা ধরনের মানবতাবিরোধী নির্যাতন করে যাচ্ছে।

এই বিষয়ে আইসিসির কাছে জানতে চাওয়া হলে আইসিসির প্রসিকিউটর ফ্যাটিউ বেনসুদার জানায়, তারা চীনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেবে না। কারণ চীনের বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আরোপিত হয়েছে, তা সংঘটিত হয়েছে সেদেশের ভূখণ্ডে। আর চীন হেগ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সাক্ষরিত রাষ্ট্র নয়।

আইসিসি জানায় , আঞ্চলিক অপরাধ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাক্ষরিত রাষ্ট্র হওয়ার যে পূর্বশর্ত রয়েছে তা গুরুতর অভিযোগের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অসম্মানজনকও বটে।

ফ্যাটিউ বেনসুদার পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, তাজিকিস্তান ও কম্বোডিয়া থেকে উইঘুর নাগরিকদের জোর করে চীনে পাঠিয়ে দেওয়ার পৃথক পৃথক যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা আমলে নেয়ারও কোনো ভিত্তি নেই।

উইঘুর অভিযোগকারীরা আইসিসির কাছে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এই যুক্তিও প্রদর্শন করেছিলেন যে, চীনের ভূখণ্ডে সংঘটিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইসিসি অক্ষম হলেও, তাজিকিস্তান ও কম্বোডিয়া অঞ্চলে উইঘুরদের নির্যাতনের ব্যাপারে আইসিসি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। কেননা, তাজিকিস্তান ও কম্বোডিয়া উভয়ই আইসিসির সাক্ষরিত ও সদস্য রাষ্ট্র।

আইসিসির আইনজীবী কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, উইঘুরদের পক্ষে আইনী লড়াই চালানো আইনজীবীরা নতুন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের অভিযোগটি পুনর্বিবেচনা করতে আইসিসিকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কমিউনিস্ট চীন নিজেদের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করছে। দাবি করা হয়েছে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পটি মূলত উইঘুরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও চাকরি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। বলা হয়েছে, এটি উইঘুরদের কঠোর ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিরিয়ে চীনা

সংস্কৃতিতে আনার লক্ষ্যে গড়ে তুলা একটি পুনঃশিক্ষা কেন্দ্র। অথচ, বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে ওঠে এসেছে এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের উপর চৈনিক নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী। সেখানে চীন সরকার উইঘুর মুসলিমদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করছে। উইঘুর মুসলিমদের উপর চীন সরকারের এমন অমানবিক নির্যাতনের ব্যাপারে আজ মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা নিশ্চুপ, কথিত আন্তর্জাতিক আদালতও মাজলুমের পক্ষে কথা বলছে না।

ফিলিস্তিন | পিটিয়ে হত্যা করা হলো ২ সন্তানের পিতাকে

দখলীকৃত পশ্চিম তীরের জেরুজালেমে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা বুধবার দিন এক ফিলিস্তিনিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের তথ্যসূত্রে পাওয়া খবর, গত ১৬ ডিসেম্বর নিজকাজে কর্মরত অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাঁকে। নিহত ব্যাক্তির নাম আব্দুল-ফাত্তাহ ওবিয়াত। ৩৭ বছর বয়স্ক এই পিতার দুজন কন্যা সন্তান রয়েছেন।

নিহত ফিলিস্তিনির পরিবার জানান, অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের একটি বিল্ডিংয়ের কাছ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় তার ঘাড়, নাক ও শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ফিলিস্তিনে ইহুদিদের নির্যাতন এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত দখলদার ইসরায়েল অন্যায় ও নির্যাতন করেই যাচ্ছে। এসব নির্যাতনের জন্য ইসরায়েলকে কথিত জাতিসংঘের সামনে কোনো প্রকার বিচারের মুখোমুখি হতে হয় না। বরং, জাতিসংঘের ছত্রছায়াতেই গড়ে ওঠেছে দখলদার ইসরায়েল রাষ্ট্র।

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২০

আফগানিস্তানে তুর্কি সেনা মিশনের মেয়াদ ১৮ মাস বাড়ানোর দাবি এরদোয়ানের

সেক্যুলার তুর্কি প্রজাতন্ত্র গত বুধবার সংসদে প্রস্তাব দিয়েছিল যে, ন্যাটো-নেতৃত্বাধীন মিশনের অংশ হিসাবে আফগানিস্তানে যেন তুর্কি বাহিনীর মিশন আরো ১৮ মাস বাড়ানো হয়।

আফগান ভিত্তিক 'আযম টিবি' তুরস্কের একটি দৈনিক সংবাদ মাধ্যম 'সাবাহ'র বরাত দিয়ে বলেছে যে, প্রস্তাবটি নিয়ে আগামী ১৮ ডিসেম্বরের পর সংসদে পুনরায় আলোচনা শুরু হবে। ক্রুসেডার ন্যাটোর কৌশলগত সহায়তা মিশনকে বাস্তবায়ন করতে, আফগানিস্তানে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীকে নিত্যনতুন প্রশিক্ষণ, সামরিক বাহিনীকে সজ্জিত করণ এবং সর্বাত্মক সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে তালেবানদের বিরুদ্ধে কাবুল বাহিনীকে একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত করাই হচ্ছে তুর্কি বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।

তুরস্কের সেনারা ২০০৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ক্রুসেডার ন্যাটো বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসাবে এখানে অবস্থান করছে। বর্তমানে তুর্কি বাহিনী রাজধানী কাবুল ও ময়দানে-ওয়ার্দাক প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও এখানে প্রতিষ্ঠিত সেক্যুলার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে।

'সাবাহ' এর ভাষ্যমতে, তুর্কি সেনারা বর্তমানে যুদ্ধ পরিচালনায় জড়াচ্ছে না, তবে কাবুল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, সহায়তা ও পরামর্শের কাজটা নিষ্ঠার সাথে পালন করছে।

পত্রিকাটির মতে, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে এমন আইন করা হয়েছিল যাতে ন্যাটো-নেতৃত্বাধীন মিশনকে সহায়তা করার জন্য সরকার আফগানিস্তানে আরো সেনা প্রেরণ করতে পারে। ২০১৫ সালে প্রথম পাস করা এই বিলটিতে সরকারকে ক্রুসেডার সেনাদের তুরস্কের মাধ্যমে আফগানিস্তান সহ অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রবেশ করে হামলা চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

তুরস্কের সেক্যুলার রাষ্ট্রপতি রেসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আফগানিস্তানে তুরস্কের সেনা মিশনের মেয়াদ বাড়ানোর আহ্বান এমন একটি সময় জানিয়েছে, যখন ক্রুসেডার আমেরিকা তালেবানদের সাথে চুক্তি করে আগামী বছরের বসন্তের মধ্যে সমস্ত বিদেশী সেনাদের আফগান ত্যাগের নির্দেশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়া থেকেও ক্রুসেডার আমেরিকা নিজেদের সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে এরদোয়ানের সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত সেখানে সেনা বৃদ্ধি করছে। মুজাহিদদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

https://ibb.co/q7tf24h

ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসবে আমিরাত ও বাহরাইনের যোগদান

সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের নাগরিকরা ইহুদিদের 'হানুক্কাহ' উৎসবে যোগ দিয়েছে। জেরুসালেমের ওয়েস্টার্ন ওয়ালের কাছে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে ইহুদিরা এ উৎসব শুরু করে।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম এর তথ্যসুত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ১৫ ডিসেম্বর ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ফেসবুক পেইজে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়, যেখানে দেখা গেছে ঐতিহ্যবাহী উপসাগরীয় ড্রেস পরে কিছু লোক ইহুদি উৎসবে যোগদান করেছে।

এতে বলা হয়েছে, প্রথমবারের মতো আরব আমিরাত ও বাহরাইন থেকে আগত পর্যটকরা ইসরায়েলে এসে ইহুদিদের মোমবাতি প্রজ্বালন করছে।

ইসরায়েলি গণমাধ্যমের মতে, এ উৎসবে ইসরায়েলি ধর্মীয় নেতা, সেনা অফিসার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউলি ইডেলস্টেইন এবং ১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি আগ্রাসনে যোগ দেয়া এক প্রবীন

সৈনিকও যোগ দেয়। এছাড়া আমিরাত ও বাহরাইনের একজন করে কূটনৈতিক প্রতিনিধিও উৎসবে যোগ দিয়েছে।

ইহুদিরা ১০ ডিসেম্বরকে হানুক্কাহ উৎসবের তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং উৎসবটি আটদিন ধরে চলবে।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে বাহরাইন এবং আমিরাত ফিলিস্তিনিদের সাতে গাদ্দারি করে দখলদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফিলিস্তিনিসহ গোটা মুসলিম জাতি এ চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেছে। চুক্তিটিতে ফিলিস্তিনের স্বার্থকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আদতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

https://ibb.co/CBjKvg7

https://ibb.co/mSJVWp1

খোরাসান | এক মাসে ১৬৫৭ জন কাবুল সেনার তালেবানে যোগদান

তালেবানরা বলছে যে এ বছরের নভেম্বরে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ১৬৫৭ জন কাবুল সরকারী কর্মকর্তা তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। যারা স্পষ্টভাষায় কাবুল সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন কর্তৃক একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে, তালেবান সরকারের দাওয়াহ বিভাগ ও স্থানীয় মুজাহিদদের প্রচেষ্টায় সামরিক বাহিনীর এসব সদস্যরা সত্যতা বুঝতে পেরেছেন। তাই তারা দুর্নীতিবাজ কাবুলের গোলাম সরকারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। সরকারি বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেছেন।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, যোগদানকারী সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, রেডিও, যানবাহন এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদও নিজেদের সাথে নিয়ে আসেন এবং তা ইসলামি ইমারতের মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

মুজাহিদদের সাথে যোগ দেওয়া সামরিক বাহিনীর এসব সদস্যরা ইমারতে ইসলামীয়া-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা আর তাদের ধর্ম ও স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদেশী ও গোলাম সরকারের কোন বিভাগের সাথে প্রকাশ্য এবং গোপনীয় কোনভাবেই সম্পর্ক রাখবে না, বরং তারা এই উম্মাহর নিপীড়িত জনগণ এবং মুজাহিদিন ভাইদের সহযোগিতা করবে, যাতে শক্তিশালী একটি ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসময় তালেবানদের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশন কর্তৃক ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদানকারী সৈন্যদের স্বাগত জানানো হয়। এবং তাদের প্রত্যেকেই নগদ অর্থসহ সম্মানজনক পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ বুরুন্ডিয়ান সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধ একটি সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন, যাতে ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজিহিদিন গত ১৬ ডিসেম্বর, মধ্য সোমালিয়ার মাহদায়ী শহরে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসময় উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হলে মুজাহিদদের হামলায় অন্ততপক্ষে ৬ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও সামরিক ঘাঁটির অনেক স্থান ধ্বসে পড়ে।

একইদিন বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে একটি বোমা হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে ঘটনাস্থলেই কমপক্ষে ১ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

খোরাসান | দীর্ঘ ২১ কি.মি. সড়ক পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রিত সার্পালের প্রাদেশিক রাজধানীতে নতুন করে দীর্ঘ ২১ কিলোমিটারের একটি সড়ক পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন তালেবান।

এবিষয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, সার্পালের প্রাদেশিক রাজধানী আরওয়ান্দের 'বাগাওয়ী' অঞ্চল থেকে লাগমান ও কালা-ই-সুখতা সড়ক পর্যন্ত এই নির্মাণ কাজ চলবে, যা কোহিস্তানাত জেলার প্রধান মহাসড়কের সাথে গিয়ে সংযুক্ত হবে।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, এই সড়কটি নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই সড়কটি ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এর ফলে প্রাদেশিক রাজধানীতে জনসাধারণের আসা যাওয়া এবং মারকাজ ও কোহিস্তানাত জেলার মানুষের যাতায়াত সুবিধা ও দূরত্ব কমে আসবে, পাশাপাশি প্রাদেশিটির আরো কয়েকটি প্রধান প্রধান জেলা শহরে মানুষের

যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়ে পড়বে। এছাড়াও বিভিন্ন শহরের বিদ্যমান সমস্যাগুলিও দ্রুত দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্।

একই প্রদেশে দীর্ঘ ১০০ কি.মি. একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্পও হাতে নিয়েছে তালেবান। গত সপ্তাহ থেকে তালেবানরা প্রদেশের সোজমা কেল্লা জেলা থেকে একশ কিলোমিটার এই রিং-রোড নির্মাণ কাজের জন্য পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন। তালেবান জানিয়েছিল যে, এই রিং-রোডটি আল-জিহাদ শিরাম জেলা থেকে শুরু করে নিমদান অঞ্চল এবং সোজমা কেল্লা জেলা থেকে সার্ক সাং-তোদা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যা প্রদেশটির অধিকাংশ জেলার সড়কগুলোকে একত্রিত করবে এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের ২টি মহসাড়কে মিলিত করবে।

এটি উল্লেখ করার মতো যে, তালেবানরা কেবল সার্পালই নয়, বরং আফগানিস্তানের আরও অনেক প্রদেশে গণপূর্ত এবং উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করেছে। তালেবানরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের লোকদেরকে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যা সাধারণ মানুষকে তালেবানদের দিকে আরো বেশি আকৃষ্ট করে তুলছে।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২০

পাচারের নৌকায় রোহিঙ্গাদের নির্দয়ভাবে মারপিটের ভিডিও প্রকাশ

নৌকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নির্দয়ভাবে মারপিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি। পাচারকারীদের হাতে রোহিঙ্গাদের মারার ভিডিওটি মোবাইল ফোনে ধারণ করা হয়।

তাতে দেখা গেছে, শিশুসহ অনেক রোহিঙ্গা গাদাগাদি করে নৌকায় বসে আছে। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পাচারকারী চক্রের সদস্যরা আছে। হঠাৎ তর্ক শুরু হলে এক পাচারকারী দড়ির লাঠি দিয়ে রোহিঙ্গাদের মারপিট শুরু করে।

মিয়ানমারে সেনা নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিরাপদ জীবনের আশায় বিপদজনক উপায়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাকে। মিয়ানমার উপকূল থেকে মাছ ধরা নৌকায় কিংবা কখনও কখনও বাংলাদেশের জনাকীর্ণ শিবির থেকে পাচারকারীদের হাত ধরে পাড়ি জমায় তারা। মালয়েশিয়া কিংবা অন্য কোনও দেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করে থাকে তারা। প্রায়ই এসব নৌকা উত্তাল সাগরে ডুবে বহু রোহিঙ্গার প্রাণহানির কারণ হয়। আবার পাচারকারীদের হাতে নিপীড়িত হওয়ার তথ্যও জানা যায় প্রায়ই।

এএফপি'র হাতে আসা ভিডিওতে পাচারকারীদের নির্দয় আচরণের প্রমাণ দেখা গেছে। ওই নৌকার আরোহী ছিলেন ১৬ বছর বয়সী রোহিঙ্গা ওসমান। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ওসমান বলেন, 'খাবার নিয়ে আপত্তি তোলায় তারা আমাদের মারপিট শুরু করে। একটু বেশি ভাত ও পানি চাইলে প্রায়ই তারা আমাদের মারতো।'

রোহিঙ্গা শিবিরে ওসমানের প্রতিবেশি এনামুল হাসান (১৯) ছিলেন সেই নৌকায়। তিনি জানান, সব রোহিঙ্গা ক্ষেপে উঠলে পাচারকারীরা অন্য একটি নৌকায় করে পালিয়ে যায়। সেসময় এক পাচারকারীর ফেলে যাওয়া ফোন তুলে নেন তিনি।

ওই ঘটনার কয়েক দিন আগে ভিডিওটি ধারণ করা হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে নৌকাটি মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। পরে রোহিঙ্গারা ক্ষেপে উঠলে পাচারকারীরা মধ্য এপ্রিলে নৌকাটি আবারও বাংলাদেশ উপকূলে ফিরিয়ে এনে দিয়ে তা ফেলে পালিয়ে যায়।

এনামুল হাসান জানান, সেদিনের মারপিট শুরুর আগে পাচারকারীদের হাতে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা মারাও যায়। তবে সেই ঘটনা ভিডিওতে ধারণ করা হয়নি। তিনি বলেন, 'তারা আমাদের নির্দয়ভাবে পেটাতো-মাথায় মারতো, কান ছিঁড়ে ফেলতো, হাত ভেঙে দিতো।'

এনামুল ও ওসমান জানান তাদের নৌকায় মারপিট, ক্ষুধা এবং অসুস্থতায় ৪৬ জন রোহিঙ্গা মারা যায়। এতো মানুষের মৃত্যু দেখার পর নৌকায় থাকা বাকি রোহিঙ্গারা ক্ষেপে ওঠে। এএফপি নিরপেক্ষভাবে তাদের বর্ণনা যাচাই করতে পারেনি। তবে আর ধারণ করা ভিডিওতে এনামুল ও ওসমানের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থাটি। এছাড়া নৌকাটির তৃতীয় আরেক আরোহী ঘটনার একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন।

https://twitter.com/AFP/status/1338717986773876738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1338717986773876738%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fislamtime24.com%2F2020%2F12%2F15%2Fe0a6aae0a6bee0a69ae0a6bee0a6b0e0a787e0a6b0-e0a6a8e0a78ce0a695e0a6bee0a79f-e0a6b0e0a78be0a6b9e0a6bfe0a699e0a78de0a697e0a6bee0a6a6e0a787%2F

শাম | মুজাহিদদের হামলায় আসাদ সরকারের স্নাইপার স্কোয়াডের ২ এর অধিক সৈন্য নিহত

শাম তথা সিরিয়ায় কুখ্যাত আসাদ বাহিনীর ৩টি অবস্থানে পৃথক হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদ ও আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ ডিসেম্বর সকাল বেলায়, সিরিয়ার মুক্ত দারুল কাবির সীমান্তে অবস্থিত কুখ্যাত আসাদ সরকারের নুসাইরী বাহিনীকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদগণ। যার ফলে ঘটনাস্থল ২ নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে। নিহত দুই সৈন্যই ছিল আসাদ বাহিনীর স্নাইপার স্কোয়াডের সদস্য।

অপরদিকে গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর সাহলুল-ঘাব ও হামা সিটির দুটি স্থানে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের অবস্থানে কয়েক দফা সফল হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের জানবায মুজাহিদিন। এসব অভিযানের সময় মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্র ও ৮৭ অস্ত্র ব্যবহার করেন। যার ফলে নুসাইরী বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষতিসাধন হয়।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত এক

মধ্য মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পরিচালিত একটি বোমা হামলার ঘটনায় ৪ সৈন্য নিহত এবং এক সৈন্য আহত হয়েছে।

সাংবাদিক হুসসাইন এ.জি এর তথ্যমতে, গত ১৫ ডিসেম্বর সকাল বেলায়, মধ্য মালির মুপ্তি রাজ্যের হুম্বুরী শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় সামরিকযানটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং যানে থাকা ৪ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এছাড়াও অন্য এক সৈন্যকে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম এই হামলাটি চালিয়েছে। কেননা এই অঞ্চলে অন্যকোন বিদ্রোহী গ্রুপের উপস্থিতী নেই।

পাকিস্তান | টিটিপি কর্তৃক হ্যান্ড গ্রেনেড হামলায় ১ সৈন্য নিহত, আহত আরো কতক

পাকিস্তানের করাচিতে দেশটির মুরতাদ রেঞ্জার্স কর্মীদের উপর হ্যান্ড গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে একজন, আহত আরো কয়েকজন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, গত ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে টিটিপির জানবায মুজাহিদিনরা করাচি শহরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ডিউটিতে থাকা নাপাক মুরতাদ বাহিনীর রেঞ্জার্স কর্মীদের টার্গেট করে হ্যান্ড গ্রেনেড বোমা হামলা চালান, এর ফলে ঘটনাস্থলেই এক রেঞ্জার্স কর্মকর্তা নিহত এবং আরো কয়েকজন কর্মকর্তা আহত হয়।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর উপর একযোগে মুজাহিদদের ১৭টি হামলা, হতাহত অনেক

সোমালিয়ায় গত একদিনে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর ৪টি সামরিযান।

এরমধ্যে সোমালিয়ার জানালী, বারাউয়ী, জালউন, বুলুআল ও যুবাইদা শহর সমূহে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর ৩টি ঘাঁটি ও কয়েকটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে সর্বমোট ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ১৪ ডিসেম্বর শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর ৩টি সামরিযান ধ্বংস এবং কয়েক ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হারওয়া ও মাহদায়ী শহর ২টিতে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি ঘাঁটাতে ভারি অস্ত্র দ্বারা এবং অন্য একটি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে সফল রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিযান ধ্বংস এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে ঐদিন মধ্য সোমালিয়ার হালজান ও হাইরান শহরে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ২টি অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী ও কেনিয়ার ক্রুসেডারদের যৌথ বাহিনীর ৬টি অবস্থানে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ডজনখানেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। হামলার স্থানগুলো হচ্ছে- আফমাদু, হাউজানকু, তাবতু, পারুলী, বারসানজোনী ও কাসমায়ো শহর।

১৫ই ডিসেম্বর, ২০২০

ফের দখলদার ইসরায়েলে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিচ্ছে তুরস্ক

মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে সরিয়ে নেওয়ার ইস্যুতে ইসরায়েল থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রায় দুই বছর পর আবার ইহুদিবাদী অবৈধ দেশটিতে আবারও রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিচ্ছে তুরস্ক। খবর আল-জাজিরার।

ইসরায়েলে নিযুক্ত নতুন তুর্কি রাষ্ট্রদূত ৪০ বছর বয়সী উফুক উলুতাস জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিব্রু ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি নিয়ে পড়াশুনা করেছে।

২০১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে সরিয়ে নিলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ফিলিস্তিনিরা। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিক্ষোভরত ফিলিস্তিনিদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। এ সময় ইসরায়েলের সাতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তুর্কি সরকার।

২০১০ সালে সর্বপ্রথম ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তুরস্ক। এরপর দীর্ঘ ছয় বছর পর ২০১৬ সালে আবারও সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর দুই বছরের মাথায় তা ২০১৮ সালে আবারও সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল।

হিন্দু যুবককে মিলামিশা করতে বারণ করায় বাবাকে খুন, মেয়েকে ধর্ষণ

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের নাটুয়ামহল গ্রামের মৃত মুসলিম মিয়ার ১৪ বছরের কন্যাকে দীর্ঘদিন ধরে জিম্মি করে ধর্ষণ করে আসছে একই গ্রামের খগেন বর্মনের পুত্র মিনাল বর্মন।

সে দীর্ঘদিন ধরে জোর করে মেয়েটির সাথে অনৈতিক সম্পর্ক করতে চাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটির বাবা তাদের এই অনৈতিক সম্পর্ক করার কথা জেনে যাওয়ায় ছেলেটিকে তার মেয়ের সাথে মিলামিশা করতে নিষেধ করেন। মেয়েটির বাবা মুসলিম মিয়া ছেলেটি কে বলেন মুসলিম মেয়ে হিন্দু ছেলের এই সম্পর্ক সমাজ মেনে নিবেনা তাই ভবিষ্যতে যেন তার মেয়ের সাথে কোন যোগাযোগ করা না হয়।

এতে মিনাল বর্মন ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটির বাবাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে মেয়েটির বাবা মুসলিম মিয়া মাঠিতে লুঠিয়ে পড়ে,পরে স্থানীয়রা মুসলিম মিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মুসলিম মিয়ার স্ত্রী বাদী হয়ে মিনাল বর্মন কে প্রধান আসামি করে রাজারহাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার প্রায় দেড় বছর পর আসামি মিনাল বর্মন ১০/১১ মাস পরে উচ্চ আদালতে জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে এসে পূণরায় মেয়েকে নানাবিধ ভয়ভীতি প্রদর্শন করে পার্শ্ববর্তী এক মহিলার সহযোগিতায় ধর্ষণের চেষ্টা করে।

গত ১২ই ডিসেম্বর শনিবার মেয়েটি মৃনালের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউপির কিসামত নাখেন্দা নানা বাড়িতে বেড়াতে আসলে মৃনাল মেয়ের গতিবিধি পূর্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করে। শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় বাড়ি ফাকা পেয়ে মৃনাল বর্মন মেয়েটিকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। মেয়ের আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে মৃনাল বর্মন কে আটক করে রাখে। পরে মেয়েটি গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন "আমার বাবার হত্যাকারী মৃনাল বর্মন জেল থেকে বেড়িয়ে এসে আমার মাকে বাবার মত মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে আমাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে আসছে। আমি আমার মায়ের জীবন বাঁচাতে তার এই অনৈতিক কাজে রাজি হয়েছিলাম। মৃনাল আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করতো। আমি এবং আমার মা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

আসামের মন্ত্রিসভায় মাদরাসা ও টোল বন্ধের সিদ্ধান্ত

ভারতে বিজেপিশাসিত আসামে সরকার পরিচালিত মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোল বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেই এ ব্যাপারে বিধানসভায় বিল পেশ করা হবে। আসামের পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি ওই তথ্য জানিয়েছে। গতকাল রোববার এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

অসমের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পটওয়ারি বলেছে, রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এ সংক্রান্ত একটি বিল পেশ করা হবে। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোল সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন বাতিল করা হবে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে।

সম্প্রতি অসমের শিক্ষা মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছিল, রাজ্যের সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ করা হবে। ধর্ম শিক্ষা সরকারের কাজ হতে পারে না। মন্ত্রীর ওই ঘোষণা অনুযায়ী এবার তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে অসম সরকার।

অসমের শিক্ষা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গত অক্টোবরে বলেছিল, অসমে ৬১০ টি সরকারী মাদ্রাসা রয়েছে এবং সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতি বছর ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় করে। সে বলেছে, রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অসম ভেঙে দেওয়া হবে। সমস্ত সরকারী মাদ্রাসা উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ভর্তি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মতো হবে বলেও মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা মন্তব্য করেছে।

এরআগে অসমে মুসলিমদের বিভিন্ন সংগঠন যৌথভাবে শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার ওই সিদ্ধান্ত থেকে যে পিছিয়ে আসবে না তা মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাশ এবং আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বিধানসভায় ওই ইস্যুতে বিল আনার ঘোষণার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়েছে।

জাতীয় ঈদগাহে অনুমতি দেয়নি পুলিশ, আল্লামা কাসেমীর জানাজা হয়েছে বায়তুল মোকাররমে

বাংলাদেশের সর্ববৃহত অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও শতবর্ষী পুরনো ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব, বেফাকের সিনিয়র সহ-সভাপতি, বারিধারা জামিয়ার পরিচালক বাংলাদেশের প্রবীণ ও প্রভাবশালী আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী রহ. জানাজার নামাজ সোমবার সকাল ৯টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমত জাতীয় ঈদগাহে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছিল।

জানাজার নামাজের ইমামতি করেছেন আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর ছোট ছেলে আল্লামা জাবের কাসেমী।

প্রবীণ এই আলেমকে তুরাগ থানায় অবস্থিত তার প্রতিষ্ঠিত জামিয়া সুবহানিয়া মাহমুদিয়া নগর মাদ্রাসার জামে মসজিদের কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিটে আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী ইন্তেকাল করেছিলেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিয়ুন)

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। ইন্তেকালের সময় তিনি দুই পুত্র ও দুই কণ্যাসন্তান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত মহাসচিব ছিলেন। এর আগে তিনি এ সংগঠনের ঢাকা মহানগরীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী প্রাচীন শতবর্ষী আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ছিলেন। এছাড়াও ঢাকার প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা তিনি শায়খুল হাদীস এবং মহা পরিচালক ছিলেন। প্রায় তিন দশক ধরে হাদিসের দরস দেওয়া প্রবীণ ও সুপ্রসিদ্ধ এই আলমের ইন্তেকাল বাংলাদেশ ইসলামী অঙ্গনে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে সবাই মনে করছেন।

নিজেদের ব্যর্থতা লুকাতে 'মোল্লা-মওলবী'দের ওপর ঝাল ঝাড়লো বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক

১৩ই ডিসেম্বর রবিবার প্রথম আলোতে "বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকের তলানিতে বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে লিখা হয় "বিশ্বের ১৩৮ টি দেশের মধ্যে

বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম, পাকিস্তান ও বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকের অবস্থানে বাংলাদেশের চেয়েও অনেক উপরে"।

বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকের যেই তালিকাটা প্রকাশ করা হয়েছে তারা মূলত প্রধান ছয়টি সেক্টর থেকে একটা দেশ শিক্ষা খাতে কতটা উন্নতি করেছে তার উপর নির্ভর করে তা উল্লেখ করেছে। যেগুলো হচ্ছে:

(১) প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।

(২) প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ।

(৩) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা।

(৪)উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন।

(৫)তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

(৬)অর্থনীতি এবং সাধারণ সক্ষমতার পরিবেশ।

এটা হলো মূল বিষয়।

প্রথম আলোর এই নিউজটিকে নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানে উপরে ক্যাপশনে লিখেছে "দেশ অশিক্ষিত মোল্লা মওলবীতে ভরে গেলে এই তো হয়!"

এবার আপনারা বলুন, উপরোক্ত ছয়টা সাবজেক্টে কতজন মোল্লা মওলবি পড়ছেন? বাংলাদেশের কয়টা ইউনিভার্সিটি ভিসি আছে যে মোল্লা মওলবি? বাংলাদেশের প্রশাসনের কোন ক্ষেত্রে কতজন আছে মোল্লা মওলবি? বাংলাদেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কতজন শিক্ষক আছে মোল্লা মওলবি?

আজকে যদি বিষয়টা এমন হতো "বৈশ্বিক ইসলামিক শিক্ষার তলানিতে বাংলাদেশ" তখন প্রশ্ন উঠতো মোল্লা মওলবিদের শিক্ষা জ্ঞান ও আবিষ্কার নিয়ে। অথচ প্রতিবছর সারা বিশ্বের প্রথম হিফজ পুরস্কারসহ অসংখ্য অবদান রয়েছে এই দেশে ইসলামিস্টদের। আমি দক্ষিন এশিয়ার উন্নত রাষ্ট্র মালয়শিয়াতে থাকি, তাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি ইসলামিক স্কলার আছে বাংলাদেশে।

শামসুজ্জান খানরা এই দেশের সবচেয়ে জ্ঞানপাপী। বাংলা একাডেমির মত একটা প্রতিষ্ঠানকে আজ ধ্বংস করে দিচ্ছে তারা। শত বছরের শুদ্ধ বানানকে অশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে চেষ্টা প্রচেষ্টার শেষ নেই, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করছে না কেবল গরু গোরু ইদ ঈদ দন্দ্ব ছাড়া।

শামসুজ্জামান খাঁনের সেই পোস্টে কুয়েটের এক স্টুডেন্টের কমেন্ট দেখলাম “আমি দেশের নামকরা একটা ইঞ্জিনিয়ার ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, আমাদের সিলেবাসের বইগুলো সেই বিগত ৫০ বছরেও চ্যাঞ্জ হয়নি, ব্রিটিশ আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের রেখে যাওয়া সিলেবাস দিয়েই চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে”।

শামসুজ্জামান খাঁন, আপনি নিজেদের ব্যর্থতা না ঢাকতে পেরে মোল্লা মওলবিদের এলার্জিতে ভুগছেন। এই এক বছর না, বিগত ৫০ বছরে আপনারা কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে কী কী উদ্ভাবন করতে পারলেন? মোল্লা মওলবিদের টেক্সের টাকায় নিজের পকেট পুরিয়ে এখন তাদেরকেই দোষ দিচ্ছেন? লজ্জা করেনা? দেশের শিক্ষা খাতের এই অধঃপতনের দায় দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের মত জ্ঞানপাপীদের সুইসাইড করে মরে যাওয়া উচিত ছিল।

ফেসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহিত

ফের সন্ত্রাসী দল বজরংকে সুবিধা দেয়ার অভিযোগ ফেসবুকের বিরুদ্ধে

ভারতে ফের উগ্রপন্থী হিন্দুত্ববাদী দলকে সুবিধা দেয়ার অভিযোগ উঠেছে ফেসবুকের বিরুদ্ধে। গত রবিবার মার্কিন প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের অনুসন্ধানে বিষয়টি প্রকাশ পায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বজরং দলের প্রতি নমনীয় ভাব দেখিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি। উগ্রপন্থী বজরং দল সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও হামলার সঙ্গে জড়িত, এ ব্যাপারে রিপোর্ট ছিল ফেসবুকের কাছে। এমনকি অভিযোগও জমা পড়ে। এরপরেও হিন্দুত্ববাদী দলটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এর পেছনে আর্থিক মুনাফা ও ফেসবুকের কর্মীদের সুরক্ষা জড়িত থাকতে পারে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমটি জানায়।

ফেসবুকের আশঙ্কা ছিল, বজরং দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে ভারতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। এমনকী, তাদের কর্মীদের সুরক্ষাও ব্যহত হতে পারে।

চলতি বছরের জুন মাসে ফেসবুকে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। দিল্লিতে একটি চার্চে হামলার ভিডিওটি দেখে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। সেই ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল বজরং দল। এরপরেও ভিডিওটি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ফেসবুক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির কর্মীদের একাংশ মনে করেন, সাম্প্রদায়িক ও উসকানিমূলক পোস্টের বিরুদ্ধে ফেসবুকের পলিসি লংঘন হচ্ছে।

তবে অপর এক অংশের ধারণা, বজরং দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে ফেসবুকের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনে ক্ষোভ তৈরি করবে। পাশাপাশি, কোম্পানিটির কর্মীদেরও হামলার মুখে পড়তে হতে পারে।

এর আগে, দিল্লিতে মুসলিমদের ওপর নির্মম হামলার উস্কানিদাতা বিজেপি নেতাদের প্রতি নমনীয় ভাব দেখিয়েছিল ফেসবুক। এ নিয়ে ভারতে তোলপাড় তৈরি হয়েছিল।

১৪ই ডিসেম্বর, ২০২০

এবার কুতুব মিনারে ২৭টি মন্দির থাকার দাবি, পুজোর অধিকার চেয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মামলা

মধ্যযুগে যেটা ছিল ‘ধ্রুব স্তম্ভ’ ইসলামিক যুগে সেটাই নাকি হয়ে যায় কুতুব মিনার। এখন নতুন করে এমনই দাবি উঠছে। কুতুব মিনার ইউনেস্কোর ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট’-এর অন্তর্গত।

ইটের তৈরি মিনারের মধ্যে এটিই বিশ্বের দীর্ঘতম মিনার। দৈর্ঘ্য ৭২.৫ মিটার। এখানে রয়েছে ৩৭৯টি ঘোরানো সিঁড়ি। কুতুব মিনার বিখ্যাত ইসলামিক স্থাপত্য।

এবার দাবি করা হয়েছে, দিল্লির মেহেরুলিতে অবস্থিত কুতুব মিনারের জায়গায় আগে নাকি ছিল হিন্দু এবং জৈন ধর্মের বেশ কয়েকটি মন্দির। এই দাবিতেই এবার কুতুব মিনার কমপ্লেক্সে পূজার অধিকার চেয়ে সাকেত জেলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে একটি মামলা। মামলার আবেদনে যা বলা হয়েছে, সে অভিযোগ অনুযায়ী-বিগত বারোশো শতাব্দীতে কুতুবুদ্দিন আইবক, দিল্লিতে সুলতান শাহী স্থাপনের আগে সেখানে ২৭টি মন্দির ছিল।

এর মধ্যে জৈন তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভ দেবএর উপাসনাস্থল সহ বিষ্ণু, গণেশ, শিব, সূর্য, হনুমান, দেবী গৌরী মিলিয়ে মোট ২৭টি মন্দির ছিল। সব মন্দির ভেঙে নাকি কুতুবুদ্দিন আইবক তৈরি করেছিলেন এই মিনারটি। যেসব মন্দির ভাঙা হয়েছে, তাঁদের সেখানে আবার স্থাপন করা এবং দেবদেবীর সম্পূর্ণভাবে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা সহ পূজা করার অধিকার চেয়ে মামলাটি করা হয়েছে এবার।

এবং একইসঙ্গে মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী, ভারত সরকারকে কুতুব মিনার কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত মন্দির কমপ্লেক্সের পরিচালনা এবং প্রশাসনের জন্যে একটি ট্রাস্ট তৈরি করার নির্দেশও যেন দেওয়া হয়। গোটা বিশ্ব জানে, ঐতিহাসিক স্থাপত্যের দিক দিয়ে ভারত উপমহাদেশ এক অনন্য অবস্থানে। বুক চিতিয়ে নিজের আদর্শ নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বেঁচে আছে। বিভিন্ন দেশে প্রদেশে, জনপদে জনপথে এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেইসব অনিন্দ্য স্থাপত্য নিদর্শন। এর মধ্যে একটি কুতুব মিনার।

দিল্লিতে অবস্থিত একটি স্তম্ভ বা মিনার, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ ইট-নির্মিত মিনার। এটি কুতুব কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত, পাথর দিয়ে কুতুব কমপ্লেক্স এবং মিনারটি তৈরি করা হয়েছে। লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত কুতুবের উচ্চতা ৭২.৫ মিটার (২৩৮ ফুট)। মিনারটির পাদদেশের ব্যাস ১৪.৩২ মিটার (৪৭ ফুট) এবং শীর্ষ অংশের ব্যাস ২.৭৫ মিটার (৯ ফুট)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এই মিনারের। কুতুব মিনার চত্বরের মধ্যে অবস্থিত

মন্দিরের পরিচালনার জন্য ট্রাস্ট গঠন করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও করা হয়েছে পিটিশনে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

ইমারতে ইমলামিয়া আফগানিস্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিনের আয়োজন করা হয় ফারাহ প্রদেশের কেন্দ্রীয় জেলা শহরের শিক্ষার্থীদের মাঝে। এসময় শিক্ষার্থীদের এই অনুষ্ঠানে জেলাটির অনেক সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দলও উপস্থিত ছিল।

https://alfirdaws.org/2020/12/14/45063/

পাকিস্তান | টিটিপি কর্তৃক মুরতাদ 'সিটিডি' কর্মকর্তাকে হত্যা

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন-খোয়ায়ের কোহাত জেলায় গুলি চালিয়ে পাক মুরতাদ বাহিনীর এক সিটিডি কর্মকর্তাকে হত্যা করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ।

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ নিজ টুইটার বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

তিনি আরো জানান যে, আমরা ইতিপূর্বে পাকিস্তানী মুরতাদ সরকারের সমস্ত সামরিক কর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছি যে, তারা ডিউটিতে থাকুক বা তাদের বাড়িতে ছুটি কাটানো অবস্থায়, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেই জায়গাতেই লক্ষ্যবস্তু করে হত্যা করা হবে। ইনশাআল্লাহ্

শরিয়ার ছায়াতলে | জাদুকর এবং মুরতাদের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল আশ-শাবাব

আল-কায়েদা মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালদের রায় অনুযায়ী এক জাদুকর ও অন্য এক মুরতাদের উপর শরয়ি হদ (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করেছেন মুজাহিদগণ।

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালত স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গত ১০ ডিসেম্বর এক জাদুকরের উপর শরিয়াহ্ নির্ধারিত হদ (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছিল। পরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন জনসম্মুখে জাদুকরের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

জানা যায় যে, ঐ জাদুকর ব্যক্তির নাম ছিল 'ইসহাক হাসান দাউদ'। ৭০ বছর বয়সী এই লোক দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ জাদু-টোনার মত জঘন্যতম কুফরি কাজ করে আসছিল।

অপরদিকে গত ১২ ডিসেম্বর আরো এক ব্যক্তির উপর শরয়ি হদ বাস্তবায়ন করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই ব্যক্তি সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একজন সৈনিক হিসাবে কর্মরত ছিল। পরে তার ব্যাপারে রিদ্দাহ প্রমাণিত হলে ইসলামি আদালত তার উপরেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১২ সৈন্য নিহত, অস্ত্রসহ ৯টি ট্রাক ধ্বংস

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় হতাহত হয়েছে ১৫ সৈন্য, অস্ত্রসহ ৯টি ট্রাক ধ্বংস।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার বে-বকুল রাজ্যের হুদুর ও আইল_বার্ডি শহরের প্রধান সড়কে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর জন্য সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহকারী একটি কাফেলায় বড়ধরণের হামলার ঘটনা ঘটে। এতে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত এবং অন্য ২ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদিসহ মোট ৯টি ট্রাকও ধ্বংস হয়ে যায়।

গত ১২ ডিসেম্বর বরকতময়ী এই হামলার দায় স্বীকার করে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

এইদিন সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিযু রাজ্যের আইলুক শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

আল্লাহ রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন : ফরাসি মন্ত্রী

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননাকারী ক্রুসেডার গুরু ফ্রান্সের উদ্ধত এবার মহান আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে।

ফরাসি মন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেনিন বলেছে আল্লাহ রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন।

ফ্রান্স ইনফোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সে বলেছে : 'একজন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারে এবং দেশকেও ভালোবাসতে পারেন, তবে আল্লাহ দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন।'

ফ্রান্সের ইসলাম বিরোধিতা অবশ্য নতুন কিছু নয়। দেশটির যুগ যুগ ধরে ইসলাম বিরোধিতা বিদিত, সবার অগ্রে থেকে দিয়েছেন ইসলাম বিরোধী ক্রুসেড যুদ্ধের নেতৃত্ব।

সম্প্রতি আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতেও চলছে ফ্রান্সের ক্রুসেড যুদ্ধ। এখনও দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার দেশগুলোতে চলমান রয়েছে ফ্রান্সের দখলদারিত্ব।

ফ্রান্স এমন সময় আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে মন্তব্য করলো , যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননার জেরে সারা বিশ্বের মুসলিমরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। হত্যা করা হয়েছিল শাতিম শিক্ষক স্যামুয়েলকে। এর পর থেকেই দেশটিতে ইসলাম মুসলিমদের কোনঠাসা করতে নতুন নতুন আইন প্রনয়ণ করছে ফ্রান্স সরকার।

সূত্র : ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

আসামে ’জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের হামলা, পোড়াল মুসলিমদের বাড়িঘর

ভারতের আসামে বরাক উপত্যকায় হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছে। তাঁদের কয়েকটি বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

ভারতীয়য় গণমাধ্যম বিবি নিউজ সূত্রে জানা গেছে, কাটলিছড়ার মনিপুর গ্রামে ফুটবল খেলা নিয়ে দু পক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরে কয়েকটি উগ্রবাদী হিন্দু যুবক ’জয় শ্রীরাম’ধ্বনি দিয়ে কাটলিছড়া থানার সামনে কয়েকজন নিরীহ মুসলিমদের উপর হামলা চালায। পাশে থাকা মুসলিদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

স্থানীয় মুসলিমগণ জানিয়েছেন, এখনো চারিদিকে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। পুলিশ পাড়ির সামনেই এমন হিংস্র ঘটনা ঘটলেও কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারা খুব চিন্তা, ভয় ও আতঙ্কের মাঝে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুর

ভারতের কৃষি আইনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে শিখ-মার্কিন খালিস্তানিরা। গতকাল স্থানীয় সময় শনিবার ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মহাত্মা গান্ধীর একটি ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে শিখ-মার্কিন খালিস্তানিরা। খবর জি নিউজ ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

ভাস্কর্যের নিচে কাটআউট এবং প্ল্যাকার্ডে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে স্লোগান লেখা রয়েছে। ঘটনার সময় ওয়াশিংটন পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা উপস্থিত ছিল।

২০০০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী গান্ধীর ভাস্কর্যটির আবরণ উন্মোচন করেছিল।

আবরারের হত্যা: প্রথম আলো সম্পাদকের মামলা স্থগিত করলো কুফরী হাইকোর্ট

রেসিডেনসিয়াল স্কুল ছাত্র নাইমুল আবরারের হত্যায় করা মামলা প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের ক্ষেত্রে ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেছে হাইকোর্ট।

রোববার (১৩ ডিসেম্বর) সকালে বিচারপতি মো. রেজাউল হক ও বিচারপতি মো. আতোয়ারের রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেয়।

২০১৯ সালের ১ নভেম্বর কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে অবহেলাজনিত কারণে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় নবম শ্রেণির ছাত্র নাইমুল আবরার রাহাত। ৬ নভেম্বর আবরারের বাবা মজিবুর রহমান প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়।

সেক্যুলার রাষ্ট্রের বাস্তবতা, এই সেই ধোলাইপাড় চত্বর

ছিহ, মানবতার কী নির্মম পরাজয়! ১৩ ডিসেম্বর ২০২০। বাদ ফজর সকাল ছয়টা ১৫ মিনিটের চিত্র।

এই সেই ধোলাইপাড় চত্বর, যেখানে শত কোটি টাকা ব্যয় করে মূর্তি নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। তারই পাশে কনকনে শীতে রাস্তায় কোনোমতে জীর্ণ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে স্বাধীন বাংলার এক পথনারী।

মানবতা পায়ে পিষে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর স্টিমরোলার চাপিয়ে দিয়ে, পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নাকের ডগায় এভাবে পৌত্তলিকতার চর্চা জাতির ইতিহাসে ক্ষমাহীন অপরাধ হয়ে থাকবে।

যে দেশে আজও অসংখ্য মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে বস্ত্রহীন রাত কাটায় রাস্তার পাশে। তাদের ঘর নেই । বাড়ি নেই । পেটে ভাত নেই। পরনে কাপড় নেই । তারাও দেশের নাগরিক।

যে দেশে খাবারের জন্য ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে মানুষ লড়াই করে সে দেশে মূর্তি নির্মাণের পেছনে শত শত কোটি টাকা খরচ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

দেশের কিছু রাজনৈতিক সেক্যুলাররা ধনীদের উপর আল্লাহ তায়ালার ফরজ বিধান হজ্জের কিংবা কুরবানির সময় বুলি আওড়াতে থাকে, এগুলো না করে অসহায়দের পিছনে ব্যয় করা দরকার। তারাই আবার মূর্তি নির্মাণের পেছনে অযথা খরচকে সাংস্কৃতিক চর্চা বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

কথাগুলো আল্লাহর দেওয়া বিবেক দিয়ে ভাবুন। যা মন চায় বলে যান, আপনাদের হাতে মাউথপিস। যা ইচ্ছে করে যান, আপনাদের হাতে যষ্টি।

কিন্তু মনে রাখবেন, সব কিছু লেখা হচ্ছে দোর্দণ্ড ক্ষমতাধর, নিঃসীম শক্তিশালী আল্লাহর অমোচনীয় রেজিস্ট্রারে।

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

‘ওসি প্রদীপের অবৈধ কর্মকাণ্ড জেনে যাওয়ায় খুন হয় সিনহা’

কক্সবাজারের টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশের পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ মদদে মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খুন হয়। সে টেকনাফে বৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে অবৈধ কর্মকাণ্ডের অভয়াশ্রম গড়ে তুলেছিল। এ সম্পর্কে জেনে ফেলার কারণেই তাঁকে খুন করা হয়।

গত ৩১ জুলাই কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া ফাঁড়িতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান।

এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা কবে এবং কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, পরিকল্পনাটি মধ্য জুলাইয়ের। সিনহা মো. রাশেদ বন্ধুবৎসল ছিলেন। টেকনাফে তাঁর ইউটিউব চ্যানেল চালুর অংশ হিসেবে গিয়েছিল। দ্রুতই তাঁর সঙ্গে এলাকাবাসীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে টেকনাফের মানুষের ওপর প্রদীপ কুমার দাশের নির্যাতন–নিপীড়নের কথা জানতে পারে। ইয়াবা বড়ি কেনাবেচায় সম্পৃক্ততারও প্রমাণ পায়। এমন কিছু

তথ্য সে সংগ্রহ করেছিল, যেগুলো প্রকাশ পেলে প্রদীপ কুমার দাশ অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যেতে পারতো। এসবের ভিত্তিতে সে টেকনাফ থানায় প্রদীপ কুমার দাশের সাক্ষাৎকার নিতে যায়। এ সময় প্রদীপ কুমার দাশ তাঁদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার কথা বলে এবং সরাসরি হুমকি দেয়। কিন্তু সিনহা তাঁর কাজ চালিয়ে যায়। পরে প্রদীপ থানাতেই উপপরিদর্শক লিয়াকত ও তিন তথ্যদাতার সঙ্গে বৈঠক করে। হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতেও প্রদীপই নির্দেশ দেয়।

গত ৩১ জুলাই রাত ৯টা ২৫ মিনিটে সিনহা মো. রাশেদ খান গুলিবিদ্ধ হয়। খবর পেয়ে প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে আসে এবং সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করে। হাসপাতালে নেয় দায়সারাভাবে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য আসামি পুরো হত্যাকাণ্ডটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নাটক মঞ্চস্থ করে।

সিনহা মো. রাশেদ খানের ডিজিটাল ডিভাইসে ঠিক কী কী তথ্য ছিল? তদন্ত কর্মকর্তা এগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন কি না, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আশিক বিল্লাহ বলেন, এগুলো পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়েনি। সিনহা মো. রাশেদ তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যে থানায় গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ আছে কি না, সে সম্পর্কে আশিক বিল্লাহ বলেন, কারিগরি ত্রুটির কারণে টেকনাফ থানার কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি।

তৎকালীন পুলিশ সুপার মাসুদ হোসেনের ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত কর্মকর্তা বলেছেন, ঘটনা ঘটার পরও ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া ছিল অপেশাদারী আয়োজন।

গত ১ মাসে শিশু ও নারীসহ ৪১৩ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল

দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী গত নভেম্বরে দখলকৃত ফিলিস্তিন জুড়ে ৪১৩ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে, যার মধ্যে ৪৯ জন শিশু ও সাতজন নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গত ১২ ডিসেম্বর বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে জানায় যে, শুধুমাত্র গত নভেম্বর মাসেই ৪১৩ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরায়েল। এদের মধ্য ৭ জন নারীসহ ২৯ জন শিশু ও কিশোর রয়েছে। খবর, কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পশ্চিম তীরের জেরুজালেম থেকে ১৫৭ জন, রামাল্লায় ৪০, হেব্রনে ৭৪, জেনিনে ৩১, বেথেলহামে ৩৩, নাবলুসে ৩০, তুলকার্মে ১৮, কালকিলিয়্যাতে ১৮, জেরিক্কুতে ৩, তুবসে ৭, সালফিতে ১ ও অবরুদ্ধ গাজা থেকে ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

এসব গ্রেফতারের ফলে দখলদার ইসরায়েলের কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৪,৪০০ জনে। এদের মধ্যে ৪১ জন নারী, ১৭০ জন শিশু-কিশোর এবং ৩৮০ জন ফিলিস্তিনি প্রশাসনিক ব্যক্তি বন্দী রয়েছেন।

এসব বন্দী ফিলিস্তিনিদের উপর কারাগারে নানাপ্রকার নির্যাতন চালাচ্ছে ইসরায়েল, বঞ্চিত করছে মৌলিক অধিকার থেকে। অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করছে না তারা।

মারা গেলেন গুলিবিদ্ধ বৃদ্ধ ফিলিস্তিনি

কয়েক মাস আগে ইসরায়েলি সেনার গুলিতে আহত হয়েছিলেন নাসের ওয়ালিদ হালাওয়্যাহ। গত ১১ই ডিসেম্বর মারা গেছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, বৃদ্ধ নাসেরের শ্রবণশক্তি ছিল না। তিনি নিজ প্রয়োজনে দখলকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরের একটি সামরিক চৌকি এলাকা পার হচ্ছিলেন। তখনই ইহুদি সেনারা বিনা কারণে তাঁকে গুলি করে। প্রাথমিকভাবে একটি ইসরায়েলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন তিনি। পরে গত ২ সপ্তাহ আগে তাকে পশ্চিম তীরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর গত ১১ই ডিসেম্বর তিনি মারা গেছেন।

লালমনিরহাটে বিএসএফের গুলিতে আহত যুবকের মৃত্যু

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) ছোঁড়া গুলিতে বিদ্ধ বাংলাদেশি এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

বুড়িমারী স্থলবন্দর বিজিবি ক্যাম্পের কম্পানি কমান্ডার খলিলুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিহত বাংলাদেশি যুবক সীমান্তে গরু ব্যবসায়ী আবু তালেব (৩২)। নিহত ওই যুবক উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর ডাঙ্গিরপাড় গ্রামের কমর উদ্দিনের ছেলে।

গত ১০ ডিসেম্বর ভোরে গরুপারাপারের সময় বিএসএফের ছোঁড়া গুলিতে তিনি আহত হন। আহতাবস্থায় তার সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে গোপনে রংপুরের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। সেখানে দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় শনিবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ওই যুবকের মৃত্যু হয়।

থানা পুলিশ, সীমান্ত সূত্র ও এলাকাবাসি জানায়, গত ১০ ডিসেম্বর ভোরে সীমান্তের ৮৪৪ নম্বর মেইন পিলারের নিকট দিয়ে ভারতীয় গরু ব্যবসায়ীদের সহায়তায় বাংলাদেশি গরু পারাপারকারীদের ৫/৬ জনের একটি দল ভারত থেকে গরু আনতে যায়। এ সময় ভারতের ১৪৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের পানিশালা ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। গুলিতে শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর ডাঙ্গিরপাড় গ্রামের কমর উদ্দিনের ছেলে আবু তালেব (৩২) গুরুতর আহত হয়।

১৩ই ডিসেম্বর, ২০২০

মাগুরায় নদী ভাঙনে দিশেহারা এলাকাবাসী, জোটেনি সরকারি কোনো সহযোগিতা

মাগুরা জেলার মধুমতি নদীর পানি যেমন বাড়তে শুরু করলে শুরু হয় নদীভাঙন ঠিক তেমনি পানির স্রোত কমতে থাকলেও ফের ভাঙনের কবলে পড়ে নদীপাড়। দ্বিতীয় দফায় মধুমতির ভাঙনের কবলে মাগুরা মহম্মদপুরের দু'টি ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামের ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষ এখন দিশেহারা। তবে ভাঙনের জন্য ড্রেজার দিয়ে অবৈধ বালু উত্তোলনকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গেল ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে নদীর ব্যাপক ভাঙনে বসতভিটা বিলীন হয়ে গেছে। ফলে বাধ্য হয়ে পরিবারগুলোকে অন্যত্র পাড়ি জমাতে হয়েছে। ফসলি জমি, বসতভিটা, মসজিদ-মন্দিরসহ বিভিন্ন স্থাপনা বিলীন হয়ে গেছে। চরম হুমকির মুখে মাদরাসা, কবরস্থানসহ উপজেলা শহর রক্ষায় নির্মিত বেড়িবাঁধ।

স্থানীয়রা জানান, ড্রেজার দিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় জোটেনি সরকারি কোনো সহযোগিতা।

দ্বিতীয় দফায় মধুমতির ভাঙনের কবলে মাগুরা মহম্মদপুরের দু'টি ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামের মানুষ এখন দিশেহারা। গত ১০ বছরে ভাঙনের কবলে একাধিকবার বসতভিটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত মানুষগুলো মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে চরম শঙ্কিত। অবিলম্বে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা। সেই সাথে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন ভাঙনকবলিত এলাকার অসহায় মানুষ।

ভাঙনের মুখে সব হারিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন শীরগ্রাম, কাশিপুর, ভোলানাথপুর, ধুলঝুড়ি, গোপালনগরের কয়েক শত পরিবার।

নদীর তীব্র ভাঙনের কবলে সব হারিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন এ অঞ্চলের বাসিন্দারা। কাশিপুরের বৃদ্ধা খদেজা বেগম বলেন, একাধিকবার বসতভিটা পরিবর্তনের পর সবশেষে অল্প একটু জমি ছিল যা এবার নদীতে ভেঙে গেছে। এখন আর কোনো সম্পদ নেই। অন্যের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। এরপর কোথায় যাবো জানা নেই। আরেক বৃদ্ধা সায়রা বানু জানান, এ কয় বছরে ভাঙনের কারণে চারবার বসতঘর বদলেছেন তিনি। নিকট স্বজনদের প্রায় সবাই অন্যত্র চলে গেছেন। স্বামীও বেঁচে নেই। এখন শেষ আশ্রয়স্থল

এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু এবার হারালে কোথাও যাওয়ার আর জায়গা নেই। স্থানীয় যুবক হাসিবুল হাসান জানান, জরুরি ভিত্তিতে যদি বালু উত্তোলন বন্ধ করে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না করা হয় তবে এলাকার মানচিত্র হতে এই গ্রামগুলো হারিয়ে যাবে। সেই সাথে পাশেই শত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এলেংখালি শেখ হাসিনা সেতু ঝুঁকিতে পড়তে পারে। নিজ উদ্যোগে অনেক পরিবার বাঁশ, চটা দিয়ে ও বালুর বস্তা ফেলে ভিটে রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মাগুরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সরোয়ার জাহান সুজন জানান, নদীর কোল ঘেঁষে বালু উত্তোলনের ফলে ভাঙনের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যেক মাদ্রাসায় ছাত্রলীগের কমিটি চায় নিক্সন চৌধুরী (ভিডিও সহ)

দেশের প্রত্যেকে মাদ্রাসায় ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ফরিদপুর৪ আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন।

গতকাল (শনিবার) বিকালে রাজধানীর শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে শেখ রাসেল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত "জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ" বিরোধী সমাবেশে সে এই কথা বলেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করে সে বলেছে, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এমনকি থানা পর্যায়ের প্রত্যেক মাদ্রাসায় ছাত্রলীগের কমিটি দিন।

গর্ভনিং বডির নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে মাদ্রাসা চালান। এইসব অর্থ কোথা থেকে আসে তা আমরা দেখতে চাই।

সে মাওলানা মামুনুল হককে 'মমিনুল হক' উল্লেখ করে বলেছে, মমিনুল হকের মত রাজাকারের সন্তানরা 'জঙ্গীদের' বিদেশি বা পাকিস্তানি অর্থ কিভাবে পায়?

সেই টাকার উৎস কি, তা সরকারকে খোঁজে বের করতে হবে। তাদেরকে তাদের দেশে পাঠাতে হবে।

উল্লেখ্য, দেশের কওমি মাদরাসাগুলো সরকারী টাকায় চলে না। ধর্মপ্রাণ তাওহিদী মুসলিমদের আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। তাঁদেরকে নিয়েই কমিটি গঠন করা হয়।

তার ভিডিও

https://www.facebook.com/iman24com/videos/733905030587756/

ফটো রিপোর্ট | কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের গমের বীজ বিতরণ করছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের 'কৃষি ইনস্টিটিউশনাল সংস্থা' তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা সমূহে কৃষিক্ষেত্রে উন্নায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় কৃষকদের মাঝে কৃষিকাজে ব্যবহৃত নানাধরণের আসবাব পত্র বিতরণ করে আসছে।

এরই ধারাবাহিতায় এবার ফারাহ প্রদেশের ফারাহারুদ জেলার আরওয়ান্দ ও তুডনাক এলাকায়, তালেবানদের কৃষি ইনস্টিটিউশনাল কমিশনের তত্ত্বাবধানে ৬০০ দরিদ্র কৃষকদেরকে উন্নতমানের গমের বীজ সহায়তা করা হয়েছে। যাদের প্রত্যেকের মাঝে ২ বস্তা করে উন্নতমানের এসব গমের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/12/13/45004/

খোরাসান | একটি ব্রীজসহ দীর্ঘ ২০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত পাকতিয়া প্রদেশের জুরমাত ও জানি-খাইল জেলা দুটিতে দীর্ঘ ২০ কিলোমিটারের ২টি সড়ক ও একটি ব্রীজ নির্মাণ

কাজ শুরু করেছেন। চলিত মাসের শুরুর দিকে সড়ক ২টির নির্মাণ কাজ শুরু করেছে তালেবান।

স্থানীয় জনসাধারণ ও তালেবানরা বলছেন, জুরমাত ও জানি-খাইল জেলায় নির্মাণাধীন সড়ক দুটি ও এক ব্রীজটি পাকতিয়া প্রদেশের ৩টি জেলাকে একত্রিত করবে। জুরমাত জেলায় নির্মাণাধীন সড়কটি মোট ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। অপরদিকে জানি-খাইল জেলায় নির্মাণাধীন সড়কটি ৮ কি.মি. দীর্ঘ হবে বলেও নিশ্চিত করেছে তালেবান। এছাড়াও সড়ক দুটির আশপাশের কয়েকটি রাস্তাও পুনর্নির্মাণের কাজ করছে তালেবান, যাতে সড়ক পথে জনসাধারণের চলাচল আরো সহজ হয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন পূর্বে ইমারাতে ইসলামিয়ার পৌর প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং রাস্তা নির্মাণকারী দলের ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে সড়কটি পরিদর্শন করেন তালেবানদের 'আল-ইমরাহ ইস্টুডিও'র কয়েকজন প্রতিনিধি। তখন তাঁরা সড়কগুলোর কিছু চিত্রও ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন।

পরবর্তিতে গত ১০ ডিসেম্বর তালেবানদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্, তাঁর টুইটার একাউন্টে নির্মাণাধীন এসব সড়ক ও ব্রীজের কিছু ছবি প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য যে, তালিবানরা সম্প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল, মসজিদ ও রাস্তা ছাড়াও জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা ও জনস্বার্থে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এসকল প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে হাজার হাজার বেকার তরুণরা তাদের কর্মস্থল পাবে বলেও জানিয়েছে তালেবান।

https://alfirdaws.org/2020/12/13/45003/

শরিয়ার ছায়াতলে | মুজাহিদিন কর্তৃক দরিদ্রদের মাঝে গবাদি পশুর যাকাত বণ্টন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারতের 'প্রাণিসম্পদ এবং উশর-যাকাত কমিশন' বছরের বিভিন্ন সময় দরিদ্রদের মাঝে নানাধরণের পণ্যসামগ্রী বিতরণ ও গবাদি পশুর যাকাত বণ্টন করে থাকেন।

এবছরও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারতে গবাদি পশু যাকাত বণ্টন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন, এখন পর্যন্ত চলিত বছর ৩ দফায় গবাদি পশুর যাকাত বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন মুজাহিদগণ।

সম্প্রতি দক্ষিণ সোমালিয়ার জিযু ও যুবা রাজ্যের ৭টি অঞ্চলে দরিদ্রদের মাঝে যাকাতের পশু বণ্টনের ছবি প্রকাশ করেছে হারাকাতুশ শাবাব।

ইসলামী ইমারতের প্রশাসনের অধীনে সমস্ত অঞ্চল থেকে আগত যাকাত গ্রহণকারীরা মুজাহিদিন কর্তৃক নির্ধারিত বিতরণ কেন্দ্রে তাদের পাপ্য যাকাতের পশু গ্রহণের জন্য মিলিত হন।

প্রতি বছর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন প্রাণিসম্পদের যাকাত বণ্টনের জন্য উপযুক্ত পরিবারদের একটি তালিকা তৈরি করেন, পরে তাদের হক অনুযায়ী দরিদ্র পরিবার সমূহে শত শত উট, গরু এবং ভেড়া জাতীয় যাকাতের পশু বণ্টন করা হয়।

সম্প্রতি জিযু ও যুবা রাজ্যে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক যাকাত বণ্টন প্রক্রিয়ার কিছু ফটো ক্যামেরায় ধারাণ করেছে 'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী'। ফটোগুলিতে কয়েক হাজার উট, গরু, ভেড়া এবং বিশেষ পোশাক পরিহিত যাকাত বণ্টন কর্মী এবং যারা যাকাত অধিকারীদের দেখানো হয়।

উইঘুর মুসলিমদের নিপীড়নে চীনের নতুন কৌশল

এবার উইঘুর মুসলিমদের নিপীড়নে নতুন কৌশলে মাঠে নেমেছে চীন। প্রত্যেক উইঘুর মুসলিমকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে উদ্ভাবন করেছে নতুন প্রযুক্তি।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যেও শনাক্ত করা যাবে উইঘুরদের।

জানা গেছে, উইঘুরদের শনাক্ত করার জন্য নতুন এ প্রযুক্তি এনেছে চীনের তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ে। তারা একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছে। যার সাহায্যে মুখ দেখেই উইঘুরদের শনাক্ত করা যাবে।

এই সফটওয়্যারের সাহায্যে ধর্মপ্রাণ উইঘুর মুসলিমদের বেছে বেছে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। এমনকি তাদের সম্পর্কে একটি বিরাট তথ্য ভাণ্ডারও তৈরি করা হচ্ছে। ফলে ইচ্ছা করলেই ওই মানুষগুলোকে যখন খুশি বন্দিশিবিরে বা বাইরে রাখতে পারবে তারা।

চীনের উত্তর পশ্চিমের প্রদেশ জিনঝিয়াংয়ে উইগুরদের বাস। সেখানেই নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে চীনা নাস্তিক্যবাদী সরকার।

সূত্র : ইসলাম টাইমস

১২ই ডিসেম্বর, ২০২০

অগ্নিদগ্ধ জেনি: ৮ মাসেও মামলা নেয়নি পুলিশ

বাসার বেলকুনিতে বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ তারে জড়িয়ে চট্টগ্রামের স্কুলছাত্রী ইশরাত জাহান জেনির হাত-পা ও শরীরের অংশ পুড়ে যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জেনির ঝলসানো ও পোড়া শরীরে ১০ থেকে ১২টি অপারেশন করার পরামর্শ দেন। জেনির পরিবার বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করতে গেলে অভিযোগ এজাহার হিসেবে গ্রহণ না করে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ ছাড়া মেয়ের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন মা কাজি প্রিয়া আকতার মুক্তা। যদিও সাহায্যের বিষয়ে এখনও কেউ এগিয়ে আসেনি। কোনো উপায় না পেয়ে

জেনির মা চিকিৎসা (দুটি প্লাস্টিক সার্জারি), লেখাপড়া, বিয়ে এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ক্ষতিপূরণ চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।

আইনজীবী সাকিব মাবুদ তানিফ জানান, চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকার হামজার বাগ স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইশরাত জাহান জেনির হাত-পা ও শরীরের অংশ পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় ৪ কোটি ৮২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে গত ২৬ নভেম্বর জেনির মা কাজি প্রিয়া আকতারের পক্ষে রিট করেন তাদের আইনজীবী। রিটে চিকিৎসা খরচ ও ১২টি সার্জারি বাবদ এক কোটি ২০ লাখ টাকা, আগের চিকিৎসা খরচ বাবদ ৩০ লাখ টাকা এবং জেনির লেখাপড়া, বিয়ে এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা চাওয়া হয়।

জেনির মা কাজি প্রিয়া আকতার মুক্তা বলেন, বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ তারে জড়িয়ে মেয়ের হাত-পা ও শরীরের অংশ পুড়ে যায়। এরপর চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন দফতরে সাহায্যের জন্য গিয়েছি। কেউ সাহায্যের জন্য আসেনি। সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করতে গেলেও অভিযোগ এজাহার হিসেবে গ্রহণ না করে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার সুন্নিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন শ্যামলী আবাসিক এলাকার পশ্চিম ষোলশহর ৯০৬/২-এ এবিসি হাইসের তৃতীয় তলায় বসবাস করতো জেনির পরিবার। চলতি বছরের গত ২৬ মার্চ বিকাল ৩টার দিকে বেলকুনিতে পরিত্যক্ত একটি পাইপ সরাতে গিয়ে বেলকুনির পাশেই ১১ হাজার ভোল্টেজের বিদ্যুতের লাইনে জড়িয়ে ইসরাত জাহান জেনির (১১) ডান হাতের কব্জি, বাম হাতের কনুই, বাম পায়ের পুরো পাতা এবং পেটের কিছু অংশ পুড়ে যায়। এ ছাড়া পেট থেকে বাম উরু পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুড়ে ঝলসে যায়।

এর পর মুমূর্ষু ও জলসানো মেয়েকে নিয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত বার্ন ইউনিটে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এরপর মেয়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে ৯ এপ্রিল ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়। জেনির এক হাত ও এক পায়ের কিছু অংশ কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর চারটি অপারেশন করা হয়।

সেখানে চিকিৎসা করতে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়। এরপর জেনির চিকিৎসা বাবদ বিভিন্নভাবে মোট ৩০ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে বলে দাবি করেন তার পরিবার।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে সময় ও ব্যয় দুই-ই বেড়েছে তিন গুণ

পদ্মা সেতু নির্মাণের সময় ও ব্যয় দুটোই বেড়েছে। শুরুতে এর নির্মাণ ব্যয় ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা ধরা হলেও সর্বশেষ তা তিন গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকায়। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ২০০৭ সালে ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্প একনেকে অনুমোদন পায়। শুরুতে পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নের পর ২০১৩ সালে সেতু চালুর ঘোষণা থাকলেও পরবর্তী সময় নির্মাণের ঠিকাদার নিয়োগের পর ২০১৮ সালের মধ্যে চালুর সিদ্ধান্ত হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২১ সালের ডিসেম্বরেও সেটি হচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছে, ২০২২ সালের এপ্রিলে পদ্মা সেতু জনসাধারণের যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, ২০১১ সালে প্রথম প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের পর পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় দাঁড়ায় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে এ প্রকল্পটি সংশোধন না করে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। চলতি ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মূল সেতুর অগ্রগতি ৯১ ভাগ, নদী শাসন ৭৬ আর সার্বিক অগ্রগতি ৮২ দশমিক ৫ শতাংশ।

সেতু পারাপারের টোল

সেতু চালু হওয়ার পর পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য মোটরসাইকেলের জন্য ১০৫ টাকা, কার জিপের জন্য ৭৫০ টাকা, ছোট বাসের জন্য ২০২৫ টাকা, বড় বাসের জন্য ২৩৭০ টাকা, পাঁচ টনের ট্রাকের জন্য ১৬২০ টাকা, আট টনের বড় ট্রাকের জন্য ২৭৭৫ টাকা, মাইক্রোবাসের জন্য ১২৯০ টাকা টোল প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতি ১৫ বছর টোলের হার ১০ শতাংশ বাড়ানো হতে হবে।

বর্তমানে ফেরিতে যে হারে যানবাহন পারাপারে ফি দেওয়া হচ্ছে, এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ফি দিতে হবে পদ্মা সেতু পারাপারে।

দু'টি প্রসিদ্ধ জিহাদী জামা'আত টিটিপিতে যুক্ত হওয়ার হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও

গত দুই সপ্তাহ পূর্বে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ দু'টি জিহাদী জামা'আত ও উভয় দলের উমারাগণ, মৌলবি আলিম খান উস্তাদ হাফিজাহুল্লাহ্ এবং কমান্ডার গাজী উমর আযযাম হাফিজাহুল্লাহ্ পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবানে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছিল। তখন উভয় দলের দায়িত্বশীলগণ টিটিপির আমীর মুহতারাম মুফতী নূর ওয়ালী মাহসূদ হাফিজাহুল্লাহ্'র হাতে বায়াতবদ্ধ হয়েছিলেন।

সম্প্রতি টিটিপির অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' উক্ত বায়াত অনুষ্ঠানের একটি হৃদয় প্রশান্তিকর ৮:০৭ মিনিটের ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ফটো:

ভিডিওটির অর্কাইভ লিংক:

https://archive.org/details/bait-aalim-khan-ustad-commander-ghazi-rabius-sani-1442-december-2020-720p

https://bit.ly/3m77tLT

হাইকোয়ালিটির (১৮৩ mb) ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://bit.ly/2LpHMJD

https://bit.ly/37aDMFr

https://www.mediafire.com/file/8sg37f4yqi06zzw/Bait_Aalim_Khan_Ustad_Commander_Ghazi_RabiusSani1442_December2020.mp4/file

https://bit.ly/3qNtC5i

https://bit.ly/3ncc0xS

হাইকোয়ালিটির (১১৩ mb) ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://bit.ly/2LtI8ix
https://bit.ly/3oNYLDJ
https://bit.ly/2IMgSec
https://bit.ly/3oOCHJr
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZURs7ZGSxU3B3WEu5uYrfgVchAGm6tUc3X

https://mega.nz/file/dMFX1KZI#2tvIWA6kKp_SCLrEsfyJKnrAzpdw9xKN7cln5Fbj3Mg

মধ্যম পর্যায়ের (৬৭ mb) ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://bit.ly/38bkwHh
https://drive.google.com/file/d/1FVrZ5z9avrnS_ktYg4tSm8PTM2M0reyx/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/lyzkpcyeu3klmt5/Bait_Aalim_Khan_Ustad_Commander_Ghazi_RabiusSani1442_December2020_480p.mp4/file

https://www.dropbox.com/s/5ua02xr01b0yveu/Bait%20Aalim%20Khan%20Ustad%20Commander%20Ghazi%20RabiusSani1442%20December2020_480p.mp4?dl=0

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZaRs7ZmjY7dnIO4eJGnXfY7CRYIhiICWk7

https://mega.nz/file/RUMlnYZI#GvBbTYFfVtop9pHJjy_aR_w4ikYTEE8JSpYCicyk0hI

নিম্ন মানের (৩১ mb) ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://bit.ly/37cQWln

https://drive.google.com/file/d/1i3Sf-hd14t-3rcqbPN3yWriBlnbKq-JI/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/1hspk3mf87fkk5q/Bait_Aalim_Khan_Ustad_Commander_Ghazi_RabiusSani1442_December2020_360p.mp4/file

https://www.dropbox.com/s/o4ec52r912eu3l0/Bait%20Aalim%20Khan%20Ustad%20Commander%20Ghazi%20RabiusSani1442%20December2020_360p.mp4?dl=0

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZGRs7ZKFKDXigMoEfTiHUtsYK0B05IFB2V

https://mega.nz/file/MFUFVKgB#GOXgDL_gOfr8tVMf5s1rKednEX3I3GlZQMz4ZijcyF4

মোবাইল কোয়ালিটি (২২ mb) ভিডিও ডাউনলোড লিংক:

https://bit.ly/3a58Jwy

https://drive.google.com/file/d/1x2hIZMjyUOqm684UFDgzne2cp7Afa5m6/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/gegabj7aylp90t0/Bait_Aalim_Khan_Ustad_Commander_Ghazi_RabiusSani1442_December2020_240p.mp4/file`

https://www.dropbox.com/s/0s9e2cywxfetrvy/Bait%20Aalim%20Khan%20Ustad%20Commander%20Ghazi%20RabiusSani1442%20December2020_240p.mp4?dl=0

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZiRs7Z42UpSLKraDpdlxX6qz3INFKswj8V

ফটো রিপোর্ট | কাবুল বাহিনীর ঘাঁটিতে শহিদী হামলার পরের হৃদয় প্রশান্তিকর দৃশ্য

গত দু'দিন পূর্বে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত আফহানিস্তানের গজনি প্রদেশের শালগর জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছিলেন একজন ইস্তেশহাদী তালেবান মুজাহিদ। যেই হামলায় মুরতাদ কুবুল বাহিনীর কমপক্ষে ৮০ সৈন্য নিহত এবং অর্ধশতাধিক সৈন্য আহত হয়েছিল।

উক্ত হৃদয় প্রশান্তিকর ইস্তেশহাদী হামলার পরে ঘাঁটির বর্তমান কিছু চিত্র...

https://alfirdaws.org/2020/12/12/44975/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হাতে ৬ মাদক ও মদ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার, নতুন এলাকা বিজয়

জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ৬ মাদক ও মদ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী সোমালীয় মুরতাদ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রিত একটি এলাকার সাধারণ জনগণ বেশ কিছুদিন যাবৎ ৬ মাদক ও মদ ব্যবসায়ীর নামে সমাজে ফাসাদ ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিকট।

এরপর গত ১১ ডিসেম্বর সানাজ রাজ্যের মালহু অঞ্চলে মদ ও মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ সমাজে ফাসাদ সৃষ্টির অভিযোগে অভিযোক্ত ৬ মাদক ও মদ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযানের সময় সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনী মুজাহিদদের আগমনের সংবাদ পেয়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়, যার ফলে মুজাহিদগণ কোন যুদ্ধ ছাড়াই এলাকাটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৩ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার বাহিনীর উপর দু'টি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে, গত ১১ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার জিযু রাজ্যের বারডোবো শহরে, ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক বহর টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর ৬ সৈন্য, সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ২ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য। এছাড়াও এই অভিযানে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বাহিনীর অস্ত্রবাহী একটি সামরিক ট্রাকও ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন।

এমনিভিবে উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ার বারী রাজ্যের বোসাসো শহর এবং আফ-আরার শহরের মধ্যবর্তী সড়ক অতিক্রমকালে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বোমা হামলার শিকার হয় পুটল্যান্ড প্রশাসনের সৈন্যরা। বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৪ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ঐদিন সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে আরো ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এবার ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ঘোষণা মরক্কোর

বিশ্ব সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ ও আনুষ্ঠানিক কূটনীতি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে মরক্কো। খবর আলজাজিরার।

এ নিয়ে গত চার মাসে চারটি আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করলো। এর আগে মিসর ও জর্ডান ইহুদি রাষ্ট্রটির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করায়, উপহার স্বরূপ পশ্চিম সাহারা অঞ্চল নিয়ে মরক্কোর দাবিকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে ট্রাম্পের উপস্থিতিতে হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। এরপর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সুদান।

বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় ঘোষণা দেয়, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হয়েছে মরক্কো।

ট্রাম্প বলেছে, ‘আরেকটি যুগান্তকারী অর্জন হলো। আমাদের দুই মহান বন্ধু ইসরায়েল এবং কিংডম অব মরক্কো পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি অর্জনের জন্য এটি বিশাল অগ্রগতি।’

হোয়াইট হাউস জানায়, ট্রাম্প এবং মরক্কোর বাদশাহ ষষ্ঠ মুহাম্মদ সম্মত হয়েছেন যে, ইসরায়েলের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে মরক্কো এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা প্রসারিত করবে।

এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মরক্কোর বাদশাহ। সে জানায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তার ফোনালাপ হয়েছে। মরক্কো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক করেছে বলে ষষ্ঠ মুহাম্মদ জানান।

ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তির বিনিময়ে বিতর্কিত পশ্চিম সাহারা নিয়ে নিজেদের দাবির স্বীকৃতি পাচ্ছে মরক্কো। এক দশক ধরে ওই অঞ্চলে আলজেরিয়া সমর্থিত পোলিসারিও ফ্রন্টের সঙ্গে লড়াই করে আসছে দেশটি।

দখলদার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মরক্কোকে স্বাগত জানিয়েছেন। সে আরব দেশটির ঘোষণাকে ‘ঐতিহাসিক ঘটনা’ বলে আখ্যা দেন।

এদিকে দখলদার রাষ্ট্রের সাতে সকল প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধীতা করছে মরক্কোর মুসলমরা।

অন্যদিকে, মরক্কোর এ ঘোষণায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ফিলিস্তিন সরকার। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) নির্বাহী কমিটির সদস্য বাসাম আস-সালহি বলেন, ‘ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো আরব রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন অগ্রহণযোগ্য। এটি ইসরায়েলি আগ্রাসন বৃদ্ধিকে সমর্থন দেয়া এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে অস্বীকার করা।’

একইভাবে গাজার হামাস সরকারের মুখপাত্র হাজেম কাসেম বলেন, ‘এটি অন্যায়, এটি কোনোভাবে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে না। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রত্যেকটি চুক্তি ব্যবহার করে ইসরায়েল তাদের দখলদারি বাড়াবে এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাবে।’

১১ই ডিসেম্বর, ২০২০

করাচিতে ন্যাটো জোটের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নেবে রাশিয়া

মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের সঙ্গে সামরিক মহড়ায় অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছে রাশিয়া। গত এক দশকের মধ্যে এই প্রথম রাশিয়া ন্যাটো জোটের সঙ্গে সামরিক মহড়া চালাতে যাচ্ছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, পাকিস্তানের করাচি বন্দর নগরীর কাছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ন্যাটো জোটের অংশগ্রহণে আমান-২০২১ নামে জলদস্যু বিরোধী একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে মস্কো নৌবাহিনীর সদস্যদের পাঠাবে। ৩০ জাতির এই মহড়ায় আমেরিকা, ব্রিটেন, তুরস্ক, জাপান এবং চীনের নৌবাহিনীও যোগ দেবে। এর আগে ২০১১ সালে স্পেনের পানিসীমায় ন্যাটো জোটের সঙ্গে রাশিয়া সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছিল।

---

৩০ বছরে ৯৫ হাজার কাশ্মিরীকে শহীদ করেছে ভারতীয় বাহিনী

দখলকৃত কাশ্মিরে নিপীড়িত কাশ্মীরী মুসলিমদের অধিকার লঙ্ঘন সাত দশক ধরে চলছে।

প্রতি বছরের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসটি পালিত হলো গতকাল ১০ ডিসেম্বর।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ বছরে ভারতীয় বাহিনী ৯৫,০০০ এর বেশি নিরস্ত্র কাশ্মীরিদের হত্যা করেছে।

৭ হাজারেরও বেশি কাশ্মীরিকে ভারতীয় বাহিনী বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে। হাজার হাজার কাশ্মীরি বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি, ছররা বুলেট ও টিয়ার গ্যাসের গোলাবর্ষণ করে আহত করেছে। দখলদার ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরিদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার হরণ করেছে।

গত বছরের আগস্টের পর থেকে কাশ্মীরিদের মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে দেওয়া হয়নি। মোহররম ও মিলাদুন্নবীর শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দখলকৃত কাশ্মীরে

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ বন্ধে ভারতকে চাপ দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

সূত্র: ডেইলি জং

মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে বিল পাস করলো ফ্রান্স

বিভিন্ন মুসলিম দেশের আপত্তি উপেক্ষা করেই, ইসলামি চরমপন্থা দমনে নামে বিতর্কিত বিলে অনুমোদন দিলো ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা। যাতে মুসলিম শিশুদের ঘরোয়া ধর্মীয় শিক্ষায় বিধিনিষেধ আরোপের প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ ঘরোয়া পরিবেশে মুসলিম শিশুদেরও ইসলাম শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারেও থাকবে নিষেধাজ্ঞা। বুধবার পাস হওয়া বিলটি নতুন বছরের শুরুতেই পার্লামেন্টে তোলা হবে। ম্যাকরন সরকারের দাবি, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, বরং কট্টরপন্থা থেকে মুসলিমদের বাঁচাতেই এ আইন।

সবশেষ পরিসংখ্যানে, ফ্রান্সে মুসলিমের সংখ্যা ৫৭ লাখের বেশি, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ। তবে, ক্রুসেডার ফ্রান্সের ইসলাম বিদ্বেষী কার্যকলাপে ক্রমেই চাপ বাড়ছে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠির ওপর। সবশেষ, বুধবার, তথাকথিত কট্টরপন্থা ঠেকানোর নামে ইসলাম নিষেধাজ্ঞা নামে, একটি আইনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে ফরাসি মন্ত্রিসভা। সরকারের দাবি, ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি সমুন্নত রাখতেই নতুন আইন।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জ্য ক্যাসটেক্স বলেন, “এ বিল ইসলাম বা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। উল্টো, এটি একটি মুক্তির বিল, সুরক্ষার বিল। ধর্মীয় গোড়ামি থেকে মুক্তি দেবে এ বিল। ধর্মনিরপেক্ষতা সবাইকে বিশ্বাস করার বা না করার গ্যারান্টি দেয়। ফ্রান্সের সামাজিক পরিসরে কোনো ধর্মীয় চর্চাকেই প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই।”

বিতর্কিত এই আইনে, শিশুদের মূলধারার পাঠদানের বাইরে ঘরোয়া বা অনানুষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নজরদারির বিধান রয়েছে। কড়াকড়ি আরোপ হয়েছে, সমাজ ও রাজনীতিতে ইসলামি পরিচয় প্রকাশের ওপর।

জ্য ক্যাসটেক্স বলেন, “কট্টর ইসলামপন্থার মতো বিপজ্জনক একটি মূল্যবোধ ঠেকাতেই এ আইন। এ মূল্যবোধের লক্ষ্যই হলো মানুষের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করে সমাজে হিংসা ও সহিংসতা ছড়ানো। এটাকেই আমরা বলছি, বিচ্ছিন্নতাবাদ। একটি গোষ্ঠি পরিকল্পিতভাবে দেশের আইনের ওপরে ধর্মীয় মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করছে।”

কার্টুন বিতর্কের মধ্যে, ১৬ অক্টোবর এক শিক্ষক খুন হওয়ার পর থেকেই, নজরদারি বাড়ছে ফরাসী মুসলিমদের ওপর। তল্লাশি হয়েছে মসজিদেও। যদিও, অনেকেই সতর্ক করছেন, একটি ধর্মের মানুষকে কোণঠাঁসা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

প্যারিস মুসলিম এসোসিয়েশনের মহাসচিব নাজাত বেন আলি বলেন, “আমাদের সবাইকে আলাদা নজরে দেখা হচ্ছে। আসলে ইসলাম নিয়েই কিছু রাজনীতিকের সমস্যা। এর বিরোধিতা করাই তার মূল ব্যবসা।”

এখন পর্যন্ত এ বিল সম্পর্কে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো কোন প্রকার টু শব্দও করছে না। বরং তাদের নিরবতায় ফ্রান্সের সকল কুকীর্তির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করছে।

সূত্র : যমুনা টিভি

১০ই ডিসেম্বর, ২০২০

নেতানিয়াহুকে মিশর সফরের আমন্ত্রণ সিসির

দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে মিশর সফরের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেদেশের স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তাহ আস-সিসি। ইসরায়েলি পত্রিকা ‘ইসরায়েল হিউম’ এ তথ্য জানিয়েছে।

পত্রিকাটি লিখেছে, গত এক দশকের মধ্যে এই প্রথম ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মিশরের কাছ থেকে প্রকাশ্য আমন্ত্রণ পেলো। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এ সফর অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে আস-সিসি আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন জানানো হয়েছে। অবশ্য এর আগেও সন্ত্রাসী নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেছে খুনি আস-সিসি।

ইসরায়েলি সূত্রগুলো আরও বলছে, মিশরের প্রেসিডেন্ট আস-সিসি ত্রিপক্ষীয় একটি বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করছে যেখানে নেতানিয়াহুর পাশাপাশি ফিলিস্তিনের স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসও উপস্থিত থাকবে।

দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে মিশরের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস এরইমধ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে যেকোনো আপোষ আলোচনায় ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে।

ভারতের কর্ণাটকে গরু জবাই বন্ধে প্রস্তাব পাস

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বিধানসভায় হট্টগোলের মধ্য দিয়ে বিতর্কিত গরু জবাইবিরোধী প্রস্তাব পাস হয়েছে। গবাদিপশু জবাইরোধ ২০২০-এ, রাজ্যে গরু জবাই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধের আহ্বান জানানো হয়।

বুধবার বিধানসভায় প্রস্তাবটি পাস হয়। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে কর্ণাটকের আইন এবং সংসদবিষয়ক মন্ত্রী জেসি মধুস্বামী বলেছে, হ্যাঁ প্রস্তাবটি বিধানসভায় পাস হয়েছে।

গরু-বাছুরের পাশাপাশি ১২ বছরের কম বয়সী মহিষ-মহিষের বাছুর রক্ষার বিষয় প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গবাদিপশু সুরক্ষায় গোয়ালঘর কীভাবে তৈরি করতে হবে তাও বলা হয়েছে। বিষয়গুলো তদারকির জন্য পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গবাদিপশু রক্ষায় যারা কাজ করবে তাদের সুরক্ষার বিষয়ে প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, প্রস্তাব পাস হলে, সংখ্যালঘু মেরুকরণ বাড়বে। আইনের অপপ্রয়োগের শিকার হবে সংখ্যালঘু মুসলিমরা।

উইঘুর | শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিমদের

শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিমদের। প্রতি শুক্রবার জুমার দিন উইঘুর বন্দী শিবির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটছে। যারা শুকরের মাংস ভক্ষণ করতে অস্বীকার করছে, তাদের উপর কঠিন শাস্তি বাস্তবায়ন করছে চীনা নাস্তিক্যবাদী সরকার।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগিনেস্ট মুসলিম জানায়, উইঘুর বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের থেকে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এমনই একজন বন্দী মহিলা সাইরাগুল সাউথবে। তাঁর সাক্ষাৎকার থেকেই এ সব শাস্তির বিষয়ে জানা গিয়েছে।

সাইরাগুল জানায়, ইসলামে শুকরের মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। চীন সরকার এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কেই মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। যা মুসলিমদের দুর্বিষহ বন্দী জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

তিনি বলেন, শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে চীনা নাস্তিক্যবাদী সরকার ইসলাম বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

এভাবেই চীনা নাস্তিক্যবাদী সরকার মুসলিমদেরকে ইসলামবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করছে। যা স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। এ বিষয়ে বরাবরই নিরব ভূমিকা পালন করছে কথিত মানবাধিকার সংস্থা গুলো।

লাদাখ সীমান্তে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে চীন, বিপাকে ভারত

ভারতের লাদাখ সীমান্তে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে চীন। লাদাখ সীমান্তে সেনা মোতায়েন নিয়ে পাঁচরকমের ব্যাখ্যা দিচ্ছে চীন।

গালওয়ান সংঘর্ষেরঘটনার সূত্র ধরে দুই দেশের সম্পর্ক ঘোরতর আঘাত পেয়েছে। বুধবার চীনা সেনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে এমনটাই বলেছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর।

সীমান্তে প্রচুর পরিমাণে সেনা মোতায়েন করার পাঁচরকমের ব্যাখ্যা দিচ্ছে চীন। এর ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও খারাপ জায়গায় পৌঁছেছে।

অস্ট্রেলিয়ার ‘Lowy Institute’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কোনও রাখঢাক না করেই জয়শংকর বলেছে, বিগত ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বর্তমানে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের সবচেয়ে খারাপ পর্ব চলছে। ১৯৭৫ সালের পর গালওয়ান সীমান্তে সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে।

লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে চীন। তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। এর ফলে স্বভাবিকভাববেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে।

ভাস্কর্য নিয়ে নওমুসলিম যুবকের স্ট্যাটাস ভাইরাল

দেশে চলমান ভাস্কর্য নিয়ে বিতর্কের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মূর্তি নিয়ে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে আলোচনায় এসেছেন এক নওমুসলিম।ইতিমধ্যে তার এই স্ট্যাটাসটি ভাইরাল হয়েছে। তার আগের নাম সত্যজিৎ রায় (২২)। তিনি পেশায় একজন ফ্রিল্যান্সার। মুসলিম হয়ে তিনি তার নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ।

রাজধানী ঢাকার খিলক্ষেত এলাকায় থাকেন মুহাম্মাদ। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর থেকে তিনি তার পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছেন। স্বনির্ভর এ যুবক ভাস্কর্য নিয়ে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্য ফেসবুকে লিখেছেন, 'মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। যেই মূর্তি-ভাস্কর্য বাদ দিয়ে হিন্দু থেকে ইসলামে দাখিল হলাম, আজ সেই মুসলিমই কুরআন হাদিসের বিপক্ষে।'

মুহাম্মাদের প্রোফাইল থেকে গত রবিবার (৬ ডিসেম্বর) দেয়া স্ট্যাটাসটিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ৫শ মানুষ মন্তব্য করেছেন এবং ১ হাজারেও বেশি ব্যবহারকারী এটি শেয়ার করেছেন।

মন্তব্যের ঘরে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী মুহাম্মাদের এমন কাজের প্রশংসা করেছেন। তারা বলছেন, 'মুহাম্মাদ ইসলামে এসে এ ধর্মের মর্ম বুঝতে পেরেছেন।

মোহাম্মদ নিলয় নামে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, আপনি সফল আল্লাহ প্রেমিক ভাই। যারা একটা দলের জন্য আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়ে ভাস্কর্য আর মূর্তি প্রেমিক হচ্ছে, তাদের হিসাব আল্লাহ নেবেন। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝদান করুক।

মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন নামে একজনে লিখেছেন, জন্মসূত্রে সবাই মুসলিম। কিন্তু মুমিন বা মুত্তাকী কতজন? নিজেকে মুমিন মুত্তাকী হিসাবে গড়ে তুলুন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে জান্নাতে যাবেন। ইসলামটা আপনার জন্য আদর্শস্বরুপ। সবাই কি করলো সেটা দেখতে যাবেন না। স্টাডি করেন, বেশীরভাগ আলেমদের মতকে অগ্রাধিকার দেন।

তানভীর আহমেদ লিখেছেন, ভাই এদের নামগুলো শুধু মুসলমানদের মত। আসলে এরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। আল্লাহ এবং রাসূলের যারা বিরোধী, তারা আর যাইহোক মুসলিম থাকে না। আমাদেরকে এসব বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকার জান-ই-আলম সরকার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন মুহাম্মদ। ছোটবেলা থেকেই একাডেমিক পড়ালেখায় মনোযোগী ছিলেন না নওমুসলিম মুহাম্মাদ। কর্মমুখী শিক্ষায় ঝোঁক ছিল তার। সে থেকে পরবর্তীতে এসএসসি পরীক্ষার পর শুরু করেন ফিল্যান্সিং। বর্তমানে তিনি এর মাধ্যমে স্বনির্ভর জীবনযাপন করছেন।

মুহাম্মাদ জানান, তার স্ট্যাটাসটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে তিনি বেশকিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে তার ফেসবুকে ব্যবহার করা নাম নিয়ে। তবে ফেসবুক পলিসির

কারণে তিনি বর্তমানে নাম পরিবর্তন করতে পারছেন না বলে জানান। এছাড়া এ স্ট্যাটাসটি কাউকে দেখানো কিংবা ভাইরাল হওয়ার কোন উদ্দেশ্য ছিল না তার। তিনি শুধুমাত্র নিজ দায়িত্ব থেকে এটি লিখেছেন।

মুহাম্মাদ চলতি বছরের শুরুতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি গণমাধ্যমকে জানান, হিন্দু ধর্মালম্বীদের সবাই তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিপূর্ণভাবে পড়ে না। যদি পড়তো তাহলে সবাই দলে দলে ইসলামে দাখিল হতো।

স্ট্যাটাসের বিষয়ে মুহাম্মাদ বলেন, আমি শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। যা আল্লাহ আমার উপর ফরজ করেছেন। তিনি কোরআনে বলছেন, সত্য সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তালার। আমি উছিলা মাত্র, আমাকে নেকি অথবা গুনাহ অর্জন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এখন আমি কি করছি তা দ্বারা আমার বিচার হবে। না হলে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হতে চাই না।

---

৪ দিনের ব্যবধানে ঢাবির ক্যাম্পাস থেকে ফের নবজাতকের লাশ উদ্ধার

মাত্র ৪ দিন আগে জগন্নাথ হলের সামনে ড্রেনের পাশে রাস্তার উপর থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছিল। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের পেছনে পানির পাম্প সংলগ্ন কেচি গেটের সঙ্গে লাগানো অবস্থায় এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নবজাতককে কে বা কারা ওই স্থানে রেখে গেছে তা পুলিশ এখনো জানতে পারেনি।

বুধবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে খবর পেয়ে নবজাতকটির লাশ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গত শনিবার (৫ ডিসেম্বর) জগন্নাথ হলের সামনে ড্রেনের পাশে রাস্তার উপর থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তার আগে গত ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছিলেন প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা।

ফিলিস্তিনিদের অবরুদ্ধ রাখতে ইসরায়েলের নতুন পরিকল্পনা

পশ্চিম তীরে নতুন করে আবারও ইহুদি বসতি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে ইসরায়েল। গত রোববার ইসরায়েলি কয়েকটি গণমাধ্যম এ বিষয়ে খবর প্রকাশ করে।

এপি ও ডেইলি সাবাহর খবরে বলা হয়, পশ্চিম তীরে আরো চারটি অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণ করা হবে।

এছাড়া, আল-কুদস শহরের উত্তরে আরো নয় হাজার ইউনিট বসতি নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে তেল আবিব। রোববার ইসরাইলের পরিবহনমন্ত্রী মিরি রেজেভ পশ্চিম তীরে নতুন চারটি বসতি নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দেয়। এ পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন মহাসড়ক, পাতালপথ ও ওভারপাস নির্মাণ করবে ইহুদিবাদী দেশটি।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হলে কয়েক বছরের মধ্যে ওই সব বসতির বাসিন্দারা জেরুসালেম ও তেল আবিবে অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে নিজেদের শহরগুলোর এক অংশে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন ফিলিস্তিনিরা। ১৯৯৫ সালের ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) মধ্যে চুক্তির আওতায় পূর্ব জেরুসালেমসহ পশ্চিম তীরকে অঞ্চল এ, বি এবং সিতে বিভক্ত করা হয়েছিল।

পশ্চিম তীরের প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা নিয়ে এরিয়া সি গঠিত। ওই এলাকার নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ইসরায়েল নিয়ন্ত্রণ করে। এরিয়া সি এলাকায় বর্তমানে প্রায় তিন লাখ ফিলিস্তিনি নাগরিক বসবাস করেন। যাদের অধিকাংশ বেদুইন অবস্থায় মূলত তাঁবু, কাফেলা এবং গুহায় বাস করে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুসালেমের উভয় অংশকেই অধিকৃত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সেখানে ইহুদি বসতি-নির্মাণ কার্যক্রমকে অবৈধ বলে মনে করা হয়। সূত্র: ইকনা

কোরআন পাঠ, হজ্ব ভ্রমণের জন্য মুসলিমদের গ্রেপ্তার করত চীন

চীনের শিনজিয়াংয়ে তুর্কি উইঘুর মুসলিমদের কোরআন শরীফ পাঠ, পর্দা পরা, হজ্বে যাওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করত চীন। বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। খবর আল জাজিরা।

খবরে বলা হয়েছে, আকসু দপ্তরের ২ হাজারের বেশি বন্দির ফাঁস হওয়া তালিকা পেয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তলিকাটি তারা যাচাই-বাছাই করেছে। মুসলিমদের দমন করতে চীন প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

মায়া ওয়াং নামে এক সিনিয়র চীনা এইচআরডব্লিউ গবেষক জানান, আকসুর তালিকা থেকে কিভাবে চীন শিনজিয়াংয়ে তুর্কি মুসলিমদের তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দমন-নিপীড়ন চালায় তার ভয়ানক বর্ণনা পাওয়া গেছে।

এইচআরডব্লিউ উদাহরণস্বরূপ দুইটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। প্রথমটি ১৯৮০ সালে, একব্যক্তির কোরআন পাঠ এবং ২০০০ সালে স্ত্রীকে পর্দা পরতে দেওয়ায় চীন ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে। এর পর ২০১৩ সালে আকসুর বাইরে ভ্রমণ করায় এক নারীকে আটক করেছে চীন। ঐ নারী প্রথমে কাশগর এবং হতানে এক রাত কাটিয়েছিলেন। এছাড়া আকসুর তালিকা থেকে এইচআরডব্লিউ আরো জানায়, ভিপিএন ব্যবহার করে চ্যাট করার কারণেও ওই অঞ্চলে অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

জাতিসংঘের অনুমান, ১০ লাখের বেশি তুর্কি মুসলমান এদের মধ্যে বেশিরভাগ জাতিগত উইঘুর। পশ্চিম-পশ্চিম জিনজিয়াংয়ে তাদের বন্দি শিবিরে আটকে রাখা হয়েছে। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন তাদের আটকের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি মুসলমানদের "জাতিগত এবং ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলা" এবং চীন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা।

বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে ইসরায়েলি ফুটবল ক্লাব কিনলো আমিরাতি যুবরাজ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসক পরিবারের এক যুবরাজ দখলদার ইসরায়েলের একটি ফুটবল ক্লাবের অর্ধেক মালিকানা কিনে নিয়েছে। এ ক্লাবটির সমর্থকরা সবচাইতে বেশি মুসলিম ও আরব বিদ্বেষী। এছাড়া সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও অবমাননার অবমাননার অভিযোগ রয়েছে।

বেইতার জেরুযালেম নামের এই ক্লাবটিতে আগামী ১০ বছরে ৯২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে শেখ হামাদ বিন খলিফা আল নাহিয়ান।

শেখ হামাদ দাবি করে, ‘আমি রোমাঞ্চিত এই গৌরবময় ক্লাবের অংশীদার হতে পেরে। আমি এই শহর সম্পর্কে অনেক শুনেছি, বিশ্বের অন্যতম পবিত্র শহর, ইসরায়েলের রাজধানী।’

ইসরায়েলের শীর্ষস্থানীয় ফুটবল ক্লাব বেইতার জেরুযালেম। যারা ছয়বার ইসরায়েলের প্রিমিয়ার লিগে জয় পেয়েছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামেন নেতানিয়াহু এই ক্লাবটির সমর্থক।

এই ক্লাবটি পরিচিত ‘উগ্র’ সমর্থকগোষ্ঠীর জন্য, যারা ‘লা ফ্যামিলিয়া’ নামে পরিচিত। যারা আরবদের প্রতি সরাসরি বিদ্বেষী।

ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ আরব।

ক্লাবটির স্টেডিয়ামে ‘আরবদের মৃত্যু হোক’ এমন শ্লোগান নিয়মিত শোনা গিয়েছে।

ক্লাবের সমর্থকেরা যখন জানতে পারে, একজন আমিরাতি আরব যুবরাজ এই ক্লাবটির অর্ধেক শেয়ার ক্রয় করেছে। এর পর থেকেই ক্লাবটির সমর্থকরা এবিষয়ে বিরোধিতা করছে।

ক্লাবটির সমর্থকেরা বেইতার জেরুজালেম স্টেডিয়ামের বাইরের দেয়ালে আক্রমণাত্মক ইসলাম ও আরব বিরোধী বিভিন্ন লেখা অংকন করে। তারা দেয়ালে লিখে, ‘মুহাম্মদ মারা গেছে’, ‘আরবরা মরে পঁচে গেছে’, ‘দুবাই তোরা আমাদের কিনতে পারবেনা’, আমরা তোদের..... (....অকথ্য ভাষায় গালি)’।

ঠিক তিন মাস আগে আরব আমিরাত প্রথম উপসাগরীয় আরব মুসলিম গাদ্দার দেশ হিসেবে দখলদার ইসরায়েলের অবৈধ রাষ্ট্রের সাতে সম্পর্ক স্বাভাবিকের চুক্তি করে।

চুক্তির পর দু-দেশের বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে এ ক্লাবটি কেনা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমগুলো।

সূত্র : ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

০৯ই ডিসেম্বর, ২০২০

‘ভাস্কর্য ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়’ বলে প্রচারণার নির্দেশ কুফরী হাইকোর্টের

মানব ভাস্কর্য, ম্যুরাল, প্রতিকৃতি, স্ট্যাচু ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ’ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ নয় বলে ‘জনমত গড়তে’ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবকে গণমাধ্যমে প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছে কুফরী হাইকোর্ট।

এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয়।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিল অ্যাডভোকেট নাহিদা সুলতানা যুথী ও এবিএম শাহজাহান আকন্দ মাসুম।

এর আগে ৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী উত্তম লাহিড়ী এ রিট করে।

নিউইয়র্কে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেছে ১৯ শতকের একটি গীর্জা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেছে ১৯ শতকের একটি গীর্জা। শনিবার ম্যানহাটনের একটি গ্রামে স্থানীয় সময় সকালে হয় এ ঘটনা ঘটেছে।

একটি খালি ভবনে হয় আগুনের সূত্রপাত। কিছুক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী মিডল কলেজিয়েট গীর্জা ও আরেকটি ভবনে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই বেশিরভাগ অংশ পুড়ে যায় গীর্জাটির।

এদিকে আগুন নেভাতে গিয়ে দগ্ধ হন চার ফায়ার সার্ভিস কর্মী।

ভারতে আত্মগোপন করেছিল ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলাকারী সেই খ্রিস্টান সন্ত্রাসী

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলাকারী খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ব্রেন্টন টেরেন্ট ভারতে আত্মগোপনে ছিল বলে জানিয়েছে নিউজিল্যান্ড পুলিশ। টেরেন্ট সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানে নেমে তারা জানতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা সন্ত্রাসী টেরেন্ট তিন মাস ভারতে আত্মগোপন করেছিল। খবর জি নিউজের।

গত বছরের ১৫ মার্চ ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে ভয়াবহ হামলা চালায় খ্রিস্টান সন্ত্রাসী টেরেন্ট। সেই হামলায় মোট ৫১ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই হামলার ফেসবুক লাইভ করেছিল এই সন্ত্রাসী ।

মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসা মুসলিমদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল এই খ্রিস্টান সন্ত্রাসী।

পুলিশ জানিয়েছে, ৩০ বছর বয়সী টেরেন্ট জিমে প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করতো। ২০১২ সালে চোট লাগার পর সেই চাকরি ছেড়ে দেয় সে। তার পর আর সে কোনও কাজ করেনি।

ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিতে নিহত আরো দুই বাংলাদেশি

ঠাকুরগাঁওয়ে সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছে।

মঙ্গলবার ভোরে হরিপুর উপজেলার বেতনা সীমান্তের বিপরীতে ভারতের তিনগাঁও বিএসএফ সন্ত্রাসীরা তাদের গুলি করে।

নিহতরা হলেন- নিহত রবিউল ইসলাম (২৬) উপজেলার ছোট্ট চড়ুই গেদী গ্রামের আবদুল হকের ছেলে এবং নাজিমউদ্দিন (৩০) হরিপুর উপজেলার বাসিন্দা।

আমজানখোর ইউপি চেয়ারম্যান মো. আকালু এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

স্থানীয়রা জানায়, রবিউলসহ আরও কয়েকজন সকালে বাড়ির অদূরে নাগর নদীতে মাছ ধরতে যান। একপর্যায়ে তারা নদী থেকে উঠে সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

এতে অন্যরা কোনো রকমে প্রাণে রক্ষা পেলেও রবিউল ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় গুলিবিদ্ধ নাজিমউদ্দিনকে উদ্ধার করে দিনাজপুরে নেয়ার পথে তিনিও মারা যান।

বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি হাবিবুল হক প্রধান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে দুজন নিহত হয়েছেন।

রাতের আঁধারে ব্রিজ কেটে ফেলার সময় আ:লীগ নেতা জনতার হাতে ধরা

বরিশালের বানারীপাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহিম খানসহ ১০ জন মিলে ইলেকট্রিক ড্রিল গ্রাউন্ডার মেশিন দিয়ে ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থান কেটে ফেলেছে।

শুক্রবার রাতের আঁধারে অবৈধভাবে পল্লী বিদ্যুতের লাইনে সংযোগ নিয়ে ইন্দেরহাওলা সাইক্লোন শেল্টারসংলগ্ন নাছির শিকদারের রাইস মিলের উত্তর পাশের ব্রিজটি কেটে ফেলার

সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে তারা। শনিবার উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের ইন্দেরহাওলা গ্রামের ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. ফারুক হোসেন ও একই ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম খানসহ অজ্ঞাত ১০ জনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলা পরিষদ থেকে ওই ব্রিজটিসহ বিভিন্ন সময় টেন্ডার দেয়া এই উপজেলার একাধিক পুরাতন ব্রিজের লোহার বিম ও রড সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে জমা রাখার জন্য রেজুলেশন করে দেয়া হয়েছে। ফলে রাতের আঁধারে ইন্দেরহাওলা গ্রামের ওই বিষয়টি ভেঙে ফেলা হলেও তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি।

ইন্দেরহাওলা সাইক্লোন শেল্টারসংলগ্ন নাছির শিকদারের রাইস মিলের উত্তর পাশের ব্রিজটি (৬০ ফুট) ৭৮ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭৫ টাকা ব্যয়ে নির্মাণের জন্য সম্প্রতি বরিশাল এলজিইডি থেকে টেন্ডার দেয়া হয়। এ সময় ওই টেন্ডারটি বরিশালের মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ পায়। তিনি জানান, সম্প্রতি ঠিকাদারি ওই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ব্রিজটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য সাব-কন্ট্রাক্ট হিসেবে নিয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে ইন্দেরহাওলা সাইক্লোন শেল্টারসংলগ্ন মো. নাছির শিকদারের রাইস মিলের উত্তর পাশে ৮ গ্রামের জনতার চলাচলের একমাত্র ব্রিজটি (৬০ ফুট) শুক্রবার গভীর রাতে তারা আবদুর রহিম খানের নেতৃত্বে অজ্ঞাত ১০ জন পল্লী বিদ্যুতের লাইনে অবৈধ সংযোগ দিয়ে ইলেকট্রিক ড্রিল গ্রাউন্ডার মেশিন দিয়ে ওই ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থান কেটে ফেলে। এ সময় মেশিনের শব্দ পেয়ে স্থানীয় জনতা তাদের হাতে-নাতে ধরে ফেলে।

পরে বিক্ষুব্ধ জনতা এ বিষয়টি থানা পুলিশকে অবহিত করেন। পরে খবর পেয়ে লবণসাড়া পুলিশ এসআই মো. আবু হানিফ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে তাদের উদ্ধার করে।

০৮ই ডিসেম্বর, ২০২০

ভারত জুড়ে কৃষকদের অবরোধের ডাক

নতুন কৃষি আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত কৃষকেরা ভারত জুড়ে অবরোধ বা বনধ ডেকেছে। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে। এই সময়ে বন্ধ থাকবে পরিবহন সেবা, অফিস ও দোকানপাট। এছাড়া কৃষকেরা মহাসড়ক ও টোল প্লাজা অবরোধ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

নতুন কৃষি আইনের প্রতিবাদে দিল্লি ঘেরাও কর্মসূচিতে কৃষকের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। দিল্লির সীমান্ত জুড়ে ইতোমধ্যে অবস্থান নিয়েছে লাখ লাখ কৃষক। সরকার কৃষি পণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নিয়ে বারবার মৌখিক আশ্বাস দিলেও তা মানতে রাজি নয় কৃষকেরা। এমন প্রেক্ষাপটে শনিবার উভয় পক্ষের পঞ্চম দফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে সরকার কৃষকদের লিখিতভাবে আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। তবে তা মানতে রাজি নয় কৃষকেরা। তাদের দাবি নতুন কৃষি আইন বাতিল করতে হবে।

কৃষকদের ডাকা মঙ্গলবারের ভারত বনধ কর্মসূচিতে সমর্থন দিয়েছে অন্তত ১৫টি বিরোধী রাজনৈতিক দল। ব্যাংক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা কৃষকদের আন্দোলনে সংহতি জানালেও বনধ কর্মসূচিতে শামিল হবে না। কালো ব্যাচ পরে দায়িত্ব পালন করবে তারা। তবে কমঘণ্টা শুরুর আগে এবং পরে বিক্ষোভ করারও ঘোষণা দিয়েছে তারা। এছাড়া প্রায় সব বাণিজ্যিক পরিবহন ও ট্রাক ইউনিয়নও অবরোধ কর্মসূচিতে সমর্থন জানিয়েছে।

দিল্লিতে অবস্থান নেওয়া কৃষকদের বড় অংশই হরিয়ানা ও রাজস্থান রাজ্যের। কৃষকদের অবরোধ কর্মসূচিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে দিল্লি ও হরিয়ানা পুলিশ আলাদাভাবে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া কংগ্রেস শাসিত পাঞ্জাব পুরোপুরি অচল হয়ে পড়বে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মোদি সরকার সম্প্রতি কৃষি আইনে বদল করে করপোরেট চাষ ও কৃষকদের কাছ থেকে যত খুশি ফসল কেনার অনুমতি দিয়েছে। করপোরেশনগুলি কৃষকদের আগাম টাকা দিয়ে কী চাষ করতে হবে সেটাও বলে দিতে পারবে। কৃষকদের ধারণা, এর ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। তারা শেষ পর্যন্ত করপোরেশনের দাসে পরিণত হবেন। সুবিধা হবে বড় সংস্থাগুলির। কয়েক বছরের মধ্যে কৃষিতে তাদের মনোপলি প্রতিষ্ঠা হবে।

পাকিস্তানের প্রবীণ আলেম মুফতি যারওয়ালি খানের ইন্তেকাল

পাকিস্তানের প্রবীণ আলেম মুফতি যারওয়ালি খান ইনতিকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। তিনি পাকিস্তানের জামিয়া আহসানুল উলুম করাচীর মুহতামিম ছিলেন।

বেশ কিছু দিন ধরে তিনি অসুস্থতায় ভুগছিলেন। হাসপাতালে নেয়া হলে তার অবস্থার অবনতি হয় এবং আজ ৬৭ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

এই প্রবীণ আলেম পাকিস্তানের খায়বারপাকতানখাওয়া প্রদেশে ১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ইসলামিক স্কলার, লেখক ও মাদরাসার পরিচালক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি ১৯৭৮ সালে করাচীতে জামিয়া আরাবিয়া আহসানুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে কথিত 'লাভ জিহাদ আইনে' গ্রেফতার ১০

ভারতে কথিত 'লাভ জিহাদের' নামে ১০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, চলমান কৃষক বিদ্রোহ দমনে ধর্মের ব্যবহার করে একের পর এক বিজেপিশাসিত রাজ্যে কথিত 'লাভ জিহাদবিরোধী আইন' পাস করছে বিজেপি সরকার, যাতে মূল ব্যর্থতা আড়াল করা যায়।

গত মাসে ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশ কথিত ‘লাভ জিহাদের’ বিরুদ্ধে আইন পাস করে। আইনে ‘লাভ জিহাদ’ প্রমাণিত হলে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, এটা বিজেপি সরকারের মুসলিমবিরোধী এজেন্ডা।

দেশের হিন্দু নারীদের প্রেম করে বিয়ের পর ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করে একে ‘প্রেমের মাধ্যমে জিহাদ’ বা ‘লাভ জিহাদ’ বলে অভিহিত করছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার উভয় স্থানেই ক্ষমতায় রয়েছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে পরিচিত ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি।

কমপক্ষে ভারতের আরও চার রাজ্য— মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, কর্ণাটক এবং আসাম রাজ্য সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা অনুরূপ ভিনধর্মে বিয়েবিরোধী এমন আইন পাস করার পরিকল্পনা করছে।

০৭ই ডিসেম্বর, ২০২০

বিকেলে সুস্থ লিটনকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ, রাতেই মৃত্যু

পটুয়াখালীর দশমিনা থানা পুলিশের হেফাজতে লিটন খাঁ নামে এক সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে স্থানীয় এক মাদ্রাসা সুপারের অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে থানায় আনা হয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার দাবি করেন নিহতের স্ত্রী।

এদিকে পুলিশ বলছে, বাথরুমে গিয়ে সে বিষপান করেছে। এদিকে লিটন গ্রেফতার হওয়া আসামি না হওয়ায় তার শরীর তল্লাশি করা হয়নি বলে দাবি পুলিশের। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা থানার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে রোববার বিকেলের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

লিটন খাঁ'র ভগ্নিপতি মোফিজুর রহমান জানান, রোববার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে লিটনকে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমিও থানায় যাই। ওই মুহূর্তে লিটনকে অসুস্থ অবস্থায় পুলিশ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাচ্ছিল।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে রাতে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১টার পর লিটন মারা যান। লিটনের স্ত্রী মাজেদা বেগম অভিযোগ করেন, তার স্বামীকে সুস্থ অবস্থায় ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশের পিটুনিতে শেষ হলো তাজরিন শ্রমিকদের ৮০ দিনের অবস্থান

ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবিতে টানা আশি দিন ধরে প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থানরত একদল গার্মেন্টস শ্রমিককে পুলিশ পিটিয়ে তুলে দিয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তাজরিন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা বলছে, সোমবার (৭ ডিসেম্বর) ভোর ৪টার দিকে পুলিশ এসে তাদের বেদম পিটিয়ে এবং জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে উঠিয়ে দিয়েছে।

আন্দোলনকারী শ্রমিকদের একজন আলেয়া বেগম বলছেন, ভোর ৪টার দিকে হাইকোর্টের দিকের বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। আমরা সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগে ঘুমের মধ্যে আমাদের পেটানো শুরু করে। অনেক পুলিশ ছিলো।

'মহিলা পুলিশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলো। পেটানোর পরে গ্যাস মারা হইছে, গরম পানি মারছে। আমরা যে যেইদিকে পারি পালিয়ে গেছি'।

আলেয়া বেগম পুলিশেপ অগ্রসর হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, একদম মৌমাছির ঝাঁকের মতো আসছে।

জরিনা বেগম নামে আরো এক শ্রমিক বলছেন, কুড়ি জনের বেশি শ্রমিককে ঢাকা মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

তিনি বলেছেন, তাদের সাথে দশ বছরের কম বয়সী দু'টি শিশুও অবস্থান করছিলো।

গত ৮০ দিন যাবৎ তাজরিন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০ জনের মত শ্রমিক ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে ঢাকায় প্রেস ক্লাবের সামনে ফুটপাতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন।

যাদের বেশিরভাগই নারী। সেখানে রাতে ফুটপাতেই প্লাস্টিক পেতে ঘুমানো ও খাওয়া দাওয়াও করছিলেন।

কয়েকদিন আগে এ-ওয়ান নামে সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া আর একটি কারখানার কয়েকশ শ্রমিক বকেয়া বেতনদের দাবিতে সেখানে অবস্থান শুরু করেন। সেখানে শ্রমিক সংগঠনের অ্যাক্টিভিস্টদের কয়েকজনও ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি সংগঠনের কিছু সদস্যও সেখানে আন্দোলন করছিলেন ।

২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরিন ফ্যাশনসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১০০ জনের বেশি শ্রমিক দগ্ধ হয়ে এবং ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছেন। বহু শ্রমিক শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে গেছেন। সূত্র- বিবিসি বাংলা।

ভাস্কর্যবিরোধী বক্তব্য দেয়ায় তিন আলেমের বিরুদ্ধে মামলা

ভাস্কর্যবিরোধী বক্তব্য দেয়ায় মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির মোহাম্মদ জোনায়েদ ওরফে জুনায়েদ বাবুনগরী ও সৈয়দ ফয়জুল করিমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়েছে।

দেশের স্বনামধন্য ও শীর্ষস্থানীয় এসব আলেমে দ্বীনের বিরুদ্ধে মামলার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অনেকেই তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা অনতিবিলম্বে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সোমবার (৭ ডিসেম্বর) ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম সত্যব্রত শিকদারের আদালতে এ মামলাটি করেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে পিবিআই ডিআইজিকে আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আজ সোমবার দু'টি মামলার আবেদন করা হয়।

মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী, সৈয়দ ফয়জুল করিম এবং মামুনুল হকের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

মামলার আসামি মামুনুল হক গত ১৩ নভেম্বর রাজধানীর তোপখানা রোডের বিএমএ ভবনের মিলনায়তনে বলেছিলেন, 'যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন করে তারা বঙ্গবন্ধুর সুসন্তান হতে পারে না। এই মূর্তি স্থাপন বন্ধ করুন। যদি আমাদের আবেদন মানা না হয়, আবারও তৌহিদী জনতা নিয়ে শাপলা চত্বর কায়েম হবে।'

একইদিন আসামি সৈয়দ ফয়জুল করীম ধোলাইখালের নিকটে গেন্ডারিয়া নামক স্থানে তার নসিহত শুনতে আসা সাধারণ মুসলমানদের হাত উঁচু করে শপথ পড়িয়ে নেন যে, 'আন্দোলন করব, সংগ্রাম করব, জেহাদ করব। রক্ত দিতে চাই না, দেয়া শুরু করলে বন্ধ করব না। রাশিয়ার লেলিনের বাহাত্তর ফুট মূর্তি যদি ক্রেন দিয়ে তুলে সাগরে নিক্ষেপ করতে পারে তাহলে আমি মনে করি শেখ সাহেবের এই মূর্তি আজ হোক, কাল হোক খুলে বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করবে।'

মোহাম্মদ জোনায়েদ ওরফে জুনায়েদ বাবুনগরী হাটহাজারীতে বলেন, 'মদিনা সনদে যদি দেশ চলে তাহলে কোনো ভাস্কর্য থাকতে পারে না।'

তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলেন, 'ভাস্কর্য নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে সরে না দাঁড়ালে আরেকটি শাপলা চত্বরের ঘটনা ঘটবে এবং ওই ভাস্কর্য ছুড়ে ফেলা হবে।' মামুনুল হকের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ বলা হয়, গত ১৩ নভেম্বর বিএমএ মিলনায়তনে বাংলাদেশ যুব খেলাফত মজলিসের ঢাকা মহানগর শাখার সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করে মামুনুল হক বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য গড়তে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে লাশের পর লাশ পড়বে। আবার শাপলা চত্বর হবে।' সমাবেশে যুব মজলিসের কর্মীদের এ জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

বাদী অভিযোগ করেন, মামুনুল হকের বক্তব্যের পর একটি শ্রেণি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করে একের পর এক বক্তব্য দিচ্ছে।

পশ্চিম তীরে আরো ৪টি বসতি স্থাপনের অনুমোদন দিল ইজরাইল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে আরো চারটি অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে তেল আবিব। গতকাল (রোববার) ইজরাইলের পরিবহনমন্ত্রী মিরি রেজেভ এই প্রকল্পের অনুমোদন দেয়।

ইজরাইল এবং ফিলিস্তিনের গণমাধ্যম এ খবর দিয়েছে।

ইজরাইলের চ্যানেল ইলেভেনের বরাত দিয়ে ফিলিস্তিনের মা'আন সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, জেরুজালেম আল-কুদস শহরের পৌরসভা সেখানে ইহুদিদের জন্য নয় হাজার বসতি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

সূত্র অনুযায়ী, জেরুজালেম শহরের পরিত্যক্ত বিমানবন্দরের কাছে কয়েক হাজার ইউনিট বসতি নির্মাণ করা হবে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় ওই এলাকা দখল করে নেয় ইহুদিবাদী ইজরাইল।

ভারতে অজ্ঞাত রোগে হাসপাতালে ভর্তি দুই শতাধিক

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে অজ্ঞাত একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দুই শতাধিক রোগী।

এদের মধ্যে একজন মারা গেছে। ঠিক কী কারণে এত মানুষ অসুস্থ হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রশাসন তদন্তে নেমেছে। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়া ও বিবিসির।

রাজ্যের পশ্চিম গোদাবরি জেলার ইলুরু শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। ২২৮ জনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তারা ইলুরু শহরের বিভিন্ন অংশের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে পাওয়া লক্ষণগুলো কিছুটা মৃগী রোগের মতো।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৭০ জন রোগীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অনেকের এখনও চিকিৎসা চলছে। আক্রান্তদের অধিকাংশই বৃদ্ধ ও শিশু। ছয় বছরের এক শিশুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে বিজয়াওয়াদা শহরে পাঠানো হয়েছে।

চিকিৎসক দল ইলুরু শহর পরিদর্শন করেছে এবং তারা আক্রান্তদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছে। পরীক্ষায় সব কিছুই স্বাভাবিক পাওয়া গেছে।

অনেকেই ১০-১৫ মিনিট পর সুস্থ হচ্ছেন। করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কেউ-ই কোভিড পজিটিভ নন।

আবার সিটিস্ক্যানেও কিছু ধরা পড়েনি। শুধু তাই নয়; আক্রান্ত হচ্ছে আট থেকে আশি-সবাই। তবে এটি কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে।

সোমালিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ

এবার সোমালিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে ক্রুসেডার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৫ই জানুয়ারির মধ্যে হর্ন অব আফ্রিকার দেশটি থেকে সরিয়ে নেয়া হবে বেশিরভাগ মার্কিন সেনা। বর্তমানে সোমালিয়ায় প্রায় ৭০০ মার্কিন সেনা অবস্থান করছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের মোকাবেলায় সোমালিয়ার সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। গেল প্রায় ১ দশক ধরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালীয় ও ক্রুসেডার মার্কিন সেনাদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর এবার সোমালিয়া ইস্যুতেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক 'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছে, গত ৬ ডিসেম্বর রবিবার, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন পশ্চিমাদের গোলাম সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের আউদাকলী শহরে উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

এছাড়াও ঐদিন সন্ধা পর্যন্ত সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে ক্রুসেডার উগান্ডান, কেনিয়ান ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৮টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে আরো ডজনখানেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপির বড় ধরনের হামলা, নিহত ৫

বেলুচিস্তানের ঝোব জেলায় এফসি কর্মীদের উপর বড়ধরনের হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান (টিটিপি)। এতে ৫ এফসি কর্মী নিহত হয়েছে।

গত ৫ ডিসেম্বর শনিবার দুপুর তিনটার দিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবাজ মুজাহিদিনরা বালুচিস্তানের ঝোব জেলায় পাকিস্তানী মুরতাদ এফসি বাহিনীর সদস্যদের টার্গেট করে একটি অভিযান পরিচালনা করেছে। যখন মুরতাদ সদস্যরা একটি মাঠে ক্রিকেট খেলতে একত্রিত হয়েছিলো।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, হামলার সময় প্রায় ১৬ এফসি কর্মী মাঠে জড়ো হয়েছিলো। এসময় মুজাহিদদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় ৫ মুরতাদ সৈন্য। বাকি সৈন্যরা কাপুরুষতার ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার কিছু দিন আগে খাইবার পাখতুনখুয়ার বনু জেলায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের(টিটিপি) টার্গেট কিলার মুজাহিদিন আখির জামান নামে এক পুলিশ(এএসআই) অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেছিলো। এমনিভাবে বাজুর এজেন্সীর মুমান্দ সীমান্তে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা শিবির টার্গেট করে (জিএল) ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আক্রমণকারী মুজাহিদদের বর্ণনা মতে, সেনা শিবিরের অভ্যন্তরে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আঘাত হানে, এর ফলে বিপুল সংখ্যক হতাহতের সম্ভাবনা রয়েছে।

https://ibb.co/Rb1nfXL

০৬ই ডিসেম্বর, ২০২০

ডাবরসহ ভারতের নামিদামি ১০ কোম্পানির মধুতে ভেজাল

ডাবর, পতঞ্জলি, বৈদ্যনাথ, জান্ডুসহ ভারতের অন্তত ১০টি নামিদামি প্রতিষ্ঠানের মধুতে ভেজাল পাওয়া গেছে। তাদের বাজারজাত করা মধুতে ভেজাল হিসেবে শুধু চিনির সিরাপ নয়, চাল বা ভুট্টা থেকে রাসায়নিক উপায়ে তৈরি মিষ্টি সিরাপও মেশানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এসব তথ্য জানিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা, দ্য হিন্দুর মতো ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

বুধবার দিল্লির পরিবেশ গবেষণা সংস্থা ‘সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট’ (সিএসই) এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, ভারতের বেশিরভাগ নামী প্রতিষ্ঠানের মধুতেই ভেজাল রয়েছে। অবশ্য দেশটিতে ভেজাল মধু পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ২০১০ সালে সিএসই’র তদন্তে বলা হয়েছিল, সেখানে মধুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া গেছে।

বুধবার সিএসই জানিয়েছে, ‘ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড সেফটি অথোরিটি অব ইন্ডিয়া’-এর নির্দেশিকায় মধুতে আখ থেকে তৈরি চিনি মেশানো হয়েছে কি না, তা শনাক্তের কথা থাকলেও ‘ট্রেস মেকার ফর রাইস সিরাপ’ (টিএমআর) এবং ‘নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স’ (এনএমআর)-এর মতো উন্নত পরীক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে।

সিএসইর মহাপরিচালক সুনীতা নারায়ণ জানায়, ভারতে পাস করলেও সম্প্রতি জার্মানির একটি ল্যাবরেটরিতে করা পরীক্ষাতে ফেল করেছে ভেষজপণ্য বাজারজাতকারী অনেকগুলো নামী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান।

দ্য হিন্দুর খবরে বলা হয়েছে, জার্মানিতে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধুর নমুনা পাঠিয়েছিল সিএসই। এর মধ্যে ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধুতেই ভেজাল থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, মূলত চীন থেকে মিষ্টি রাসায়নিক সিরাপ ভারতে সুক্রোজ এবং ফ্রুক্টোজ নামে আমদানি করা হয়। তবে উত্তরাখণ্ডেও সেই সিরাপ তৈরির কারখানা রয়েছে।

ভারতের মধ্যে যেসব নমুনা পরীক্ষায় পাস করছে সেগুলোর মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সম্প্রতি খাঁটি মধুর সঙ্গে চীন থেকে আমদানি করা ওই মিষ্টি সিরাপ বিভিন্ন হারে মিশিয়ে ন্যাশনাল

ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ল্যাবে পাঠিয়েছিল সিএসই। যেসব নমুনায় ৫০ শতাংশ সিরাপের ভেজাল রয়েছে, পরীক্ষায় সেগুলোও পাস করে গেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

সুনীতা জানায়, আলিবাবার মতো অনলাইন পণ্য বিক্রির ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেখে তারা ওই মিষ্টি সিরাপ চেয়ে কয়েকটি চীনা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারা সহজেই সেগুলো ভারতে পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। দেখা যায়, একটি প্রতিষ্ঠান হংকং থেকে রঙ রপ্তানির কথা বলে এই সিরাপ পাঠাচ্ছে। আরেকটি প্রতিষ্ঠান সুক্রোজ নামে সিরাপ পাঠাচ্ছে।

পরে জানা যায়, ভারতের উত্তরাখণ্ডেই চীনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি কারখানা খোলা হয়েছে। সেখানে মাত্র ৬৮ রুপি কেজি দরে সিরাপ বেচাকেনা হচ্ছে।

সিএসইর মহাপরিচালক বলেন, করোনাভাইরাস মহামারিতে প্রচুর মানুষ মধু খাচ্ছে। কিন্তু এই ভেজাল মধু উপকারের বদলে তাদের ক্ষতিই করবে।

অমানবিক নির্যাতনে কারাগারে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারালেন শাইখ সালমান আল আওদা

২০১৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকেই কারাগারে বন্দী আছেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্সের সহকারী মহাসচিব শাইখ সালমান আল-কুদার।

প্রখ্যাত এ আলেম এবার কারাগারে হারিয়েছেন নিজের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি। তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তার পরিবার।

শাইখ সালমান আল-কুদারের ছেলে আবদুল্লাহ আল-আওদা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বাবা জেলে যাওয়ার আগে চোখে দেখতে পেতেন এবং কানে শুনতেন। জেলে থাকা অবস্থায় বাবার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সৌদি সরকারের নির্দেশে তার ওপর নির্যাতন চালানোর কারণে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছেন।বর্তমানে কারাগারে তিনি অনেক অসুস্থ। আমি আমার বাবার মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সহযোগিতা কামনা করছি।

রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার মিথ্যে অভিযোগে শাইখ সালমান আলকুদারকে সৌদি সরকার দীর্ঘ চার বছর ধরে কারাগারের কনডেম সেলে বন্দি করে রেখেছে। পাশাপাশি তার পরিবারের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। সরকার বলছে তার সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। তার ওপর আনিত অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে গত রমজান মাসে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখনো তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়নি।

ফিলিস্তিন | সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলি সেনার গুলিতে নিহত ফিলিস্তিনি কিশোর

দখলকৃত পশ্চিম তীরে ১৩ বছর বয়সী কিশোর আলী আইমান নাসর আবু আলিয়া নামে এক কিশোরকে গুলি করে হত্যা করে দখলদার ইসরায়েল।

গত ৪ ডিসেম্বর পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আলী আইমান নিজ শহরে দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধভাবে বসতি নির্মাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করছিল।

ফিলিস্তিনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গুলিবিদ্ধ আলীকে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার করাতে হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু ছোট্ট কিশোর দেহটিতে অস্ত্রোপচারে কোন কাজ হয়নি। পরে হাসপাতালেই সে মৃত্যুবরণ করে।

আন্তর্জাতিকভাবে শিশু হত্যা জঘন্যতম অন্যায় হিসেবে দেখা হলেও ফিলিস্তিনের বেলায় কোন পরওয়া করছেনা সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

উল্লেখ যে, ২০০০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ২,১১৯ জন শিশুকে হত্যা করে দখলদার ইসরায়েল।

সূত্র : ওয়াফা নিউজ।

মালি | কুরআনের আয়াত নিয়ে উপহাস, আল-কায়েদার কঠিন হুঁশিয়ারি

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির একটি অঞ্চলের উপজাতীয় এক নেতা কুরআনুল কারীমের শরয়ি বিধানসংবলিত একটি আয়াত (নুসুস) নিয়ে উপহাস করেছিল। যার প্রেক্ষিতে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন কঠিন হুঁশিয়ারিমূলক একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন।

বার্তাটিতে আল-কায়েদার তাম্বুকটু ইসলামিক রাজ্যের ওয়ালি (গভর্নর) শাইখ তলহা হাফিজাহুল্লাহ্ মালির 'আইয়াশ ও আল-কুরী' নামক দুটি গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের নিকট এই সংবাদ এসেছে যে, আপনাদের উপজাতীয় এক নেতা আকদবিয়া শরিয়াহ্'র বিধানসংবলিত একটি আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। তাই আমরা জামা'আত নুসরাতুল ইসলামের তাম্বুকটু রাজ্য থেকে তার রক্ত হালাল হবার পর শেষবারের মতো সতর্ক এবং হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, যাতে সে এর থেকে বিরত থাকে। যদি দ্বিতীয়বার সে কুরআন বা দ্বীনের কোনো বিষয়ে উপহাস করে, তাহলে আমরা তার উপর শরয়ি বিধান কার্যকর করতে বাধ্য হবো। আমরা আপনাদের উভয় গোত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই আপনাদেরকে নসিহত করছি যে, আপনারা আকদবিয়া নামক উক্ত ব্যাক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনুন।

আর আমরা যদি গণমাধ্যম বা অন্যকোনো মাধ্যমে ইসলাম বিষয়ে তার বিদ্রূপের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই, তাহলে দ্বিতীয়বার সে আর কথা বলার উপযুক্ত থাকবে না।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৩২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত, বন্দী আরো ১০

মালিতে সন্ত্রাসী গ্রুপ আইএস সদস্যদের উপর আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলা, মুজাহিদদের হাতে ৩২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত, বন্দী হয়েছে আরো ১০ আইএস সন্ত্রাসী।

পশ্চিম আফ্রিকার একজন সিনিয়র সাংবাদিক 'হুসাইন এজি' গত ৪ ডিসেম্বর তার টুইটার একাউন্টে লিখেন, সম্প্রতি মালির ইন্দিলমান অঞ্চলে সন্ত্রাসী গ্রুপ আইএস ও আল-কায়েদা মুজাহিদিনের মাঝে একটি তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। মূলত আল-কায়েদা তাদের নিয়ন্ত্রিত

আশপাশের এলাকাগুলোতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিভিন্ন সময় সন্দেহজনক অবস্থানগুলোতে সার্চ অপারেশন চালিয়ে থাকে। আর অনেক সময়ই এসব সার্চ অপারেশনে বেরিয়ে আসে সন্ত্রাসী আইএসদের গোপন আস্তানার সন্ধান। আর তখনই মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী দলটির গোপন আস্তানাগুলোতে হামলা চালান।

এরই ধারাবাহিতায় সম্প্রতি ইন্দিলমান অঞ্চলেও সার্চ অপারেশনের সময় সন্ধান মিলে আইএস সন্ত্রাসীদের একটি গোপন আস্তানার। এসময় আল-কায়েদা মুজাহিদিন ও আইএস সন্ত্রাসীদের মাঝে তীব্র সংঘর্ষ হয়, যার ফলে মুজাহিদদের হামলায় অন্ততপক্ষে ৩২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। অপরদিকে মুজাহিদদের হাতে জীবিত বন্দী হয়েছে আরো ১০ আইএস সন্ত্রাসী।

০৫ই ডিসেম্বর, ২০২০

নতুন ৫০০ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে নিয়ে আসলো দখলদার ইসরাইল

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে দখলদারি পাকাপোক্ত করতে আরও কয়েকশ’ ইহুদিকে আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসেছে দখলদার ইসরাইল।

ইসরাইলি সূত্রের খবর, ইসরাইলি সরকারের প্রচেষ্টায় ইথিওপিয়া থেকে ৫০০ ইহুদিকে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তারা এরই মধ্যে ইসরাইলে এসে পৌঁছেছে।

ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর দখল করে বিভিন্ন উপশহর নির্মাণের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিবাদীদের সেখানে জড়ো করা হচ্ছে। এর আগেও নানা ধরণের লোভ দেখিয়ে আফ্রিকা থেকে বহু ইহুদিকে ইসরাইলে এনেছে দখলদারেরা।

সম্প্রতি ইসরাইলি যুদ্ধমন্ত্রী বেনি গান্তজ বলেছিল, খুব শিগগিরই ইথিওপিয়া থেকে শত শত ইহুদি ইসরাইল এসে পৌঁছাবে। বেন গুরিয়ান বিমান বন্দরে তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে বলেও এর আগে খবর বেরিয়েছিল।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে ১৯৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এখনও ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে নতুন নতুন উপশহর নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সমাজ মুখে এ ধরণের উপশহর নির্মাণের বিরোধিতা করলেও মূলত তাদের হয়েই কাজ করছে।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের গুলি করে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর পৈচাশিক উল্লাস

পশ্চিমতীরে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের হাসতে হাসতে গুলি করছে দখলদার ইসরাইলি সেনারা। অসহায় ফিলিস্তিনিদের গুলি করার পরে উল্লাসে মেতে উঠে ইসরাইলি সেনারা।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলুর এক সাংবাদিক সম্প্রতি তার ক্যামেরায় বর্বর এ দৃশ্য ধারণ করেছেন। খবর আরব নিউজের।

এতে দেখা গেছে, জোর করে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে তা গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে।

পশ্চিমতীরের কাফর মালিক শহরে সম্প্রতি উচ্ছেদ করা অসহায় ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস ও গুলি করতে দেখা যায় ইসরাইলি সেনাদের। এ সময় নির্দয়ভাবে তাদের হাসতে দেখা গেছে।

ইসরাইলি সেনাদের এ ধরণের বর্বর আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন বিবেকবান মানুষরা।

আনাদোলুর ক্যামেরাম্যান হিশাম আবু শাকরা বলেন, অসহায় ফিলিস্তিনিদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলছে ইসরাইলিরা।

ফিলিস্তিনিরা যখন তাদের বাড়িঘর জবর-দখলের প্রতিবাদ করছিল, তখন ইসরাইলি সেনারা তাদের গুলি করে উল্লাসে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাইল পশ্চিমতীরে অবৈধভাবে দখলদারিত্ব চালিয়ে আসছে।

সিলেটে নবীকে নিয়ে হিন্দু মালাউনের কটূক্তি

সিলেটের বিশ্বনাথে নিজের ফেসবুকের স্টোরিতে মহানবী (সা.)-কে নিয়ে একটি আপত্তিকর স্ক্রিনশট পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছে সুব্রত সোম (২২) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। সে উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের প্রয়াগমহল গ্রামের শৈলেন সোমের ছেলে।

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, কয়েকদিন আগে সুব্রত সোম নামের ফেসবুক আইডির স্টোরি অপশনে মহানবী (সা.)-কে নিয়ে একটি আপত্তিকর মন্তব্যের স্ক্রিনশট আপলোড করা হয়। বিষয়টি মুসলিম অনেকের দৃষ্টিগোচর হলে তারা ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। অনেকে তাদের ফেসবুকে সুব্রতের পোস্টের স্ক্রিনশট দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

ফেসবুকের ওই পোস্টের জেরে স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলে অভিযুক্ত সুব্রত সোমের বাড়িতে শুক্রবার সকাল থেকে চারজন পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আর এ মালাউনকে বাচাতে সাজানো হয়েছে আইডি হ্যাক হওয়ার গল্প।

আইডি হ্যাক হওয়ায় সুব্রত সোম নিজের আইডিতে প্রবেশ করতে না পারলে কয়েক ঘণ্টা আগে ওই আইডি থেকে ক্ষমা চেয়ে একটি পোস্ট কীভাবে করা হয়েছে-এমন প্রশ্নের জবাবে ওসি শামীম মুসা *গণমাধ্যমকে* বলেছে, ‘ক্ষমা চাওয়ার পোস্টটিও হ্যাকার করেছে।’

উইঘুর মুসলিমদের শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করত চীন

চীনের শিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর মুসলিমদের মধ্যে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ মনোভাব তৈরী করতে বিশেষ শিবিরে নিয়ে জোর করে শুকরের মাংস খাওয়ানো হত।

মুসলমানদের পবিত্র জুমার দিনে ওই প্রদেশের বন্দিশিবিরগুলোতে উইঘুরদের শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হতো। আর এই মাংসের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সেই অঞ্চলে শুকরের খামারও স্থাপন করা হয়।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। সায়রাগুল সাউতবে নামের একজন পেশাদার চিকিৎসক ও শিক্ষক এই কথা জানান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলের ‘পুনঃশিক্ষা কেন্দ্র’ থেকে দুই বছর আগে সায়রাগুল মুক্তি পান। কিন্তু সেখানকার বন্দিশিবিরে সহ্য করা অপমান ও সহিংসতা তাকে এখনো তাড়া করে বেড়ায়।

সম্প্রতি সায়রাগুল নিজের লেখা একটি বই প্রকাশ করেছেন। তাতে উল্লেখ করা দিনগুলোর স্মৃতি আজও তাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না। বর্তমানে তিনি শিনজিয়াংয়ের ওই বন্দিশিবির থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে সুইডেনে থাকলেও পুরোনো দিনের আতঙ্ক তাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়। আজ একজন সফল চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ হওয়ার পরেও যা ভুলতে পারেননি সায়রাগুল।

বই প্রকাশের পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ওই ক্যাম্পে প্রতি শুক্রবার আমাদের জোর করে শুকরের মাংস খাওয়ানো হতো। ইচ্ছা করেই মুসলিমদের কাছে পবিত্র ওই দিনটি বেছে নিয়েছিল ওরা। কেউ ওই মাংস খেতে না চাইলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।’

দুই সন্তানের মা সায়রাগুল সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা মনে করে বলেন, ‘আসলে ওরা আমাদের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণগুলোকে আমাদের মন থেকে মুছে দিতে চাইত। ওদের প্রচেষ্টা যে সত্যিই কাজ করে তার প্রমাণও বহুবার পেয়েছি। যখনই বাধ্য হয়ে

শুকরের মাংস খেতাম তখনই নিজেকে পুরো অন্য মানুষ মনে হতো। আমার চারিদিক অন্ধকার হয়ে যেত। সত্যি এটা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল।'

রাসূল ﷺ এর সম্মান রক্ষার্থে ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলা

রাসূল ﷺ এর সম্মান রক্ষার্থে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবাজ মুজাহিদিন মালিতে অবস্থিত ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে বিগত মাসে ৬টি সফল হামলা পরিচালনা করেছে।

গত ৪ ডিসেম্বর দলটির অফিসিয়াল আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক বার্তায় এসব হামলার দায় স্বীকার করে পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার শক্তিশালী এই শাখাটি।

বার্তাটিতে রাসূল ﷺ এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রকাশের পর, মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূল ﷺ একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে আমাদের সর্দার, প্রাণের স্পন্দন ও চোখের শীতলতা মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি মহাব্বত করবে এমন কিছু মানুষ যারা আমার পরে আসবে, তাদের প্রত্যেকেই আমাকে শুধু একটু দেখার জন্যে নিজ পরিবার ও সব সম্পদ দিয়ে দিতে চাইবে"।

অতঃপর ﷺ এর সম্মান রক্ষার্থে গত নভেম্বর মাসে মালি জুড়ে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে মুজাহিদদের হামলার সংরক্ষিত রিপোর্ট তুলে ধরা হয়। এরমধ্যে রয়েছে গত ৩০ নভেম্বর ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত মালির ৩টি অঞ্চলে অবস্থিত ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের সফল রকেট ও মিসাইল হামলা। হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হওয়া এলাকাগুলো হলো:

১- কাইদাল শহরে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি।

২- গাও শহরে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি।

৩- মানাকা শহরে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি।

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছিলো, ঐদিন ক্রুসেডার ফ্রান্সের উক্ত ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে প্রায় ১৭টি মিসাইল ও রকেট হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। সাংবাদ মাধ্যমগুলো সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলার পরের কিছু চিত্রও প্রকাশ করেছিলো। যেখানে দেখা যায়, সামরিক ঘাঁটির বিভিন্ন ভবন ও হামলার স্থানগুলো প্রচুর আগুন জ্বলছে, যার কারণে বড় বড় ধোয়ার কুন্ডলী উপরের দিকে উঠতে দেখা যায় এবং ঘাঁটিগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এদিকে হতাহতের সঠিক তথ্য গোপন করতে ঐদিন ঘটনাস্থলে কোন সাংবাদিককেও যেতে দেয়নি ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী।

এদিকে আল-কায়েদা তাদের বার্তায় উল্লেখযোগ্য ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হবার কথাও জানিয়েছে।

এর আগে অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর মালির পশ্চিমাঞ্চলীয় কাইদাল শহরের আমশাশ এলাকায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক বহর টার্গেট করে ২টি বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারদের বহনকারী একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধারণা করা হয়, এসময় গাড়িতে থাকা ক্রুসেডার সদস্যরা হতাহত হয়েছে।

এমনিভাবে ২১ নভেম্বর কাইদাল শহরে ক্রুসেডার 'মিনোসুমা' বাহিনীর একটি সামরিকযান টার্গেট করেও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে সামরিকযানটি ধ্বংস হলে কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়।

অপরদিকে গত ১৬ নভেম্বর সকাল ৯ টার সময় কাইদাল শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক বহর টার্গেট করে সফল হামলা চালান জিএনআইএম মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ২ সৈন্য নিহত হয়।

সর্বশেষ পাপিষ্ঠ নরাধম ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 'ম্যাক্রন'কে উদ্দ্যেশ্য করে উক্ত বার্তায় বলা হয়, যদি তুমি নিজের পাপ এবং অহংকার অব্যাহত রাখ এবং আমাদের নবী ﷺ কে অপমান করা বন্ধ না কর, তাহলে রাসূল ﷺ এর সম্মান রক্ষার প্রতি এবং তাকে সাহায্য করতে বিলিয়ন বিলিয়ন মুসলমানের হৃদয়ের অনুভূতিতে ক্রোধ বৃদ্ধি করবে। কেনানা তিনি ও তাঁর সম্মান

আমাদের জীবন ও আমাদের কাছে যা কিছু আছে তার চেয়েও অধীকতর প্রিয় ও মূল্যবান। যার ফলে মালিতে তোমার সৈন্যরা তোমার অহংকারের চড়া মূল্য দিবে।

সুতরাং, হে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের শত্রু! তুমি তোমার সৈন্যদের সুসংবাদ দাও, মালিতে তোমাদের জন্য যেই অশুভ দিনগুলো অপেক্ষা করছে।

০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২০

বাংলাদেশে প্রতি কি.মি. রাস্তা নির্মাণ খরচ পৃথিবীতে সর্বোচ্চ

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে সাগরিকা পর্যন্ত শহর রক্ষা বাঁধের উপর ১৫ দশমিক দুই কিলোমিটার দীর্ঘ আউটার রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১৩ সালে একনেকে অনুমোদনের পর ২০১৬ সালে কাজ শুরু হয়।

২০১১ সালে সিডিএ'র হাতে নেয়া ৮৫৬ কোটির প্রকল্প তখনই একদফা সংশোধিত হয়ে দাড়ায় ১ হাজার ৪৯৬ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে কাজ শুরুর পর ২০১৮ সালে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ২ হাজার ৪২৬ কোটি টাকা। মেয়াদ বাড়ে ২০১৯ এর জুন পর্যন্ত।

কিন্তু চলতি বছরও কাজ শেষ না হওয়ায় মেয়াদ বাড়ছে আরও একদফা। একইরকম অবস্থা কক্সবাজার বিমানবন্দরের ২০০৯ সালে হাতে নেয়া প্রকল্প এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু ব্যয় ৩০২ কোটি থেকে ৬ দফায় বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৫ কোটিতে।

এগুলো দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি আর দক্ষতার উদাহরণ মাত্র। চলতি অর্থবছরের শেষ ছয় একনেক সভা পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুমোদিত ২৭ প্রকল্পের ১২ টি সংশোধিত। পর্যবেক্ষকরা বলছেন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বাড়ছে লাগামহীন।

টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে পার কিলোমিটার রোড কনস্ট্রাকশন ব্যয় এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এই ব্যয় প্রায় ৬০ কোটি টাকার কাছাকাছি। যা ভারতে প্রায় ১২ বা ১৩ কোটি। এশিয়া এবং ওয়ার্ল্ড এভারেজ তার চেয়ে কম।

অর্থনীতিবিদ মাসরুর রিয়াজ বলেন, ‘এই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে সাড়ে ৮ থেকে শুরু করে প্রায় ২৭ শতাংশ পর্যন্ত মোট বাজেটের অর্থ অপচয় হয় দুর্নীতির মাধ্যমে।’ ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত দশ বছরে একেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া অনুশাসন পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় ও মেয়াদ যৌক্তিক করতে তিনি বারবার তাগিদ দিয়েছেন।

কিন্তু দলীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম আর বাস্তবায়ন অদক্ষতায় অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকরা। অর্থনীতিবিদ মাসরুর রিয়াজ বলেন, ‘আমাদের সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী মহলের অনিয়মের মাধ্যমে কার্যাদেশ বিক্রয় করা।’

টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যখন প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করা হয় তখন ‘প্রজেক্ট ফিজিবিলিটি’ বা ‘প্রজেক্ট প্ল্যান’ এখানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। প্রজেক্টের মনিটরিংয়ে ঘাটতি রয়েছে।’ অক্টোবর পর্যন্ত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ, যে গতি গেলো চারবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম চারমাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছিলো ১১ শতাংশ।

ভারতে লাভ জিহাদ আইনের নাম করে মুসলিম যুবক গ্রেফতার

ভারতে নতুন ‘লাভ জিহাদ আইনে’ প্রথম এক মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এক হিন্দু নারীকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে গ্রেফতার যুবকের বিরুদ্ধে। খবর বিবিসির।

মুসলমানরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে বলে ভারতের কট্টরপন্থি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে। বিয়ের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার এ প্রক্রিয়াকে 'লাভ জিহাদ' বলে অ্যাখ্যা দিচ্ছে তারা। তাদের চাপেই উত্তর প্রদেশে নতুন এ ধর্মান্তররোধী আইন হয়েছে।

বুধবার টুইটারে উত্তর প্রদেশের বেরিলি জেলার পুলিশ নতুন আইনে এক মুসলিম যুবককে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। জামিন অযোগ্য এ আইনে যুবকটির সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে।

বুধবার গ্রেফতারের পর মুসলিম ওই যুবককে ১৪ দিনের বিচারিক হেফাজতে পাঠানো হয়। যুবকটি সাংবাদিকদের কাছে নিজেকে নির্দোষ দাবি করার পাশাপাশি তার সঙ্গে ওই নারীর এখন কোনো যোগাযোগ নেই বলেও দাবি করেছেন।

৭৬টি মসজিদ বন্ধ করে দিতে পারে ক্রুসেডার ফ্রান্স

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফ্রান্স সরকার 'ব্যাপক ও নজিরবিহীন' পদক্ষেপ চালু করেছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন। কেস জানায়, ৭৬টি মসজিদকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য সন্দেহজনক মনে করা হচ্ছে। এ খবর জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আলজাজিরা।

দারমানিন বৃহস্পতিবার আরটিএল রেডিওকে দেয়া তার সাক্ষাতাকারটি টুইট করে লেখে, সামনের দিনগুলোতে এই প্রার্থনালয়গুলোতে (মসজিদ) তদন্ত করা হবে। যদি কোনো সন্দেহ প্রমাণিত হয়, আমি সেগুলো বন্ধ করে দিতে বলব।

এছাড়া দেশটি থেকে 'উগ্রবাদে' সন্দেহভাজন ৬৬ জন অনিবন্ধিত শরণার্থীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশটিতে আরও কয়েকটি বরকতময় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলার জন্য ইসলামী উগ্রবাদকে দায়ী করছে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর সরকার। আর তা মোকাবেলায় নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদকে (সা.) নিয়ে কার্টুন প্রকাশের পর থেকেই উত্তপ্ত ফ্রান্স।

মহানবীকে নিয়ে বিতর্কিত কার্টুন প্রকাশের জেরে স্কুলশিক্ষক স্যামুয়েল প্যাতিকে হত্যা করা হয়। এরপর দেশটিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর অংশ হিসেবে গত ২০ অক্টোবর প্যারিসের বাইরের মসজিদ সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয় ফ্রান্স।

এছাড়া ইতোমধ্যে দুইটি সংগঠন বন্ধ করে দিয়েছে ফ্রান্স। মুসলিম দাতব্য বারাকা সিটি এবং সংখ্যালঘুদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী নাগরিক অধিকার গ্রুপ কালেক্টিভ এগেইনেস্ট ইসলামোফোবিয়া ইন ফ্রান্স বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে 'উগ্রবাদ' সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি ফরাসি সরকারের।

পশ্চিম তীরে ৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে গ্রেফতার করলো ইসরায়েল

ইসরায়েলের সন্ত্রাসী বাহিনী রাতে একটি নৈশ অভিযান চালিয়ে পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আল-কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটে। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ৩ জনকে নিজ বাড়ি অভিযান ও একজনকে রাস্তায় চেকপোস্ট পারাপারের সময় গ্রেফতার করা হয়।

ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরায়েল বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেশ সক্রিয় রয়েছে। ফলে অংসখ্য ছাত্র তাদের টার্গেটে পরিনত হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী মাইস আবু ঘোশ ইসরায়েল কারাগারে বন্দী থাকার ১৬ মাস পর মুক্তি পেয়েছেন।

গত কয়েক মাসে অংসখ্য গ্রেফতার আগ্রাসন চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। বর্তমানে ইসরায়েল কারাগারে নারী ও শিশুসহ মোট ৫ হাজার ৭ শত ফিলিস্তিনি বন্দী অবস্থায় রয়েছে।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটি জানিয়েছে, শুধুমাত্র এ বছর ২০২০ সালের আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে ৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

ইয়েমেনে সৌদি জোটের আগ্রাসনে নিহত হয়েছে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মানুষ

ইয়েমেনে সৌদি জোটের আগ্রাসনে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। গত ছয় বছরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটর জানিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স (ওসিএইচএ)-এর পক্ষ এক প্রতিবেদনে গণমাধ্যমেকে এ খবর জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালে শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট হওয়া ক্ষুধা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানবিক বিপর্যয়ের কারণে এ বিশাল সংখ্যক মানুষ নিহত হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পরিস্থিতি নিয়ে ওসিএইচএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়: 'এই বিশাল সংখ্যক হতাহতের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক এবং অগ্রহণযোগ্য।'

প্রতিবেদনে ইয়েমেন যুদ্ধে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে বলা হয়। যদিও, ২০১৯ সালেই অন্যান্য সংস্থা দাবি করেছিল নিহতের সংখ্যা ৫৭ হাজারেরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রকৃত নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

হাজার হাজার মানুষ নিহত ও চলমান সৌদি আগ্রাসনে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যাকে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সৃষ্ট সংকট হিসেবে উল্লেখ করে এখনই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

উইঘুর |৬৬ বছর বয়স্ক নারীকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ

৬৬ বছর বয়সী বৃদ্ধ উইঘুর নারী বেইশিহান হুশুরকে ২০১৮ সালে গ্রেফতার করেছিলো কমিউনিস্ট চীনা সরকার। গ্রেফতারের পর থেকে তাঁর সাতে দেখা-সাক্ষাত করতে পারেনি তাঁর পরিবার।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপারেশন এগিনেস্ট মুসলিম জানায়, জানাযায় অংশগ্রহণের অভিযোগে আটক করা হয়েছিলো তাঁকে।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ ৬৬ বছর বয়স্ক একজন নারী। যিনি তাঁর স্বজনের জানাযায় অংশ নিয়েছিল। তাঁকেও রেহাই দেয়নি সন্ত্রাসী চীনা কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা কি তা অজানা। বর্তমানে তিনি জীবিত নাকি মৃত তাও জানে না তার পরিবার।

তাঁর পুত্র মেমেত্তোহুতি আতাউল্লাহ জানায় তারা তার মায়ের কোন খোঁজ-খবর জানেন না। মায়ের সাতে সাক্ষাতের কোন সুযোগ নেই তাদের। তিনি আক্ষেপ করে সংবাদ মাধ্যমে প্রশ্ন রাখেন, 'চীন - আমার মা কোথায়? তিনি কি বেঁচে আছেন?'

পূর্ব আফ্রিকা | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১১ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও কেনিয়াতে পৃথক ২টি অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১১ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার বে'বুকুল রাজ্যের হাদার শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাকে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার প্রতিবেশী দেশ কেনিয়াতেও গতকাল একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কেনিয়ার উত্তর-পূর্ব গারিসা শহরে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর এক সেনা কমান্ডার নিহত এবং তার সহকারী গুরুতর আহত হয়।

শাম | মুজাহিদদের হামলায় ৫ নুসাইরী সন্ত্রাসী নিহত, আহত আরো কতক

সিরিয়ায় আনসার আল-ইসলামের বোমা হামলায় ৫ নুসাইরী শিয়া নিহত নিহত হয়েছে, আহত আরো বহু সন্ত্রাসী নুসাইরী সেনা।

আস-সাবাত নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, গত ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটির গ্রামাঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে কমপক্ষে ৫ নুসাইরী মুরতাদ নিহত এবং আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা সমর্থক কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ আনসার আল-ইসলাম উক্ত সফল বোমা হামলার দায় স্বীকার করেছে।

০৩রা ডিসেম্বর, ২০২০

ভাস্কর্য স্পষ্ট হারাম: শীর্ষ আলেমদের ফতোয়া

পূজার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা না হলেও ভাস্কর্যকে সন্দেহাতীতভাবে নাজায়েজ ও স্পষ্ট হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ। তারা বলছেন, অন্য কোনো মুসলিম দেশে ভাস্কর্য থাকলেও সেই উদাহরণ দিয়ে ভাস্কর্যকে জায়েজ করা যাবে না।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুর ৩টায় ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে দেশের বিশিষ্ট উলামা মাশায়েখ এক সংবাদ সম্মেলনে মূর্তি-ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি নিরসনে কোরআন সুন্নাহ্'র আলোকে ফতোয়া প্রকাশকালে এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য পাঠ করেন ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরার মুফতি ইনামুল হক।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, যারা বলছেন মূর্তি ও ভাস্কর্য এক নয় তারা ভুল বলছেন। সত্যকে গোপন করছেন। এটি কোরআন ও সুন্নাহকে অমান্য করা।

সংবাদ সম্মেলনে মুফতি মওলানা এনামুল হক বলেন, কোরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের সামনে বিভিন্ন দেশের ভাস্কর্য বা মূর্তির উপমা টেনে আনা ইসলামের একটি অকাট্য বিধানকে অবজ্ঞা করার সামিল। কোনো মুসলিম দেশের শাসকদের শরিয়তবিরোধী কাজ মুসলমানদের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। তাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় হলো কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি শরিয়ত।

শীর্ষ আলেমদের পক্ষে এ ফতোয়া প্রকাশ করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও জমিয়তের মহাসচিব মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরার প্রিন্সিপাল মুফতি আরশাদ ও মাওলানা মাহফুজুল হক।

কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরে মুফতি ইনামুল হক বলেন, ইসলামে ভাস্কর্য ও মূর্তি উভয়ে নিষিদ্ধ। এটি নির্মাণ কঠোরভাবে হারাম ও পাপের কাজ।

সংবাদ সম্মেলনে ভাস্কর্য নিয়ে পাঁচ মুফতির ফতোয়া লিখিত আকারে পাঠও করেন মওলানা এনামুল হক কাসেমী। এই ফতোয়ায় সই করেছেন দেশের বিভিন্ন এলাকার ৯৫ জন মুফতি।

মূল ফতোয়ার কপি:

https://alfirdaws.org/2020/12/03/44755/

খোরাসান | তালেবানের শহিদী হামলায় ৮৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানের খোস্তে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন একজন জানবাজ তালেবান মুজাহিদ। এতে কমপক্ষে ৮৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-ফাতাহ্ অপানেশনের ধারাবাহিতায় গত ২ ডিসেম্বর, আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে খোস্ত প্রোটেকশন ফোর্স শিবিরে একটি সফল গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন তালেবানদের শহিদ ব্যাটেলিয়নের একজন জানবাজ তালেবান মুজাহিদ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন কেপিএফ(খোস্ত প্রোটেকশন ফোর্স) মুরতাদ বাহিনীর শতাধিক সৈন্য তাদের মাসিক বেতন আদায়ের জন্য ঘাঁটির প্রবেশ গেটে জড়ো হয়েছিলো। যার ফলে এক গাড়ি বোমা হামলাতেই ৫০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩৮ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, হতাহতের এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

দীর্ঘদিন যাবত তালেবানদের ইস্তিশহাদী ব্রিগেডের একটি দল নজরদারি করে আসছিলো মুরতাদ বাহিনীর এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিটি। বলা হয় যে, ইস্তেশহাদী মুজাহিদ ঐদিন সকাল থেকেই ঘাঁটির নিকটেই গাড়ি নিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলেন একটি উপযুক্ত সময়ের জন্য। বেলা বাড়ার সাথে সাথে যখন অনেক সেনা সদস্য ঘাঁটিতে জড়ো হয়, তখনই ইস্তেশহাদী মুজাহিদ ভাই গাড়ি বোমা হামলাটি চালান।

উল্লেখ্য যে, মুরতাদ কেপিএফ বাহিনীকে সাহয্য-সহযোগীতা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ক্রুসেডার মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (CIA) । মুরতাদ কাবুল সরকারের অন্যান্য সামরিক বাহিনীগুলোর তুলনায় বর্বরতার ক্ষেত্রে কয়েকগুণ এগিয়ে আছে কেপিএফ(KPF) । যারা অনেক নিরীহ আফগানকে তাদের বাড়ি-ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে এবং নির্মমভাবে অনেক মুসলিমকে শহীদ করেছে। আর এই বর্বরোচিত মিলিশিয়া বাহিনীর দ্বারা নিরীহ আফগানদের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই উক্ত সফল গাড়ি বোমা হামলাটি চালানো হয়েছে।

https://ibb.co/10cFBwv

পাকিস্তান | মুজাহিদদের বোমা হামলায় ৬ মুরতাদ সেনা হতাহত, গাড়ি ধ্বংস

পাকিস্তানে মুজাহিদদের রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা বিস্ফোরণে পাক মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে, এতে নিহত ও আহত হয়েছে ৬ মুরতাদ সৈন্য। গত ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার এ হামলার ঘটনা ঘটে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্ত এলাকায় নাপাক 'এফসি' কর্মীদের একটি গাড়িকে রিমোট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঐসময় গাড়িতে থাকা কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে তা তৎক্ষণাৎ জানা যায়নি। অতপর গত ২ ডিসেম্বর টিটিপি সমর্থক একাধিক টুইটার থেকে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

হামলার দিনই টিটিপি কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তাঁর এক টুইটবার্তায় হামলাটির দায় স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, টিটিপির মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিন উক্ত সফল হামলাটি চালিয়েছিলেন। তবে হামলায় কত সৈন্য নিহত হয়েছে, সেটি তিনি স্পষ্ট করেননি। শুধু এটুকুই বলেছেন যে, হামলার সময় গাড়িতে থাকা সকল সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://ibb.co/8bqvM5c

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় ৫ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা মুজাহিদিন ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি এবং সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। গত ২ ডিসেম্বর পরিচালিত এসব হামলার ২টিতেই ৫ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, ঐদিন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ায় বাই-বুকুল রাজ্যের বাইদাওয়ে শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং বাকি সৈন্যরা পলায়ন করে। এসময় মুজাহিদগণ নিহত সৈন্যদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

অপরদিকে মধ্য সোমালিয়ায় মাদাক রাজ্যের জালকায়ু শহরে পোন্টল্যান্ড প্রশাসনের ক্রুসেডার সৈন্যদের টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালান। উক্ত বোমা বিস্ফোরণের ফলে ২ সৈন্য আহত হয়।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর আরবায়ু ও আল-মাদা নামক এলাকা দুটিতে অবস্থিত ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয় বলে জানিয়েছে আশ-শাবাব।

পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের অভিযান, আটক কমপক্ষে ১৮ ফিলিস্তিনি

সন্ত্রাসী ইসরায়েল দখলকৃত পশ্চিম তীরে গভীর রাতে এবং ভোরে অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে ১৮ বেসামরিক ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। গত ১ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটে। খবর:ওয়াফা নিউজ

প্যালেস্টাইন প্রিজনার সোসাইটি (পিপিএস) জানিয়েছেন, গ্রেফতারের সময় ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে ছিনতাই ও হামলা অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

আটককৃতদের মধ্যে একই পরিবারের দুই ভাই রয়েছে, যাদের এক ভাইয়ের বয়স ৫৪ এবং অন্য ভাই ৪৪ বছর বয়সী। তারা উভয়ই দখলদার কারাগারে প্রাক্তন বন্দী ছিলেন। এক ভাই ১৩ বছর এবং অপর ভাই ৫ বছর কারাগারে ছিলেন।

ইসরায়েলি বাসের ধাক্কায় ২ ফিলিস্তিনি নিহত, আহত ৫

পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরায়েলি বাসের ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে ২ জন ফিলিস্তিনি শ্রমিক নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় ও গণমাধ্যম সূত্র জানায়, গত বুধবার ভোররাতে ডজনখানেক শ্রমিক বেথেলহাম এলাকায় একটি চেকপোস্টের গ্রিন লাইন বা নিরাপদ রাস্তা মধ্য দিয়ে চাকরির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঐসময় ইসরায়েলি একটি বাস গ্রিন লাইন অংশে এসে তাদের ধাক্কা দেয়।

এ ঘটনায় জাফর ও জিয়াদ নামের ২ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৫ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

https://alfirdaws.org/2020/12/03/44733/

০২রা ডিসেম্বর, ২০২০

ইয়ামান | হত্যাকারীর উপর শরয়ী হদ কায়েম করলো আল-কায়েদা

একজন হত্যাকারীর উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করেছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আদালত।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৮ নভেম্বর আল-কায়েদা ইয়ামান ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন মধ্য ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে এক ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ বাস্তবায়ন করেছেন। যেই ব্যক্তি একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছিলো। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রথমে দিয়াত (রক্তপন) আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলো মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত শরয়ী আদালতের কাজী (বিচারক)।

কিন্তু শরয়ী আদালতের এই রায়ের পর ভিকটিমের পরিবার রক্তপন আদায় করেনি, যার ফলে শরিয়ী আদালত খুনির উপর কিসাসের (হত্যার বিনময়ে হত্যা) বিধান কার্যকর করতে বাধ্য হয়।

খোরাসান | এবার ৬৮ কাবুল সৈন্যের তালেবানে যোগদান

আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের নাহরিন জেলা থেকে কাবুল সরকারের ৬৮ জন সেনাসদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে।

তালেবানদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হা.) বলেছেন: "ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ ও দিকনির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মুজাহিদদের মেহনতে কাবুল সরকারি বাহিনীর ৬৮ সেনা সদস্য সত্য উপলব্ধি করার পর তারা সেচ্ছায় নিজেদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে যোগ দিয়েছেন।"

তালেবান মুখপাত্র আরো জানান, তালেবানদের স্থানীয় আধিকারিকরা কাবুল বাহিনী থেকে যোগদানকারী সেনা সদস্যদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

এটি কাবুল বাহিনীর তৃতীয় বড় দল, যেটি গত তিন দিনে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে এবং তালেবানদের হাতে অস্ত্র অর্পণ করে তাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। এর আগে গত ৩০ নভেম্বর তালেবানদের সাথে যোগদিয়েছিলো কাবুল বাহিনীর ৬৯ সেনা সদস্য, এরও আগেরদিন আফগানিস্তানের কয়েকটি জেলা থেকে তালেবানদের সাথে যোগদিয়েছিল আরো ৯৫ জন কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য।

তালেবানরা কাবুল বাহিনী ত্যাগ করে তাদের সাথে যোগ দেওয়া সৈন্যদের বারবার পুরস্কৃত করছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও আশ্বাস দিয়ে মুক্তি দিচ্ছে। এটি তালেবানদের এমন একটি কার্যকর নীতি, যার ফলে প্রতিনিয়ত তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণকারী সেনাদের

সংখ্যা এবং সরকারী পদ ছেড়ে যাওয়া কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

https://ibb.co/SKCpd5L

https://ibb.co/GMJD78g

ফটো রিপোর্ট | বাদাউইন শহর ও সামরিক ঘাঁটি বিজয় পরবর্তী আনন্দঘন মুহূর্তের কিছু দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৩০ নভেম্বর এক বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযানের মাধ্যমে বিজয় করে নিয়েছেন সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত বাদাউইন শহর ও এর প্রধান সামরিক ঘাঁটি। যেই অভিযানে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় মুরতাদ বাহিনীর ২ উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারসহ কমপক্ষে ৫৩ সৈন্য। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ৭টি সামরিকযান এবং গনিমত লাভ করেন দুটি এন্টি-এয়ারক্রাফট ট্র্যাংকসহ ১৫টি বিভিন্ন ধরণের সামরিকযান।

ইতিমধ্যে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন শহর ও সামরিক ঘাঁটিটি বিজয়ের পরের কিছু আনন্দঘন মুহুর্তের ছবি প্রকাশ করেছেন। ছবিগুলোতে মুজাহিদদের গনিমত প্রাপ্ত সামরিকযান ও অনেক যুদ্ধাস্ত্রসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা মুরতাদ সৈন্যদের মৃতদেহগুলো দেখা যায়।

ছবিগুলিতে শহরের অভ্যন্তরে এবং শহরের বিভিন্ন রাস্তায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উন্মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করতেও দেখা যায়।

https://alfirdaws.org/2020/12/02/44721/

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত কাসেমী হাসপাতাল পরিদর্শন করলো সংস্কৃতি কমিশন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত হেলমান্দ প্রদেশের মুসা-কেল্লা জেলার কাসেমী হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন তালেবানের সংস্কৃতি বিষয়ক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। তারা হাসপাতালটির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং দায়িত্বরত চিকিৎসকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

এসময় 'আল-ইমারাহ ইস্টুডিও' এর দায়িত্বরত মুজাহিদগণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ ও হাসপাতাল ভবনের কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেন।

https://alfirdaws.org/2020/12/02/44720/

পাকিস্তানে মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত অসংখ্য

গত ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্ত এলাকায় নাপাক 'এফসি' কর্মীদের একটি গাড়িতে রিমোট কন্ট্রোল বোমার মাধ্যমে হামলা চালান মুজাহিদরা। এর ফলে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এবং গাড়িতে থাকা সকল সৈন্য হতাহত হয়।

দেশটির শীর্ষস্থানীয় ও জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইটবার্তায় হামলাটির দায় স্বীকার করেছেন। তিনি আরো জানান যে, টিটিপির মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিন এই সফল হামলাটি চালিয়েছেন।

সোমালিয়ায় শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সদস্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনী ও ক্রুসেডার বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৭ মুরতাদ ও ক্রুসেডার হতাহত হয়েছে।

গত ১লা ডিসেম্বর মধ্য সোমালিয়ায় হিরান রাজ্যের বাল্দাউইন শহরে সোমালি সরকারের নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং সেনা নিয়োগ কর্মী "হাসান ইব্রাহিম নূর" এর উপর হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এদিকে, দক্ষিণ সোমালিয়ায় শাবেলী সুফলা রাজ্যের জনালি ও ওদেলি জেলা শহরে সরকারী মিলিশিয়াদের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে পৃথক গেরিলা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে অন্ততপক্ষে দুই সরকারী মিলিশিয়া সদস্য আহত হয়েছে।

একই রাজ্যের কারয়ুলী শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডার সেনাদের একটি ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে এক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে, রাজধানী মোগাদিশুর যুবাইদা শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

খোরাসানে মুজাহিদদের হামলায় ৬৯ জন আফগান সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধ বেশ কিছু সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ৬৯ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

'আল-ফাতাহ্' অপারেশনের ধারাবাহিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন, পশ্চিমাদের গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে গত ১লা ডিসেম্বর তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

এরমধ্যে কান্দাহার প্রদেশের 'ডান্ডি' জেলায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে আসা মুরতাদ সৈন্যদের সাথে একটি লড়াই হয় তালেবান মুজাহিদদের। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একাধিক বোমা হামলা চালান। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১২ সৈন্য নিহত এবং ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এমনিভাবে, বাদগিশ প্রদেশের 'মারগাব' জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভোর ৬টায় হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে আফগান বাহিনীর জেলা কমান্ডার আবদুল বাসির নিহত এবং ১১ সৈন্য আহত হয়।

এদিকে, লুগার প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর পাল-আলমে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে, বাদাখশান প্রদেশের নাসাঈয়ী জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনা চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করেদেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় কাবুল বাহিনীর ৫ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৯ সৈন্য।

একইভাবে, বলখ প্রদেশের দৌলতাবাদ ও শৌলগারাহ জেলা দুটিতে পৃথক অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। শৌলগারাহ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ৩ সৈন্য, আহত হয় আরো ৪ সৈন্য। অন্যদিকে, দৌলতাবাদ জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত তীব্র হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কাবুল বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক, নিহত হয় ৬ সৈন্য, আহত হয় আরো ৯ সৈন্য।

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণ: দগ্ধদের ক্ষতিপূরণের আদেশ স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে তিতাস গ্যাসের পাঁচ লাখ টাকা করে ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিতই থাকবে বলে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

মঙ্গলবার সকালে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ভার্চুয়াল বেঞ্চ এই রায় দেয়।

এর আগে, গত নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গত ৯ সেপ্টেম্বর তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলো হাইকোর্ট।

কিন্তু গত ১৩ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের হাইকোর্টের আদেশ ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেছিল আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। একইসঙ্গে ওইদিন এ সংক্রান্ত স্থগিত আবেদনের উপর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানির জন্য দিন ধার্য করে দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিতাস গ্যাস লিমিটেডের পিটিশনের শুনানিতে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এসব আদেশ দেয়।

গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে এশার নামাজের পর নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তাল্লা বায়তুস সালাম মসজিদে বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত ৩৭ জন মারা গেছেন এবং আরও বেশ কয়েকজন দগ্ধ হয়েছেন।

ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন থেকে বের হয়ে মসজিদের নিচতলায় জমে থাকা গ্যাসের কারণে ওই বিস্ফোরণ হয়।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা মার-ই-য়াম খন্দকারের করা একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে সাত দিনের মধ্যে প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরে তিতাস গ্যাস লিমিটেড হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে একটি আবেদন করে।

মধুপুরে গোবরের মধ্যে কুরআন শরীফ ফেলে ইসলাম অবমাননা

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার জলছত্র বাজার সংলগ্ন এলাকায় অশোক বাবুর ছেলে তন্ময় রহিমা নামক এক বৃদ্ধার বাসা থেকে তিনটি কুরআন শরীফ গোবরের মধ্যে ফেলে দেয়।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন শরীফ অবমাননার প্রতিবাদে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মধুপুর জলছত্র বাজারে প্রায় ঘণ্টাখানিক সময় অবরুদ্ধ করে রেখেছিল স্থানীয় জনগণ ও মুসলিমসমাজ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, "শুক্রবার ভোর সকালে গোবরের মধ্যে রহিমার কুরআন শরীফগুলো পাওয়া যায়।

ওই গোবরের পাশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অবধি রাত পর্যন্ত নেশাখোর তন্ময়কে এলাকাবাসী নেশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখতে পেলে সেখান থেকে তাকে বাসায় পৌছে দেয়।"

এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রবল ধারণা করা হচ্ছে, "অশোক বাবুর ছেলে তন্ময় পবিত্র কোরআন শরীফ গোবরে ফেলে ইসলামবিরোধী, ধর্ম অবমাননার ন্যাক্কারজনক কাজটি করেছে।"

বেরীবাইদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জুলহাস উদ্দিন ও অরণখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম বলেন, "ঘটনাটি খুবই ন্যাক্কারজনক। এটি মেনে নিতে পারছি না।

সন্ত্রাসী দল বিজেপি মন্ত্রীর মুসলিম বিদ্বেষ: তাঁদের কখনোই টিকিট দেব না

হিন্দু সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তিকে টিকিট দিতে পারি আমরা। সে ব্রাহ্মণ হোক বা লিঙ্গায়েত, কুরুবা হোক বা ভোক্কালিগা।

কিন্তু কোনো মুসলিমকে কখনো টিকিট দেওয়া হবে না বলে মুসলিম বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছে কর্নাটকের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কেএস ঈশ্বরাপ্পা।

সংবাদমাধ্যমে কথা বলার সময় সে এই মন্তব্য করে। ভারতের গণমাধ্যম আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশটির কর্নাটকের বেলগাভি লোকসভা উপনির্বাচন নিয়ে এই মুহূর্তে সেখানে প্রস্তুতি তুঙ্গে বিজেপি শিবিরে।

সেখানকার নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে গিয়েই রবিবার এমন বিতর্কিত মন্তব্য করে ঈশ্বরাপ্পা।

ঈশ্বরাপ্পার মতো প্রকাশ্যে মুসলিমবিরোধী মন্তব্য না করলেও, হিন্দু ভোটকে ঝুলিতে পুরতে মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পাও উদ্যোগী হয়েছে।

যে কারণে শুক্রবার বীরশৈব-লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়কে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিতে (ওবিসি) অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করে।

ভুয়া সনদে শিক্ষকতা করছে আওয়ামী লীগ নেতা

নীলফামারীর ডিমলায় সাইফুল ইসলাম লেলিন নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার স্নাতক (পাস) কোর্সের ভুয়া সনদে শিক্ষকতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ এলাকায় ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি উপজেলার দক্ষিণ কাকড়া সাইফুন সাইড নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক এবং নাউতারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ২০১৬ সালের ২৩ এপ্রিল নৌকা প্রতীক নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

এর আগে ১৯৯৪ সালে তিনি উপজেলার দক্ষিণ কাকড়া সাইফুন সাইড নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০০ সালের ১ মার্চ এমপিওভুক্ত হন।

এদিকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি বিদ্যালয়ে না গিয়েও বেতন-ভাতা উত্তোলন করে আসছেন। ওই সময় থেকে বিদ্যালয়ের ক্লাস নেয়ার জন্য মোফাজ্জল হোসেন মোফা নামের এক ব্যক্তিকে প্রক্সি শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেন।

এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা বিভাগের পরিদর্শক মো: আলমগীর হাসান ২০১৯ সালে ওই স্কুল পরিদর্শন করেন। চলতি বছরের ২৮ অক্টোবর পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলামের স্নাতক (পাস) সনদের ছায়ালিপি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হলে সেখানে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড অনুযায়ী ছায়ালিপির তথ্য সঠিক নয়। অধিকতর যাচাইরের জন্য মূল সাময়িক সনদ, মূল রেজি: ও মূল প্রবেশপত্র চাওয়া হলে ছয় মাসেও কাগজপত্র দাখিল করতে পারেননি সাইফুল ইসলাম।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড অনুযায়ী স্নাতকের (পাস) ছায়ালিপির তথ্য সঠিক নয়। নিয়োগকালে বিধি মোতাবেক সঠিক সনদ ছিল না।'

এ অবস্থায় এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে মে ২০১৯ পর্যন্ত বেতন-ভাতা বাবদ মোট ১৬ লাখ ২০ হাজার ২৪৮ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরৎ দিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যকোনো বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকলে তাও ফেরৎ দিতে বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে সাইফুল ইসলাম লেলিনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অভিযোগ সত্য নয়। তবে কার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করছেন এটাও খেয়াল করবেন।'

ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া বলেন, সাইফুল ইসলাম লেলিন নিয়োগের সময় এইচএসসি পাসের সনদ নিয়ে জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নেন। পরে তিনি স্নাতক পাসের সনদ দিয়ে সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিটে ওনার ডিগ্রী পাসের সনদের বিষয়ে একটি আপত্তি দিয়েছিল পরে তা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে একটি মহল এসব কথা ছড়াচ্ছে। তবে তিনি প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেয়ার কথাটি স্বীকার করেন। নয়া দিগন্ত

এবার ইহুদিদের জন্য আকাশপথ খুললো সৌদি

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বেশকিছু আরব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার পথে হাঁটছে মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিবাদী দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েল। ইতোমধ্যে অনেক দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের চুক্তিও হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইহুদিদের জন্য নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টা ও তার জামাতা জেরার্ড কুশনার ও তার টিমের মধ্যপ্রাচ্য সফরের অল্প সময়ের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত এলো সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে।

গত সোমবার ট্রাম্প প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছে, ‘আমরা বিষয়টি মীমাংসা করতে পেরেছি। আমিরাত ও বাহরাইনে ইসরায়েলি উড়োজাহাজ যাতায়াত নিয়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।’

কাতার ভিত্তিক আলজাজিরা জানিয়েছে, মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ফ্লাইট চলাচলের সুবিধার্থে ইসরায়েলকে আকাশপথ খুলে দিল সৌদি আরব।

সেপ্টেম্বরে ট্রাম্পের উপস্থিতিতে হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ ও আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে আমিরাত, বাহরাইন ও সুদান। এর পেছনে জেরার্ডের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়ে থাকে। সৌদি আরব ও কাতারের মধ্যে বিরোধ মেটাতে তৎপর । এ নিয়ে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে বৈঠকও করবে ট্রাম্পের জামাতা। আমাদের সময়

০১লা ডিসেম্বর, ২০২০

খুতবায় মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে বয়ান করায় ইমামের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীর মামলা

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ীতে জুমার খুতবায় মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করায় মসজিদের ইমামসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ছাত্রলীগ নেতা। এ নিয়ে আপত্তির কারণে মুসল্লিদেরকে ছাত্রলীগ নেতা কর্তৃক হয়রানীর শিকার হতে হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনার ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, গত শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) উপজেলার পশ্চিম বাছিরপুর জামে মসজিদের ইমাম জুমার খুতবায় মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা চলাকালে উপজেলা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ভূইয়া ইমামের কথায় বাধা দিয়ে বলে মূর্তি ও ভাস্কর্য এক নয়। এ কথা শুনার সাথে সাথে মুসল্লিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইমাম সবাইকে শান্ত করে নামাজ আদায় করেন।

নামাজ শেষে বিষয়টি নিয়ে ছাত্রলীগ নেতা ও মুসল্লিদের মধ্যে আবার কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এসময় তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরে ইকবাল ভূইয়া ফোন করে পুলিশকে ঘটনাস্থলে এনে ৫ জনকে আসামী করে মামলা করে।

মসজিদের ইমাম মাওলানা মামুনুল হক বলেন, জুমআর আলোচনায় এমন কোন কথা বলিনি, যে কথার জেরে মারামারি হবে। তারপরও আমি বিষয়টি দু'পক্ষের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করেছি। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য তৈরী করতে যে টাকা ব্যয় হবে তা গরীবের মধ্যে বিতরণ করলে তারা উপকৃত হবে। এমন কিছু কথাই বলেছি। এই কথা বলার পর ইকবাল ভূইয়া হৈ-হুল্লোড় শুরু করে।নামাজ শেষে উক্ত ঘটনার একপর্যায়ে মারামারিতে মসজিদের কোষাধক্ষ্য মো: মানিক মিয়া আহত হন। শুনেছি আমাকে প্রধান আসামী করে আরও ৪ জনের বিরোদ্ধে মামলা করেছে ইকবাল ভূইয়া।

অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ভূইয়া বলেন, যেহেতু আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করি তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ইমামের বক্তব্যে আমি ইমাম সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছি।

ভারতে মুসলিমবিদ্বেষ : মুসলিমদের দেবে না থাকার জায়গা

ভারতের বহরমপুরে মুসলিমদের কাছে ফ্ল্যাট বিক্রি এবং ঘর ভাড়া দেয়া যাবে না বলে 'ফরমান জারী' করেছে এক শ্রেণীর প্রোমোটর এবং হিন্দুত্ববাদীদের একটি স্থানীয় ক্লাব। আগে মুম্বাই,হরিয়ানা,বেঙ্গালুরুসহ বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত মুসলিমদের ঘরভাড়া দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের ঘটনা তেমন প্রকাশ্যে ছিল না। বর্তমানে কলকাতায় এই ধরনের ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছে। এখন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় খোদ বহরমপুরে মুসলিমদের ফ্ল্যাট পেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

২০১৪ সালের পর থেকে তামাম হিন্দুস্তানে অপ্রতিরোধ্য এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী শাসনতন্ত্র গোটা দেশকে গ্রাস করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় যেহেতু তাওহিদবাদী মুসলিমদের বসবাস, আর উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা সেই জেলায় অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিত অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নত, তাই তারা মুসলিমদেরকে শহরের জীবনযাপনে সুযোগ দিতে চায় না।

যেকোনোভাবেই মুসলিমদের কাছে ফ্ল্যাট বিক্রি করা যাবে না। ৬ জন মুসলিম ফ্ল্যাট-ক্রেতার নিকট বায়নাবাবদ আগাম নিয়েও মুসলিম হওয়ার কারণে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ক্লাবের দোহাই দিয়ে তথাকথিত হিন্দু-মাতব্বরেরা প্রোমোটারকে টাকা অর্থাৎ বায়না ফেরত দিতে বাধ্য করছে।

উল্লেখ্য, ৭০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর। এখন শিক্ষায়-চাকরিতে অনেকটা এগিয়ে, মুসলিমদের অনেকেই মেডিক্যাল অফিসার, কলেজ শিক্ষক, পুলিশ অফিসার,সাধারণ প্রশাসনে উঁচু পদে চাকরি করছেন। ফলে বহরমপুর শহরে নিজস্ব বাসস্থানের প্রয়োজনে এইসব সরকারি আধিকারিকরা ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন। ব্যাঙের ছাতার মতো বহরমপুর শহরে ফ্ল্যাট তৈরি হলেও প্রায় সব প্রোমোটারের অলিখিত সিদ্ধান্ত, কোনো মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি নয়।

তারা চায় মুসলিমরা গ্রামীণ পরিবেশে নিম্নশ্রেণির বেশে বসবাস করুক। শহরের জীবনের স্বাচ্ছন্দে, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার সুযোগ তারা দিতে চায় না। এই সমস্ত প্রোমোটারদের ব্যবহার করছে হিন্দু সন্ত্রাসী দল আরএসএস। তাদের স্পষ্ট কথা, ইসলাম ধর্মী

লোকদের কাছে ফ্ল্যাট বিক্রি কিংবা ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। এই ফ্ল্যাট যেখানে গড়ে উঠছে তার কাছেই রয়েছে সুহৃদ সংঘ নামে একটি ক্লাব। কিষাণ ঘোষ লেনের বাসিন্দারা প্রোমোটারকে স্থানীয় ওই ক্লাবে ডেকে পরিষ্কার জানিয়েছে, কোনও মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি করা চলবে না। যাদের বায়না নিয়েছেন তা ফেরত দিতে হবে। না হলে এখানে ফ্ল্যাট তৈরি করতে বাধা দেব। এমনকি নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট ভেঙে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, প্রোমোটার ইজারুল সেখ জানিয়েছেন যে ব্যবসা করতে এসে অনেক কিছু আপস করতে হয়। বাধ্য হয়ে যেসব মুসলিমদের অগ্রিম নিয়েছিলাম তা ফেরত দিয়েছি। এখন অমুসলিমদের এই ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হবে। তাতে সব মিলে ৫০ লক্ষ টাকা কমদামে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হবে। লোকসান হলেও উপায় নেই। আসলে বহরমপুর শহরে জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট, সব কিছুতেই হিন্দু ক্রেতার থেকে মুসলিম ক্রেতারা অনেক বেশি দাম দেয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে স্বর্ণময়ী রোড, মানকুমারী রোডে অনেকগুলি ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। কোথাও কোনো প্রোমোটার মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি করছে না। আরএসএস এবং সংঘ পরিবার এবং দিল্লি ওয়ালারা পরিকল্পিতভাবে পশ্চিমবাংলায় ও মুসলিম বিদ্বেষকে হাতিয়ার করে তুলছে। তারা বিভিন্ন ক্লাব, ধর্মীয় সংগঠন, গণসংগঠনকে কাজে লাগাচ্ছে। মানুষকে ঘৃণা শেখাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য ক্লাবটিকে ব্যবহার করেছে।

মুর্শিদাবাদ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা এখানে বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে মুসলিমদের উপর হত্যাকাণ্ড চালাতে চাইছে বিজেপি, আরএসএস হিন্দু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

ভারতে মুসলিমদের উপর এমন নির্যাতনের ঘটনা এখন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। একদিকে হিন্দুরা সমাজে প্রভাবশালী হতে চায়, অন্যদিকে সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদের উপর চালাতে চায় নির্যাতনের স্টিমরোলার। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকারসমূহ থেকেও মুসলিমদের বঞ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে হিন্দু নরপশুরা। কিছুদিন আগে এক রোগী মুসলিম হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি নেয়নি তারা। পরবর্তীতে রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

এমনিভাবে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা লাগোয়া এক এলাকার দুটি গেস্ট হাউস থেকে ১০ জন শিক্ষককে শুধু মুসলিম হওয়ায় তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অগ্রিম অর্থ দিয়ে ঘর বুকিং করার পরেও 'পাড়ার হিন্দু লোকেরা মুসলিমদের থাকতে দিতে চায় না' এই অজুহাতে গেস্ট হাউসের কর্মীরা তাদের চলে যেতে বলেন। হিন্দু সন্ত্রাসীদের এমন উগ্র নীতির পরও মুসলিমদেরকে শোনানো হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ফাঁপা বুলি। ভারতীয় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে যা গিলানো হয়েছে তা আসলে দিবাস্বপ্ন। মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ ছিল, আছে, থাকবে। ইমান ও কুফরের লড়াই চিরকাল চলবে। তা মুসলিমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে ততই ভাল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালায়া আমাদের সতর্ক করে সূরা আলে ইমরানের ১১৮ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া ও বিপদে ফেলাই তাদের একান্ত কামনা। তাদের মুখেই বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে, আর তাদের হৃদয়ে যা গোপন আছে তা আরো ভয়ংকর। তোমাদের জন্য নিদর্শন তথা শত্রুদের চক্রান্ত বিশদভাবে বণর্না করেছি, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (৩:১১৮)

সূরা আলে ইমরানের ১১৯ ও ১২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)

" দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আর আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন।

তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। (৩:১১৯-১২০)

এই আয়াতগুলোতে মুসলিমদের শত্রু কাফের-মুনাফিকদের নোংরা চিন্তাধারা ও ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে মুসলিমদের বলা হচ্ছে, এমনটি ভেবো না যে, তোমরা কাফের মুশরিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে, তাদের প্রতি বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটালে তারাও তোমাদের সাথে শত্রুতা বন্ধ করবে এবং তোমাদের ব্যাপারে মত পরিবর্তন করবে। এমনকি তারা মুখে ঈমান আনার কথা বললেও তাদের অন্তরে রয়েছে তোমাদের প্রতি অসীম বিদ্বেষ। মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতির খবরে কাফের-মুনাফিকরা মর্মপীড়া অনুভব করে। আর মুসলিমরা কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের খুশীর সীমা থাকে না। তাই শত্রুদের চক্রান্তের মোকাবেলায় মুসলিমদেরকেও প্রতিরোধকামী হতে হবে এবং আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্য ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকলে শত্রুদের শত চক্রান্তেও মুসলিমদের কোনো ক্ষতি হবে না এবং তারা কোনোভাবেই মুসলিমদের পরাজিত করতে পারবে না।

ভারতের ব্রহ্মপুত্র অংশে বাঁধ দেবে চীন

তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদে একটি বড় বাঁধ তৈরি করবে চীন। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ বাঁধ তৈরি করা হবে। আগামী বছর থেকে শুরু হতে পারে এই প্রকল্পের কাজ। গতকাল রোববার বাঁধনির্মাণ কোম্পানির প্রধানের বরাত দিয়ে দেশটির সরকারি গণমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে।

চীনের পাওয়ার কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ইয়ান ঝিয়ং জানান, পানিসম্পদ এবং দেশে বিদ্যুৎ নিরাপত্তার জন্য এ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। দেশটির ১৪তম পঞ্চবার্ষিকী (২০২১-২৫) পরিকল্পনায় এ প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার চীনের জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল সোসাইটির ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে ইয়ান ঝিয়ং বলেছে, 'এটি চীনের জলবিদ্যুৎ প্রকৌশলের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী প্রকল্প হবে।' এদিকে তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদে চীনের বাঁধনির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত উদ্বিগ্ন। তবে উদ্বেগের কারণ নেই জানিয়ে চীন বলেছে, তারা বাংলাদেশ ও ভারতের স্বার্থ মাথায় রাখবে।

ভারত সরকার চীনকে ইতোমধ্যে কয়েক দফায় তাদের উদ্বেগ জানিয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে ভারতে ব্রহ্মপুত্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে ২০১৫ সালে চীন তিব্বতে তাদের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ স্টেশন চালু করে। এর ব্যয় ছিল দেড় মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উল্লেখ্য, ব্রহ্মপুত্র এশিয়া মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ। এর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার কৈলাস শৃঙ্গের কাছে জিমা ইয়ংজং হিমবাহে, যা তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। তিব্বতের পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র ভারতের অরুণাচলে প্রবেশ করেছে। তারপর আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পড়েছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা হচ্ছে যমুনা। এক কালের প্রশস্ত এই ব্রহ্মপুত্র এখন শীর্ণকায়। আমাদের সময়

মাদক টেস্টে আরও ৮ পুলিশ পজিটিভ

ডোপ টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারেনি কুষ্টিয়ায় আরো আট পুলিশ সদস্য। পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র ও সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) সোহেল রানা প্রথম আলোকে তথ্যের সত্যতা

নিশ্চিত করেছে। ওই আট পুলিশ সদস্যের দুজন উপপরিদর্শক, দুজন সহকারী উপপরিদর্শক ও বাকিরা কনস্টেবল।

সূত্র জানায়, এসকল পুলিশ সদস্যদের মাদক সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া যায়। এরপরই তাঁদের ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হয়।

গেল সপ্তাহেই ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ১০ সদস্য মাদক টেস্টে পজিটিভ এসেছে। এর আগে ২২ নভেম্বর ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে ডোপ টেস্টে ৬৮ জন পুলিশ সদস্য ফেঁসে যাওয়ার খবরটি জানানো হয়। প্রথম আলো

মালি | ফ্রান্সের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে ১৫টি সফল রকেট হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা

মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে ১৫টি সফল রকেট হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবাজ মুজাহিদিন। ধারণা করা হচ্ছে, এতে ক্রুসেডার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

সাবাত ও বামাকো নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কাইদাল, ঘাও ও মানকার কেন্দ্রীয় শহরগুলিতে ব্যাপক রকেট হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। বিশেষ করে এসব শহরগুলোতে অবস্থিত ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৩টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রকেট হামলাগুলো চালানো হয়েছে।

গত ৩০ নভেম্বর ভোর ৫:৩০ মিনিট থেকে সকাল ৭টার মধ্যে এসব রকেট হামলাগুলো চালানো হয়েছে। অনেকটাই দূর থেকেই ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে এসব সফল রকেট হামলাগুলো চালানো হয়েছে।

বামাকো নিউজ আরো জানিয়েছে যে, শুধু কাইদাল শহরে অবস্থিত ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করেই ৮টি রকেট হামলা চালানো হয়েছে, একইভাবে মানকারে ৪টি ও ঘাও শহরে ২টি রকেট

হামলা চালানো হয়েছে। এসব রকেট হামলার পরে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিগুলোতে বড়ধরণের অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল সামরিক ঘাঁটিগুলো। ধারণা করা হচ্ছে, আল-কায়েদা মুজাহিদদের এসব সফল রকেট হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সোমালীয় | মুজাহিদিন কর্তৃক শহর ও ঘাঁটি বিজয়, ৫৩ সৈন্য নিহত, ১২টি সামরিযান গনিমত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা। উক্ত হামলায় শহর ও ঘাঁটি বিজয়সহ ৬টি সামরিকযান গনিমত লাভ করেছেন আল কায়েদা মুজাহিদিন। এছাড়াও ৫৩ কুফফার সেনা নিহত ও শত্রু বাহিনীর আরো ৭টি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমাদের গোলাম সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত একটি ঘাঁটিতে হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ৩০ নভেম্বর সকাল বেলায় মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের বায়াদাওয়ীন শহরে শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উক্ত হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযানে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ২ অফিসারসহ কমপক্ষে ৫৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ও শহর ছেড়ে পালিয়েছে। মুরতাদ সৈন্যদের পলায়নের মধ্যদিয়ে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে যুক্ত হল আরো একটি শহর।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৭টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিযান। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ৩টি ট্রাকসহ মোট ১২টি সামরিকযান, বিমানবিধ্বংসী বন্দুক এবং অন্যান্য আরো বহু সামরিক সরঞ্জামাদি।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১৭ এরও অধিক কুফফার সৈন্য হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ১৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ নভেম্বর মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের হবিও এবং বাহাদুইন শহরগুলির মাঝামাঝি সড়কে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পুঁতে রাখা একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ১১ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে এবং একটি সামরিক গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

এর আগে ধ্বংস হওয়া যানটি বাহাদুইন শহরে সোমালীয় মুরতাদ সৈন্যদের উদ্ধার করতে উপকূলীয় শহর হবিও থেকে পাঠানো হয়েছিল। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা একটি ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেন।

একইদিনে দক্ষিণ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলি রাজ্যের আদলি শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর দুটি সামরিক ব্যারাকে অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে "সালাদ দেলবী" নামে সরকারী মিলিশিয়া বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অন্য এক সৈনা নিহত হয়েছে, এছাড়াও এই অভিযানে আরো ৪ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/mc7dYjc

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২০ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

কেনিয়ায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এক অভিযানে অন্ততপক্ষে ২০ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং একটি যান ধ্বংস হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ নভেম্বর পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়াতে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ, যার ফলে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর অন্ততপক্ষে ১৪ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার সৈন্যদের বহনকারী একটি সামরিকযান।

কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ম্যান্ডেরা অঞ্চলের লাফি শহর এই সফল অভিযানটি চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।